

১৯৭৭ইং

ত্রিপুরা বাস সিণ্ডিকেট

আগরতলা, ত্রিপুরা।

যতনবাড়ী সহ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার মহকুমা সহরগুলির সহিত এক্সপ্রেস সার্ভিস চালু হয়েছে।

যাত্রী পরিবহনে ত্রিপুরায় বাস সিণ্ডিকেট যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করে আসছে আজ জগজ্জননীর শুভাশীর্ব্বাদে আমাদের ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব অটুট থাকুক এই আমাদের প্রার্থনা।

গোপাল কর
সাধারণ সম্পাদক
ত্রিপুরা বাস সিণ্ডিকেট

মরূপ

শরৎ কী ঈচেল

(শারদীয় সংখ্যা)

১৯৭৭ ইং

সম্পাদক

রাজকুমার কমলজিৎ সিংহ

বনমালীপুর, এ, এ, রোড,
আগরতলা—৭৯৯০০১

মূল্য— ৪ টাকা
মমল লুপা। ৪'০০

সুচী

সম্পাদকীয়



ঈশ্বংযদা যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি
তদাতভীর্যাতং করিষ্যামরি সংক্ষয়ম্ ॥

সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্

ইমাগী পুজা

ঐথোয়গী ওয়াথনদা মহাদেবী দূর্গা মায়কৈ তরাগী দশভূজা লাইয়াম পুম্নমকতগী তেজ লৌহুনা ইরোয় হিংচাবগী মশক ওয়রাবা হাংপাগী দমক অপুনবা শক্তমনী। অপুনবাদগী থোকলকপা পাংগল (শক্তি) না কার্ত্তিকেয়। অপুনবা (ঐকা) ১মুং পাংগল (শক্তি) তিনশিনল্লগা বিদ্যা-বুদ্ধি (সরস্বতী) মনংদা সিদ্ধি (ফংবা) অহুগী মথং, ঋদ্ধি (লক্ষ্মী) তুংশিনবা। ময়ামশিগি মথকতা মঙ্গলময় শিব মহাদেব। আওয়াবা মাংহনবা গী প্রতীক অসুর হাংপা।

মরমসিনা মলেমগী ইমানা মলেমদা লৈবা মীওয়শিংবু হায়বিরি (আশাস পিরি) হিংচাবাগী মশক ওয়না ফাওবকতুনা অকায় অত্তোয় (বিঘ্ন) লাকলবদা ঐহাক শোয়দনা লাককনী। ঐহাক য়েকনাবাবু মথাক লৈতনা মুথংতকনী হায়রবসু অমদি হায়রি= হায়জদবা য়াদে। দেবগণ লাই পুম্নমকনা কয়া হায়জ খোজ্জহুনা আবির্ভূতা ওয়বা ইমানি। মরমসিনা ঐথোক বকচাং শুদ্ধি তৌনা ইরু য়াথথাহুনা, অহনবা কি হোংদোকতুনা দেবকুলনা হায়জবদৌনা হায়জরি।

সর্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তি সমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহিনো দেবী নারায়ণি নমোহস্তুতে ॥

এই মনিপুর কি সেই মনিপুর

রমা প্রসাদ দত্ত

মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বে আছে যে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন, "হে সঞ্জয়, যে ভারতবর্ষে এ সমস্ত সৈন্য একত্র হয়েছে, আমার পুত্র দুর্য্যোধন ও পাণ্ডুপুত্রগণ যাহা গ্রহণে একান্ত লোলুপ হয়েছে এবং যা'তে আমার অন্তঃকরণ একেবারে নিমগ্ন হয়েছে, তুমি আমার নিকট, সে ভারতবর্ষের বিষয় সবিস্তারে বর্ণনা কর।" তখন সঞ্জয় ভারতবর্ষের বিবরণ বলতে আরম্ভ করলেন।

সঞ্জয় প্রথমে সাতটি প্রধান পর্ব্বতের উল্লেখ করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতগুলির জন্য এক 'প্রভৃতি' শব্দে শেষ করলেন। পরে ১৬৯টি নদ নদীর নাম উল্লেখ করে বললেন 'এ ভিন্ন সহস্র সহস্র নদী অপ্রকাশিত আছে। তারপর জনপদগুলির নাম উল্লেখ করতে লাগলেন। বিন্ধ্য পর্ব্বতের উত্তর দিকে ন্যূনাধিক ১৫০ ও দক্ষিণা পথের ৬৯টি জনপদের নাম করলেন। কিন্তু এর এক স্থানেও মণিপুরের নাম নেই। মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন যে ভ্রমক্রমে একটি প্রধান আর্য্যরাজ্যের উল্লেখ করেন নি, তা কোনমতেই সম্ভবপর নহে।

আদি ও অশ্বমেধ পর্ব্বে মনিপুরের যেরূপ বর্ণনা আছে, তাতে তাকে তদানিন্তন একটি পরাক্রান্ত আর্য্যরাজ্য বলে নির্দ্দেশ করা যেতে পারে। ভীষ্মপর্ব্বে এর নাম উল্লেখ না থাকায় মণিপুর একটি আর্য্যরাজ্য কিনা আমাদের সন্দেহ হচ্ছে।

জনৈক ইংরেজ ঐতিহাসিক বলেন, মহাভারতে মনিপুরের যেরূপ বর্ণনা দৃষ্টি হচ্ছে তা সবই অসাধারণ কল্পনা শক্তির পরিচায়ক মাত্র। হুইলার সাহেব মনিপুরের ভূতপূর্ব্ব পলিটিক্যাল এজেন্টের রিপোর্টের (In culloch's account of Manipur) উপর নির্ভর করে মহাভারতের ঐ সকল অংশ অলীক বলে প্রমাণিত করেছেন।

মনিপুর প্রাচীন অনার্য্য ভূমির আবাস ভূমি। মণিপুরের রাজবংশ ও অনার্য্য বংশ সম্ভূত। এরূপ উল্লেখের কারণ কি? আদি পর্ব্বে অর্জ্জুন বনবাসে মণিপুরের নাম প্রথম দৃষ্টি হয়। আমাদের মনে হয়, অর্জ্জুনের প্রথম দ্বাদশ বৎসর বনবাস সম্পূর্ণ অমূলক। (হুইলার সাহেব এ সম্বন্ধে অনেকগুলি যুক্তি দেখিয়েছেন)। কেবল অকৃত্রিম ভ্রাতৃভাব কিরূপ তা দেখাবার জন্যই এ অধ্যায়ের সৃষ্টি। মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন 'ভারত' রচনা করেন। বৈশম্পায়ণ জনমেজয়কে তাহা শ্রবণ করিয়েছিলেন। লোমহর্ষণ সুত সৌতি নৈমিষারণ্যে যজ্ঞদীক্ষিত মুণিগণের নিকট সে ভারত উপাখ্যান বলেছিলেন। সাধারণতঃ একটি প্রবাদ আছে 'তিন নকলে আসল খাস্ত।' মহাভারত সম্পর্কে একথা খাটে। আবার পরবর্ত্তী পণ্ডিত মণ্ডলীও যে মধ্যে মধ্যে এর মধ্যে স্বরচিত শ্লোকের সংযোজন করেন নি তাও নহে। পুরাণগুলির বিষয় আলোচনা করলে আমাদের এসকল যুক্তি অযৌক্তিক বোধ হবে না। পণ্ডিতদের মতে মনিপুরীদের মুখের

আকৃতি দর্শন করলে এদেরকে কোনমতেই আর্য্যজাতি বলে বোধ হয় না। দ্বিতীয়তঃ এদের ভাষায় সংস্কৃতের বিন্দুমাত্রও অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না। (মনিপুরী ভাষায় শতভাগে এক ভাগ মাত্র বাঙ্গলা ভাষা পাওয়া যায়। Joun, Bengal A. Socity vol vi) তৃতীয়তঃ মনিপুরীদের আচার। চতুর্থতঃ মনিপুরী জাতি। মনিপুরে তিনটি শ্রেণীই প্রধান। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কায়স্থ। এ ব্যতীত আর যে কয়েকটি শ্রেণী আছে তা মনিপুরের পার্শ্বস্থ বা অন্যান্য পার্ব্বত্য জাতি। তার প্রথম উদাহরণ 'কালাছা'। এরা সর্ব্ব প্রথমে কাছার বা হেড়ম্ব রাজ্যের অধিবাসী ছিল। কাছারের য সকল অংশ মনিপুর জাতির দ্বারা বিজিত হয়েছে, সে অংশই তাদের প্রধান বাসস্থান। এ ছাড়া আরও একটি প্রবাদ আছে, মনিপুর জাতি কাছাড় বিজয় করে সেসকল লোককে বন্দী করে আনেন তাদেরকে কালাছা শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। এরা সাধারণতঃ দাসরূপে পরিগণিত হয়।

যে তিনটি প্রধান শ্রেণীর উল্লেখ করা গেল, তার মধ্যে ক্ষত্রিয় গণই মনিপুরের প্রকৃত প্রাচীন অধিবাসী। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ অনেকদিন পর বঙ্গদেশ হতে সেখানে গমন করে উপনিবেশ স্থাপন করে। তাঁরা কিন্তু সপরিবারে সেখানে গমন করেননি। কোন কার্য উপলক্ষে মনিপুরে গিয়ে সেখানে কোন ক্ষত্রিয় কন্যার রূপলাবণ্যে মোহিত হয়ে পাণি গ্রহণ করেছেন। প্রণয়িনীর প্রণয়ে মুগ্ধ হয়ে জন্মভূমির মমতা 'বরাক' নদীর জলে বিসর্জ্জন করেছেন। একারণেই মনিপুরে 'ব্রাহ্মণ' ও কায়স্থ জাতির উৎপত্তি। তাদের সন্তান সন্ততি বন্দ্যোপাধ্যায় 'মুখোপাধ্যায়, চক্রবর্ত্তী 'ঘোষ' 'বসু' 'দত্ত' প্রভৃতি উপাধি দ্বারা নিজেদের পরিচয় দেন। কিন্তু বাঙ্গালী বলে পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেন। এখানে প্রসঙ্গত বলা যায়, জেলা ত্রিপুরার অন্তঃপাতী কৃষ্ণপুর ও মাইজ ঘাড়ের ঘোষ বংশের 'বংশাবলীতে' দৃষ্ট হতেছে, পদ্মলোচন রায়, উজিরের তিন পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র কবিবল্লভ পিতৃপদ 'উজিরি' (ত্রিপুরেশ্বরের প্রধান সচিব) লাভ করেন। দ্বিতীয় পুত্র কবিচন্দ্র ত্রিপুরার সুবা (সৈন্যাধ্যক্ষ) হন। তৃতীয় পুত্র কবিচন্দ্র ত্রিপুরার অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। কবিচন্দ্র যুদ্ধ সম্বন্ধীয় কাজে মনিপুর গমন করে সেখানে দক্ষিণ রাঢ়ীয় সৌকালীন ঘোষ বংশ সৃষ্টি করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে যে মনিপুরে হিন্দুধর্ম প্রবেশ করেছিল তা বোধ হয় না। ১৮৭১খৃঃ মনিপুরের পলিটিক্যাল এজেন্ট ডেমেন্ট (Damant) সাহেব মনিপুরে হিন্দুধর্ম প্রবেশের সময় খৃষ্টাব্দ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ নির্ণয় করেছেন। (Joun, Bengal, A Soceity vol XLVI Part I)। হুইলার সাহেবও এরূপ লিখেছেন :—

'And it is some what remark ble that no trace of Brahmanism can be found in Manipur of an earlier date than the begining of the last country" (W. History of India VOL. 1 Page—149)

মনিপুরের ব্রাহ্মণগণ এখনও ইচ্ছা করলে ক্ষত্রিয়কন্যা বিবাহ করতে পারেন কিন্তু

সে কন্যার গর্ভজাত সন্তানগুলি সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে থাকে। তাদের ঘরে যেতে পিতা কিংবা অন্য কোন ব্রাহ্মণের ভোজন করতে নিষেধ নেই। ব্রাহ্মাণ দিগের মধ্যে দুটি শ্রেণী আছে। যথা—'আরিবম্' ও 'অনৌবম্'।

'আরিবম্' অর্থাৎ যারা বহুকাল পূর্ব্বে মনিপুরে গমন করেছিল। 'অনৌবম্' অর্থে 'নবাগত' অর্থাৎ যারা অল্পকাল মাত্র মনিপুরে উপস্থিত হয়েছিল। নবাগত ব্রাহ্মণদের অধিকাংশের পিতা ও মাতামহ বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করে মনিপুরে বাস করত। যদিও সে প্রাচীন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ দিগের সন্তান সন্ততিগণ মনিপুরের ভাষা ব্যতীত বাঙ্গলা ভাষা জানেন না, তথাপি কোন কোন শব্দ দ্বারা তাঁদেরকে প্রকৃত মনিপুরীরা অর্থাৎ ক্ষত্রিয়গণ হতে পৃথক করা যেতে পারে। ক্ষত্রিয়গণ পিতাকে 'পাবা' বলে সম্বোধন করে। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ অদ্যাবধি 'বাবা' শব্দটি ত্যাগ করতে পারেনি। সেরূপ ক্ষত্রিয়গণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে তাদা বলে, কিন্তু ব্রাহ্মণগণ 'দাদাই' বলে। এরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে।

কায়স্থগণ 'লাইরিএংবম' নামে পরিচিত। 'লাইরিক' অর্থ পুস্তক, 'এংবা' অর্থ দেখা। মনিপুরীর ভাষায় এ দু'টি শব্দ যোগ করে 'লাইরিএংবম' হয়েছে এর মূল অর্থ যে জাতি পুস্তক দেখে।'

মনিপুরে ক্ষত্রিয় বলে যারা পরিচয় দেয় তারাই মনিপুরের প্রাচীন অধিবাসী। তারা যদিও এখন পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয় বলে আত্ম পরিচয় দিতেছে। আসলে তারা অনার্য্য হওয়াই সম্ভব। প্রাচীনকালে যে ক্ষত্রিয়গণই শুধুমাত্র মনিপুরে বাস করতে গিয়েছিল তা কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। কারণ তাদের সঙ্গে আর যে দু'টো মিশ্র (মনিপুরীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ 'মিতাই' বলে পরিচিত। 'মিতাই' অর্থ মিশ্র-জাতি। বর্তমানে ক্ষত্রিয়গণও তাদের নিজেদের 'মিতাই' বলে পরিচয় দেয়) আর্যজাতির উল্লেখ করলাম তারা যে অল্পকাল হতে তথায় গিয়েছেন তা কেহই বোধ হয় অস্বীকার করবে না। হুইলার সাহেব মনিপুরী দিগকে নাগ বংশ সম্ভূত বলে উল্লেখ করেছেন। মনিপুরের পার্শ্বে নাগা পর্ব্বত এবং সেখানেই নাগাদের বাস। এই নাগাগণই প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ কর্ত্তৃক নাগ বলে উল্লিখিত হয়েছেন। মনিপুরের বর্তমান রাজ বংশীয়গণ নিজেদের নাগ বংশ বলে উল্লেখ করে গর্ব্ব বোধ করেন। প্রবাদে আছে মনিপুরের রাজ সিংহাসনের নীচে একটি সর্প বাস করছে এবং সে সর্পের নাম 'পাখংবা'' এ পাখংবা রাজ বংশের পূর্ব্ব পুরুষ অথচ কুলদেবতা বলে প্রসিদ্ধ।

মনিপুরীগণ অনার্য্য বংশে ভব হয়ে কিরূপে হিন্দু সমাজভুক্ত হল। তা বুঝতে হলে আমাদের বৈষ্ণব প্রভুদের কথা বলতে হয়। যাঁরা ব্রাহ্মণ হতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলকেই হরি হরি নাম দ্বারা উদ্ধার করিয়েছেন, মনিপুরীগণ তাদের দ্বারাই হিন্দুত্ব প্রাপ্ত হয়েছে।

মনিপুর পতি রাজা চিতোম খোম্বার (চিং তোম খোম্বার সময় হতেই মনিপুর পতিদিগের হিন্দুনাম দৃষ্ট হয়। এই নৃপতির 'ভাগ্যচন্দ্র' 'কর্ত্তা' প্রভৃতি কতকগুলি নাম ছিল। এচিসন সাহেব তাঁকে 'ভারত সাহি' লিখেছেন।

Aitchison's Treatise VOL. 1 Page, —120") রাজত্ব সময়ে শ্রীহট্ট বাসী জনৈক অধিকারী মনিপুরে উপস্থিত হয়ে চৈতন্যের প্রেম তরঙ্গে 'মনিপুর' ভাসিয়ে দিলেন। রাজা প্রজা সকলেই কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করে ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দিতে লাগলেন। সে সময় হতেই মনিপুরীগণ রাসক্রীডায় উন্মত্ত হয়ে উঠল। ভাগ্যচন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে মনিপুর সিংহাসনে অধিরুঢ় ছিলেন।

ডেমেন্ট সাহেবের মতে এ ঘটনাটি আরও কিছু পূর্ব্বে হয়েছিল। তিনি বলেন 'চারাই রংবার (চারাইংবা ভাগ্যচন্দ্রের পিতামহ। চারাইংবা ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন) রাজ্য শাসন সময়ে মনিপুরে হিন্দু ধর্ম প্রচার হয়। এখানে বলা যেতে পারে যদিও চারাইংবা'র রাজত্ব সময়ে মনিপুরে হিন্দুধর্মের আলোক প্রবেশ করে থাকে কিন্তু মনিপুররাজ কুলতিলক ভাগ্যচন্দ্রের রাজত্ব কালেই তা সংশোধিত হয়ে পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয়েছে।

প্রায় বিষয়েই একটা না একটা মতভেদ আছে। মনিপুর রাজ্য কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্ব্ব হতেই পৃথিবী মধ্যে সুপরিচিত ছিল, আচারে বীরত্বে মহত্বে ভারতে ক্ষত্রিয় রাজা মধ্যে প্রশংসার সঙ্গে গন্য হত বলে কোন কোন ঐতিহাসিকের মত। কিন্তু অন্য পক্ষ ঐতিহাসিকদের প্রশ্ন এই মনিপুর অর্জ্জুন পুত্র বভ্রুবাহনের মনিপুর কিনা ?

ডাক্তার অপটি, দাক্ষিণাত্যের মাদ্রাজ ৭২ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত 'মনলুর' নামক গ্রামটিকেই মহাভারতীয় মনিপুর বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। (Madras Joural for 1879: Page—311)

ক্যানিংহাম (Caningham) তাঁর মত হিসাবে বলেছেন মধ্য প্রদেশের রত্নপুরের উত্তরে অবস্থিত 'মনিপুর'কেই চেদিরাজ্যের প্রাচীন রাজধানী মনিপুর বলে অভিহিত করা যায়। (Caningham's Archacological Survey Report VOL xvii, Page 70)

"A fatheris Momemental Antiqutiese Inscription in the N W P and oudha পৃষ্ঠা ১৮৯তে অযোধ্যা প্রদেশে এক শিলালিপির সমর্থনে লেখা হয়েছে, সীতাপুরের ১৬ ক্রোশ দক্ষিনে 'মনুআ' নামক বৃহৎ গ্রামটিই প্রাচীন মনিপুর। এবং এখানেই বভ্রুবাহনের সঙ্গে অর্জ্জুনের যুদ্ধ হয়েছিল।

বিশ্বকোষকার নগেন্দ্রনাথ লিখেছেন বর্ত্তমান গঞ্জাম জেলাস্থ চিকাকুলের নিকট যে মনকব বন্দর আছে তাহাই কলিঙ্গ রাজধানী। মহাভারতীয় মনিপুর। (বিশ্বকোষ, ১২শ ভাগ) এ ছাডাও নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ১২৯৮ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় 'জন্মভূমি' পত্রিকায় সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে মনিপুরকে কলিঙ্গ রাজ্যের রাজধানী বলে ঘোষনা করেছিলেন। তিনি তাঁর সিদ্ধান্তের অনুকূলে মহাভারতের আদিপর্ব্বের ২১৫ অধ্যায়ের ৯—১৬ শ্লোক পর্য্যন্ত প্রমাণার্থ উদ্ধৃত করেছিলেন। ঐ সকল শ্লোকের সারমর্ম হল—"যে অর্জ্জুন কলিঙ্গ দেশ অতিক্রম করে মহেন্দ্র পর্ব্বতের শোভা দর্শন করতে করতে সমুদ্র তীরের পথ ধরে শনৈঃ শনৈঃ মনিপুরে গমন করেন। বসু মহাশয় এই কলিঙ্গ রাজ্য অতিক্রম, মহেন্দ্র পর্ব্বত দর্শন এবং সমুদ্র তীরের পথের গমন দেখেই বোধহয়

মনিপুরকে কলিঙ্গের রাজধানী বলেছেন, এছাড়া কলিঙ্গ রাজ্যে মনিপুরের অস্তিত্বের আর কোন বিশিষ্ট প্রমাণ আমাদের জানা নেই।

বসু মহাশয়ের উদ্ধৃত শ্লোক সমূহের পূর্ববর্ত্তী ঐ অধ্যায়েরই পঞ্চম শ্লোকে লেখা আছে—

"অবতীর্য্য নরশ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণৈঃ সহভারত
প্রাচীং দিশমভিপ্রেপ্সু, জগাম ভরতর্ষভঃ

অর্জুন প্রসিদ্ধ ভৃগুতুঙ্গ (তুঙ্গনাথ) দর্শনান্তে ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে অবতরণ করে পূর্ব্বদিকে গমন করেন। পথে কৌশিকী মহানদী, গঙ্গা, প্রভৃতি দর্শনের পর কলিঙ্গ রাজ্য অতিক্রম করে সমুদ্র তীরের পথ ধরে ধীরে ধীরে মনিপুরে চলে যান। অর্জ্জুনের পূর্ব্বদিক দেখার অভিপ্রায় হৃদয়ে রেখে মহাভারত পাঠে প্রবৃত্ত হলে, "সমুদ্র তীরেণ শনৈ মনিপুরং জগাম৹"—বর্ণনাটুকু দ্বারা পূর্ব্বদিগবর্ত্তী মনিপুরই বুঝতে হয়।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের চতুর্থ অধ্যায়ের লেখা আছে—

'কলিঙ্গ বিষয়ে রাজন্। রাজশ্চিত্রাঙ্গদস্যচ।
শ্রীমদ্রাজপুরং নাম নগরং তত্র ভারত॥২॥

কলিঙ্গরাজ্যে চিত্রাঙ্গদ রাজার রাজপুর নামে নগর ছিল, সেখানে তার কন্যার স্বয়ম্বর সভায় মহাবীর কর্ণ দুর্যোধনের নিমিত্ত কন্যা হরণ করেছিলেন সুতরাং ইহা দ্বারা জানতে পারা যায়, পাণ্ডবের সময় কলিঙ্গের রাজা ছিলেন চিত্রাঙ্গদ, আর তাঁর রাজধানী ছিল রাজপুর। আর অপরদিকে মহাভারতের আদিপর্ব্বের বর্ণনা হতে জানা যায়, মনিপুর রাজ্যের সে সময়কার রাজার নাম চিত্রসেন। চিত্রসেন ও চিত্রাঙ্গদ ভিন্ন ব্যক্তি। মনিপুর এবং রাজপুর ভিন্ন ভিন্ন রাজধানী।

নগেন্দ্রনাথ বসুর এই শ্লোক উদ্ধৃত করে পূর্ব্বোক্ত অনৈক্যের সমাধান করে বলছেন "এ চিত্রাঙ্গদ কাহার পুত্র, মহাভারতে তার উল্লেখ নেই। সে কন্যার স্বয়ম্বর কালে পঞ্চ পাণ্ডব ব্যতীত কৌরব ও ভারতের সকল প্রধান রাজাই কন্যা লাভার্থ উপস্থিত হয়েছিলেন। এর জন্য বোধ হতেছে, পঞ্চ পাণ্ডবের সঙ্গে কলিঙ্গরাজ চিত্রাঙ্গদের কোনও সম্বন্ধ ছিল। সে সম্বন্ধের জন্যই যেন তাঁরা কলিঙ্গ রাজার কন্যার পাণি গ্রহণার্থ উপস্থিত হন নি।

রাজা চিত্রাঙ্গদ সম্ভবতঃ চিত্রবাহনের পুত্র ও চিত্রাঙ্গদার ভ্রাতা ছিল। কলিঙ্গের প্রধান নগর রাজপুরে চিত্রাঙ্গদ ও মনিপুরে চিত্রাঙ্গদা অবস্থিতি করতেন। এদ্বারা অনুমান করা যায় যে, মহাভারতের সময়ে রাজপুর ও মনিপুর উভয়ই কলিঙ্গ রাজ্যের প্রধান নগর বা রাজধানী ছিল। রাজপুরের বর্ত্তমান নাম রাজমহেন্দ্রী।"

নগেন্দ্রনাথ বসুর উপরোক্ত মন্তব্য সম্পর্কে এবার দেখা যাক কতটুকু সত্য নিহিত আছে।

পাণ্ডবগণের সঙ্গে চিত্রাঙ্গদের কোন সম্বন্ধ ছিল বলে প্রকাশ নেই। পাণ্ডবগণ এ স্বয়ম্বরের কোন খবরই জানতেন না। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর কর্ণ শোকে বিহ্বল হৃদয় যুধিষ্ঠির নারদের মুখে কর্ণের বীরত্ব কাহিনী শুনেছিলেন—তখনই প্রসঙ্গক্রমে স্বয়ম্বরের কথা উঠেছিল। সম্ভবতঃ পাণ্ডবরা স্বয়ম্বর কালে বনেই ছিল।

আর চিত্রাঙ্গদ ও চিত্রাঙ্গদার নামের সৌসাদৃশ্যে ভাই বোন সম্বন্ধ কল্পনা এবং

চিত্রসেন ও চিত্রাঙ্গদার আত্ম অক্ষরের সাদৃশ্যে পিতৃ পুত্রী সম্ভাবনা সম্পূর্ণ কষ্ট কল্পনা। কারণ চিত্রাঙ্গদার কোন ভাই ছিল না। চিত্রসেন অপুত্রক ছিলেন। নগেন্দ্রনাথ বসুর উদ্ধৃত শ্লোক কয়টির পরবর্তী শ্লোকগুলি পাঠ করলেই দেখতে পেতেন—অর্জ্জুন যখন মনিপুরে চিত্রাঙ্গদার রূপে আকৃষ্ট হয়ে রাজার নিকট কন্যা প্রার্থনা করেন, তখন তার উত্তরে চিত্রসেন বলেছিলেন

"তমুবাচাথ রাজা স শান্ত্ব পূর্ব্ব মিদং বচঃ।
রাজা প্রভঞ্জনো নাথ কুলেঽস্মিন্ সম্ভূবহ।
অপুত্রঃ প্রসবেনার্থী তপাস্তাপ স উত্তমম্
উগ্রেন তপস্যাতেন দেবদেবঃ পিনাকধৃক্।
ঈশ্বর তোষিতঃ পার্থ। মহাদেব উমাপতিঃ।
স তস্মৈ ভগবান প্রাদাদেকৈকং প্রসবংকুলো
একৈকঃ প্রসবস্মাদ ভবত্যস্মিন্ কুলে সদা।
তেষাং কুমারাঃ সর্বেষাং পূর্বেষাং মমপঞ্জিরে
একা চ মম কন্যেয়ং কুলাস্যোৎপাদনী ভূশম্।
পুত্রোমমায়মিতি মে ভাবনা পুরুষষভ।
পুত্রিকাহেতুবিধিনা সংজ্ঞিতা ভরতর্ষভ।
তস্মাদেকঃ সুতো যোঽস্যাং জায়তে ভারত ত্বয়া।
এতৎ শুল্কং ভবত্বস্যা কুলকৃত্জায়তামিহ।
এতেন সময়েনেমাং প্রতিগৃহ্নীষ পাণ্ডব॥
(মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ২১৫ অ', ১৯—২৫ শ্লোক)

রাজা চিত্রসেন তাঁকে প্রীতিপূর্ণ মধুর বচনে উত্তর করলেন:—"এই বংশে প্রভঞ্জন নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি অপুত্রক অবস্থায় সন্তানার্থ তপস্যা করেন, তাঁহার উগ্র তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে পিনাকধারী দেবদেব মহাদেব উমাপতি, এ বংশে প্রতিপুরুষে এক একটি মাত্র সন্তান উৎপন্ন হবে বলে প্রভঞ্জনকে বর প্রদান করেন, সেদিন থেকে আজ পর্য্যন্ত এ বংশে এক একটি করে সন্তান উৎপন্ন হতে থাকে। আমার পূর্ব্ববর্তী রাজগণের সকলের পুত্র সন্তান হয়, কেবল আমারই একমাত্র কন্যা। এর দ্বারাই আমার কুল রক্ষা হবে। এ নিমিত্ত একে আমি পুত্র বলেই বিবেচনা করি। এবং পুত্রিকা-ধর্মানুসারে এ কন্যাকে বিবাহ দিতে উৎসুক হয়েছি। হে ভারত। আপনি আমার কন্যার গর্ভে একটি কুলরক্ষণকারী সুপুত্র উৎপন্ন করে দেবেন—এই হবে কন্যার শুল্ক—এ নিয়মেই চিত্রাঙ্গদাকে প্রতি গ্রহণ করুণ।"

সুতরাং মহাভারতের চিত্রাঙ্গদ, কলিঙ্গ রাজ্যের রাজা এবং রাজপুর যাহার রাজধানী, তিনি কখনই চিত্রাঙ্গদার ভ্রাতা বা চিত্রসেনের পুত্র নহেন বা হতেও পারে না।

"মনিপুর একটি রাজ্য নহে,—নগর মাত্র' নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের এ কথাও ঠিক নহে। মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতে, 'মনি রেশ্বরং', 'মনিপুরপতের্দেশং" প্রভৃতি প্রয়োগ দৃষ্টে মনিপুরকে রাজ্য বলেই ধরে নিতে হয় অতএব আসাম প্রান্তে পূর্ব্বাঞ্চলের মনিপুর, বভ্রুবাহনের মনিপুর স্বীকার করুণ আর নাই করুন, কলিঙ্গ রাজ্যে কখনই মণিপুর আবিষ্কার হতে পারে না।

নগেন্দ্রনাথ বসু বর্তমানে মনিপুরের প্রাচীন মনিপুরত্ব খণ্ডনে যে সকল যুক্তির অবতারণা করেছেন, তারও আলোচনায় দেখা যায়, যখন ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তে বৃটিশের রণ-দুন্দুভি বেজে উঠল, এবং তাদের আক্রমণে মনিপুর রাজ্য ধ্বংস হয়ে গেল, তখন সে

সময়কার ভারতের সংবাদ পত্র সমূহ একস্বরে এ মনিপুরকেই অর্জ্জুন পুত্র বভ্রুবাহনের মনিপুর বলে উল্লেখ করেছিল। ১২৯৭ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যার জন্মভূমিও এ মত প্রকাশ করেন।

জন্মভূমিতে লেখা ছিল :— "অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর অর্থাৎ আসাম রাজ্যে উপস্থিত হয়েছিল, তথায় ভগদত্তের পুত্র বজ্রদত্তের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ হয়, তৎপর আসাম হইতে যজ্ঞীয় অশ্ব মনিপুরে যাইয়া উপস্থিত হয়।"

এ কথার প্রতিবাদ করতে গিয়ে নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় মহাভারতের আশ্বমেধিক পর্ব্বের ৭৮ অধ্যায়ের ৪৬—৪৯ শ্লোক উদ্ধৃত করে বলছিলেন "প্রাগ্‌জ্যোতিষের যুদ্ধের পর যজ্ঞীয় অশ্বের অনুসরণ পূর্ব্বক অর্জ্জুন সিন্ধুদেশে উপস্থিত হন। পরে সৈন্ধবগণকে বশে আনিয়া নানাস্থান অতিক্রমের পর মনিপুরে গমন করেন।—এই বর্ণনা হইতে জানা যাইতেছে যে, প্রাগ্‌জ্যোতিষের পর প্রাচীন মনিপুর ছিল না, তাহা হইলে কামচারী অশ্ব প্রাগ্‌জ্যোতিষের পর সিন্ধু দেশে যাইয়া তৎপর মনিপুরে আসিত না। প্রাগ্‌জ্যোতিষের পর বভ্রুবাহনের রাজ্য থাকিলে মহাভারতে অবশ্যই তাহার উল্লেখ থাকিত। অতএব বর্ত্তমান মনিপুর বভ্রু বাহনের রাজ্য হইতে পারে না।"

উপরোক্ত মন্তব্যে নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় প্রাগ্‌জ্যোতিষের পর মহাভারতে সিন্ধুদেশের কথা দেখেই একেবারে অশ্বটাকে ভারতের পূর্ব্ব প্রান্ত হতে পশ্চিম প্রান্তে নিয়ে গিয়েছেন। প্রাগ্‌জ্যোতিষ হতে পশ্চিম দিকে এত দেশ দেশান্তর অতিক্রম করে কত প্রবল ক্ষত্রিয়রাজ্যের মধ্য দিয়ে যজ্ঞীয় অশ্বটা নির্ব্বিঘ্নে পার হয়ে গেল, পথে কেহ আর একটুও উচ্চবাচ্য করল না, পুনরায় তথা হতে নির্বিবাদে ভারতের দক্ষিন প্রান্তে বঙ্গোপসাগরের তীরবর্ত্তী মনপুর বন্দরে উপস্থিত হল। এখানে বলতে হয় নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এত কিছু কল্পনা না করে প্রাচীনকালে আসামেই সিন্ধু নামক কোনও দেশ ছিল কিনা সর্ব্ব প্রথম তা অনুসন্ধান করা উচিত। কামাখ্যাতন্ত্রে লিখিত আছে—

"করতোয়াং সমারভ্য যাবদ্দিকর বাসিনীং।
উত্তরে বটবীনাম্নী দক্ষিণে চন্দ্রশেখর:
তন্মধ্যে যোনিপীঠঞ্চ নীল পর্ব্বতং বেষ্টিতং
শত যোজন বিস্তীর্ণং কামরূপং মহেশ্বরী।
সপ্তখণ্ডন্তু তন্মধ্যে, তন্মধ্যে সপ্তপর্ব্বতা:
বিন্দু: সিন্ধুর্জয়শ্চন্দ্র: কচ্ছ: সিদ্ধশ্চ শ্যামক:।

অর্থাৎ করতোয়া হতে দিক্করবাসিনী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগের নাম কামরূপ। তার দক্ষিনে চন্দ্রশেখর পর্ব্বত ও উত্তরে বটীবা নাম্নী দেবী, এর মধ্যে নীলাচল বেষ্টিত যোনি পীঠ বিরাজমান। কামরূপে সাতটি খণ্ড ও সাতটি পর্ব্বত আছে। বিন্দু, সিন্ধু, জয়, চন্দ্র কচ্ছ ও শ্যামক, এই সাত নামে সাত রাজ্য বিরাজমান।

এ সিন্ধু রাজ্যই দুঃশলার পতি জয়দ্রথের রাজ্য ছিল। এ রাজ্য বর্ত্তমানে সদিয়া বলে অনুমান করা যেতে পারে। প্রত্নতত্ত্ববিদগণের মতে অনুমান প্রণালী অনুসারে দেখা যেতেছে সিন্ধু হতে সিন্ধিয়া, পরে আসামীয় উচ্চারণের ভেদে সদিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ স্থানেই

ধর্মরাজের যজ্ঞীয় অশ্ব আবদ্ধ হয়েছিল। এখানেই দুর্য্যোধনের ভগিনী দুঃশলা নিজের নাবালক পৌত্রকে নিয়ে ভ্রাতা অর্জ্জুনের নিকট অভয় প্রার্থনা করেছিলেন।

সদিয়ায় একটি আর্য্য রাজ্য ছিল বলে অনেকেই সিদ্ধান্ত করেন। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত লেখক অচ্যুত চরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি লিখেছেন— "কামরূপের পূর্ব্ব দিকে কৌণ্ডিল্য নামক দ্বিতীয় আর্য্য রাজ্য স্থাপিত ছিল। ভীষ্মক সে রাজ্যের রাজা ছিল। আসাম সদিয়ার কুণ্ডীল নদীর তীরে কৌণ্ডিল্য নগর ছিল।"

আমাদের মতে আর্য্য রাজ্যের অস্তিত্বের কথা স্বীকার করেও বলা যায় ঐ রাজ্যের নাম কৌণ্ডিল্য ছিল না—সেটার নাম ছিল সিন্ধু এবং রাজার নাম ছিল বৃদ্ধক্ষত্র, বৃদ্ধক্ষত্রের পুত্র জয়দ্রথ। ভারত প্রসিদ্ধ কুণ্ডিল নগর দাক্ষিনাত্যে অবস্থিত ছিল, সেই কুণ্ডিলনগরের রাজা ভীষ্মক, তাঁর পুত্রের নাম রুক্মী। রুক্মী কুণ্ডিনের নিকট ভোজকট নামক পুরী নির্মান করেছিলেন। রুক্মিণী-হরণের পর রুক্মী প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—

"অহত্বা দুর্ম্মতিং কৃষ্ণমপ্রত্যূহ্য যবীয়সীম্
কুণ্ডিনং ন প্রবেক্ষ্যামীত্যুক্তা তত্রাবসক্রুধা।"

—ভাগবত, ১০ স্কন্দ

মহাভারতের সভাপর্ব্বের ৩১ অধ্যায়ের ১০—১১ ও ৬২—৬৪ শ্লোক পাঠ করলেই জানতে পারা যায় সহদেব দু'দিন যুদ্ধ করে ভীষ্মক ও রুক্মিণীকে জয় করেছিলেন, এবং সেজন্য তারা ধর্ম্মরাজের শাসন মেনে নিতে স্বীকার হন। সহদেব দক্ষিণ দিক জয় করেছিলেন। মহাভারতের শান্তি পর্ব্বের চতুর্থ অধ্যায়ে লিখিত আছে, কলিঙ্গরাজ চিত্রাঙ্গদের কন্যার স্বয়ম্বর সভায় শিশুপাল, ভীষ্মক ও রুক্মী প্রভৃতি দাক্ষিনাত্যের রাজারা উপস্থিত হয়েছিলেন। এখানে ভীষ্মককে দাক্ষিনাত্যের রাজা বলা হয়েছে। সুতরাং সদিয়ার আর্য্যরাজ্য কুণ্ডিল নদীর নামানুসারে কৌণ্ডিল্য রাজ্য না হয়ে সদিয়ার নামানুসারে মহাভারত ও কামাখ্যাতন্ত্র কথিত সিন্ধুরাজ্য বলাই যুক্তিযুক্ত হবে।

তর্কের খাতিরেও যদি করাচীর নিকটবর্ত্তী সিন্ধুদেশকে মহাভারতীয় সিন্ধুদেশ বলে স্বীকার করা যায় এবং যে প্রণালী অনুসারে কামচারী যজ্ঞীয় অশ্ব প্রাগ্‌জ্যোতিষ হতে পশ্চিম সমুদ্র তীরে এবং তথা হতে আবার দক্ষিণ সমুদ্র তীরের মনকুর বন্দরে উপস্থিত হতে পারে, সে প্রণালী মতে কামচারী অশ্ব পূর্ব্ব প্রান্তের মণিপুরে উপস্থিত হতে প্রতিবন্ধক কি থাকতে পারে? সুতরাং নগেন্দ্রনাথ বসুর যুক্তি উভয় পক্ষেই সমান বল সম্পন্ন। মহাভারতের অশ্বমেধিক পর্ব্বে জানা যায়, যজ্ঞীয় অশ্ব হস্তিনা হতে বের হয়ে প্রথমতঃ উত্তর পূর্ব্বদিক দিয়ে দক্ষিণ দিক দিয়ে পৃথিবী পরিভ্রমণ করে পশ্চিম দিক দিয়ে ঘুরে পুনরায় উত্তর দিক দিয়ে হস্তিনাপুরে প্রবেশ করে।

"স হয় পৃথিবীং রাজন্। প্রদক্ষিণমবর্ত্তত।
সমাবোবৃত্তঃ পূর্ব্বং তন্নিবোধ মহীপতে।২।।

৭১ অঃ আশ্ব

এ সকল প্রমাণেই আসামের সিন্ধু দেশকেই মহাভারত প্রসিদ্ধ সিন্ধুদেশ বলে অনুমান করতে হয়। পৌরাণিক মতানুসারে

মনকুর বন্দর কখনই মনিপুর হতে পারে না ভূতাত্ত্বিক দিক থেকে আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় যে. দিন দিন পর্ব্বতের গাত্র থেকে বৃষ্টি ধৌত মৃত্তিকাদি পতনে সমুদ্রের প্রান্তদেশ ভরাট হয়ে গ্রাম নগর সৃষ্টি করে। এমতে বিবেচনা করলে সে স্থানে চিকাকোল জেলার মনকুর বন্দর মনিপুর বলে আবিষ্কৃত হতেছে, ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ হয়ত মধ্যভারতের সময়ে উহা সমুদ্র তরঙ্গের রঙ্গভূমি ছিল বলে নির্ণয় করবেন তাঁরা হয়ত বলবেন, সমুদ্র তখন মহেন্দ্র পর্ব্বতের পাদদেশে আছাড় খেত। অতএব সমুদ্র তীরবর্ত্তী চার হাজার বছরের মনিপুর আজও অপরিবর্ত্তিতভাবে সমুদ্রতীরস্থিত মনকুর বন্দর রূপে অধিষ্ঠিত, ভূতত্ত্বের হিসাবে তা প্রমাণ করা সহজসাধ্য হবে না অতএব বর্ত্তমান মনিপুরই যে অর্জ্জুন পুত্র বভ্রুবাহনের মনিপুর, এ সিদ্ধান্তই সকলেই মেনে নেবেন আমাদের সঙ্গে।

'অপুব সন্ধিগী পাথাপন মনিপুরী লোলদ'

নোংথোম্বম নীলমণিগোপাল সিংহ

লৌকিক বৈদিক মনিপুরী লোলগা পরীক্ষাদ সন্ধিনু ওয়াহং অম ওইনা হংলিবসি লোনমিৎকী (Linguistics) মিয়েংদগী মুংজব তাংবদি লোল অসিগীত অওয়াব নত্তনা সাত্র (ছাত্র) সিংবু মনিপুরী লোলগী তসেংব মতাউ-দগী থৈদোকপনি। মবমদি লোল অসীগী মসাগী ওইব তসেংব সকতম পোথাপ অমগী মথাদ চৎনব্রিবন Paninin চিংব Sanskrit কী অকাওবা Grammarian সিংনা Sanskrit লোলগী ওইনা সেমলম্ব পাথাপ অদু মনিপুরী লোলদ পানসিনদুনা লোল অসিগী অসেংব মসক তাকননব হোৎনবসি মপুং ফানিজন নত্তে। মবমদি মালেম অসিদ লৈব লোলখুদিংমক মসা মসাগী তোপ তোপ্প সকতম্‌ অম-মম লৈজবন। ওয়াকম অসিমক শ্রীদ্বিজমনি দেবশর্মান মাগী 'মনিপুরী ব্যাকরণ' লামাই ৩১ দ্বদ তাকলি—

"সংস্কৃতকী সন্ধিগী নিয়মশিংগুম্বা নিয়ম মইতৈলোন্দা লৈগনি হায়না আশা তৌবা অরেম্বা ওইগনি ... "

অদুবু কালাচাঁদ শাস্ত্রীন মাগী 'মনিপুরী কৌমদী'গী forward -ত-অসুম্ন ইরি—

'In the course of writing this book I am surprise to find that the principles of the grammatical science formulated in Sanskrit by Panini and Patanjali and expounded by Bhattoji Dikshit in his Sidhanta kaumudi, apply so extensively to Manipuri. .. ..."

লায়নন—

"This book will be considerable help to Manipuri students learning Hindi, Sanskrit and even English grammar Beside a good knowledge of the grammatical science in his own language cannot fail to help him in the study of the grammar of forcing language like English also "

শ্রীশাস্ত্রীগী ওয়াকমসিন সেংন তাকলে মাগী মনিপুরী ব্যাকরণ 'কৌমুদী' লাইরিকগি Sanskritকী আফাওব Grammarian সিংদগী মপোপকায়দন পুনকপা পাথাপনি লোয়নন হায়রিব grammar অসিবু Universal Grammarগী মওংদ উৎলি। শ্রীশাস্ত্রী Grammar সি কায়ামায়া (কংখ মওংদ) Universal ওইহ্নিবনো হায়বত্ত মথাদ নৈনহুন য়েংজবগ লোয়নন হৌজিক হৌজিক মনিপুরী লোলগী চৎনরিব grammarগী লাইরিক খংস্তু নৈনজগে।

Professor of Linguistics, Cornell Universityগী Robert A Hall Jr ন মাগী 'Introductory Lineuistics' Ist Indian Edition 1969 Latin লোলগী grammar পাথাপন English লোলদ ভম্বীববু য়ানিংদবা উংহুন—

'There are a great many rules of old-fashioned prescriptive grammar that need to be swept into the dust-bin not only antiquated shibboleths like the notorious ' shall-and will" rules, but a great many other prescriptions which are simply out of accord with the facts of presentday English Some of these out-dated rules represent unwarrented early-overs from Latin grammar ' লমাই—882

English লোলদ Latin grammarগী চানচুনরব পাথাপন নমছন চৎহলনদ নংথিব থুদোংথিনহ্ব মনিপুরী লোলদাস্থ মত্ত মঙাযগে।

Sanskrit কী আওয়ায়ব সন্ধিগী পাথাপন মনিপুরী লোলদ ওইথোকপ য়দবগী মতাংদ স্বরসন্ধি পাথাপ খনতবু লোংশৎপগ লোনমিংথৌ (Linguistics) মখৈগেদগী নৈনজগে।

হায়রিব স্ব সন্ধি অসিবু নৈনজরিডেদগী মমাংদ লোনমিংথৌ (Linguistics) মায়গদগী মনিপুরী লোলদ ভসেং ভসেংন থংব স্বরগী খোন্দোক অমদি মখেক উৎভুন নৈনজগে।

লোনমিংথৌ (Linguistics) মিয়েংদগী মনিপুরী লোলদ, থংরিব স্বরসী খোন্দোক স্বপনগী ভকক (৬) ভনি। স্বরগী থাক্তোক ইবদ সিজিন্নরিব মখেকসি সি I P A হায়নবি International Phonetic Alphabet হায়ব অদুনি।

Vowel কদায়বু নৌবগে—

"থবোম্বীদগী হৌরকপ মুংসাম্বরগী খোংচৎ অহুন অপনব নৈভন থনাওগী লম্বেলদ থোরকপদ করিংম্ব মকমদস্থ অপনব পীদন অমসুং খোংচৎ পরীং অহুদ পক্তোকপ নৈভন থোরকপ খোন্দোক অহুবু ভাওয়েল কৌই।"

(Block & Trager)

স্বরগী খোন্দোকসি হায়দোরকপদ চিনবানসুংগী করিগুম্ব মকমদ অপনব শোক্তে অহুবু লৈন কোনথংপ, কোম্বব অমদি কোনসিনবগী মওং অমসুং চিনবান উমসিনব, কাংথংপ অমদি কা-থোকপগী ফিভম অসিদি হোৎলকই মরম অসিন স্বরগী খোন্দোকসিংসু খেন্নরকই। চিনবান লৈন লেং-ওংপগী মওং খেন্নরকপগী মতুং ইন্না মসিবু অহুমথোক্না খায়দোকপ য়াই —

১। লৈগী কয়ম্ব সরুক্ন লেং-ওৎপগে হায়বহু য়েংলগ খায়দোকপ মথল অম।

২। লৈন থাংগৎপগী আওয়াংব অমদি অনেম্বগী চাং য়েংতুনা খায়দোকপ মথল অম।

৩। চিনবানগী ফিভম য়েংলগ খায়দোকপ মথল অম।

অম (১) সুব পাথাপকী মতু ইন্না ভাওয়েলবু ঐ.থাহন অহুম খাক্ন খায়দোকপ য়াই

মদি: (a) front (b) Centre (c) Back

a) লৈগী মমাংপাব (front) সরুক্ন লেং-ওৎপ মতমদ হায়বদি লৈগী মমাংথ ন লৈপাক অসি ভৌপাক্কী মমাংথংব অকনব সরুক (hard palate) তম্ন থাংগৎলগ ওইরকপ স্বরগী খোন্দোকসিং— i, e.

b) লৈন নমথরগ ওইরকপ খোন্দোকসিং ə, a

c) লৈন তত্থায় অম থাংগৎলগ অহুগ তুংথংব অথোৎপ ভৌপাক (soft palate) তম্ন থাংগৎলগ ওইরকপ স্বরগী খোন্দোকসিং u, o

অনি (২) সুব পাথাপকী মতুং ইন্না vowelবু মথল মরি (৪) খোক্ন খায়দোকপ য়াই—

(a) Close (b) Half close (c) Half-open (d) Open

a) চিনবান থজিক্তুং কাথোকলগ (close) ওইরকপ স্বরগী খোন্দোকসিং—i, u.

b) চিনবান তত্থাই কাথোকলগ (Half close) ওইরকপ স্বরগী খোন্দোকসিং— e. o.

c) চিনবান কাথোকলগ (Half open) ওইরকপ স্বরগী খোন্দোকসিং— ə

d) চিনবান লাওন কাথোকলগ (open) ওইরকপ স্বরগী খোন্দোকসিং— a

অহুম (৩) সুব পাথাপকী মতুং ইন্না vowelবু অনিথোক্ন খায়দোকপ য়াই—

(a) Rounded (b) Unrounded

Rounded হায়বদি চিনবান কোইরপন কাথোকলগ অহুগ Unrounded হায়বন চিনবান মথক মথা চপ মান্নন থজিক্তুং কাথোকপগী মওং অহুবুনি।

(a) চিনবান rounded ওইব মতমদ ওইরকপ স্বরগী খোন্দোকসিং— u o

b) চিনবান unrounded ওইব মতমদ ওইরকপ স্বরগী খোন্দোকসিং— i e ə a

মনিপুরী লোলদ vowel খোন্দোক তরুকথক লৈব হায়নসি লৈনথিব সরুকসিংদগী হল্লা উমলে খোথবু অহুদি—

i, e, ə, a, u, o

হায়রিব Vowel তরুক অসিবু diagram গ শোয়নন classify তৌহুন উৎচগে।

	Front	Centre	Back
Close	i		u
Half-close	e		o
Half-open		ə	
Open		a	

i হায়ব Vowel সি—Front, Close অমসুং unrounded

e হায়ব Vowel সি—Front, Half-Close অমসুং unrounded

ə হায়ব Vowel সি—Centre, Half-Open অমসুং unrounded

a হায়ব Vowel সি—Centre, Open অমসুং unrounded

u হায়ব Vowel সি—Back, Close অমসুং rounded

o হায়ব Vowel সি—Back Half-Close অমসুং rounded

অপুব সন্ধিগী পাথাপন মণিপুরী লোনদ নংলব খুদোংথিবশু ময়েক সেংন উৎচব ভমননব যৌজিক যৌজিক চংনরিব স্বরসন্ধি খরতবু লৌথংপগ নৈনজগে।

১ অ+অ, অ+আ আ+অ, আ+আ=আ
২. ই+ই, ই+ঈ, ঈ+ই, ঈ+ঈ=ঈ
৩. অ+ই, আ+ই, অ+ঈ, আ+ঈ=এ
৪ উ+উ, উ+ঊ, ঊ+উ, ঊ+ঊ=ঊ
৫. অ+ঋ, আ+ঋ=আর

অমসুব (১) পাথাপকী মতুং ইন্না য়েংজব তারবদি—

শ্রীবিজমনি দেবশর্মাগী 'মনিপুরী ব্যাকরণ' লমাই—৫৫ সুবদ খুদম খর পীরি—

ইচা+অহন=ইচাহন

মতা+অহু=মতাহু

খুদম খরসিদগী য়েংজব তারবদি মনিপুরী লোলসি Sanskrit কী পাথাপক চানচুনরে হায়ব য়াই। লোয়নন অতৈ পাথাপ খরসু পীবিরী—

'অ' অমসুং 'আ' নত্তব স্বরগী তুংদ 'অ' লাকলবদি মাহু মাগুখি।

অদুবু শ্রীশর্মাগী খুদম খরসি তুংগুইন রগ অতোপ্প খুদম খর লৌরগ ঐ নৈনজগে—

চা+অনি=চনি, চা+অহুম=চহুম

অর্থ ওইন

চা=মসিং চাম (১০০)

অনি=মসিং অনি (২)

অহুম=মসিং অহুম (৩)

চা +/অ/নি=চনি. মসিদ মাগুলিবসি '(া)' গী 'আ' অচুগ 'অনি' গী 'অ'।

চা/+/অ/হুম=চহুম, মসিদ মাগু-বসি 'চা' গী 'অ' অচুগ 'অহুম' গী 'অ'।

খুদমসিং অসিদ অফেব চৈথ অনিগী মসুংচম্ন নৈবিন ময়েকসিংসি সন্ধি তৌবব ওয়াহৈদগী মাগুখি।

খুদমসিং অসিবু অমসুন (১ অপুব পাথাপকী চংনবী পানচুন য়েংজব তারবদি—

চা+অনি=চানি, চা+অহুম=চাহুম

'চানি' হায়ব ওয়াহৈসিদি মসিং চনি (২০০) দগী নৈথাখিদুন চাবগী (eat) অর্থ ওইন খঙহনব তারে। অদুগ চাহুম' হায়ব অসিদি ঐথোয়গী লোলদ অর্থ থোকতে।

অদুন ঐথোয়গী 'চনি' অমদি 'চহুম' হায়ব সন্ধি তৌবব ওয়াহৈ অসিদি মখোয়গী অপুব সন্ধিগী পাথাপ শরুদগী ওয়াহৈনবনি। মসিদগী খঙলে অপুব সন্ধিগী পাথাপন ঐথোয়গী লোলগী সকতম পুন্নমক তাকপ য়াদে।

অনিসুব (২) পাথাপকী মথাপোত্ম য়েংজব তারবদি—

কালাচান্দ শাস্ত্রীন মাগী 'মনিপুরী ব্যাকরণ কৌমুদী' গী লামাই ৪১ সুবদ অস্থম পীখ্রি—

ঈবাই + ঈবুঙো = ঈবাঈবুঙো

খুদম অসিদ য়েংজব তারবদি sanskrit পাথাপ অতূগ চান-চুননব নমফুদ সিয়ে হায়বসি লায়ন থঙলে।

অহুবু লোনমিংকী (Linguistics) মায়-গৈদগী মনিপুরী মচাসিংগী খোন্দোকপু য়ায়ম্রু তাব অমদি নৈনহ্নবদি সন্ধি তৌরব 'ঈবাঈ বুঙোগী ময়ায়গী 'ঈ' অসিগী মহুৎত 'ই' ওইগনি। মতাংসিদ নৈনগদৌরিব মীওইসিংহু লোনমিংকী মরুওইন Phonology অমদি auditory য়ায়মুম্ন থংদব য়াদবনি।

"A speech sound is a physical event with three main expects (I) PHONOLOGICAL : the speaker makes certain movements with lips tongue, and other vocal organs. (2) ACUSTIC : these movements set up vibrations of the air molecules inside his mouth and nose which are propagated as 'sound waves' through the air about him until they strike the tympaum of the hearers ear. (3) AUDITORY · corresponding vibrations are produced in the tympanum which then acts upon the machanism of the inner air and through this upon the auditory nerves in such a way that the speaker 'perceives a sound'

Block & Trager.

অচুম্বমক Block & Trager ন পীখ্রিব পাথাপ অসিবু মুম্ন থঙলবতদ অচুম্ব অহ্র লেপ্প তমগনি। হায়রিব খুদম অসিবু language laboratory দ পুসিনহন হম্ন হম্ন হায়হল্লবদ মাগী অসেংব সকতম দো লোৎপ য়ারোই।

শ্রীশাস্ত্রীগী 'ঈবাঈবুঙো' হায়ব খুদম অসিবু ঐখোয়ন তোইন তোইন হায়হ্নন য়েংব তারবদি 'ঈবাঈ' হায়ব ওয়াহৈ অসিদ 'বুঙো' তাংজবনি। 'ঈবাঈ' গী অরোইব খোম্বোক কায়বদি খোননিংসি সন্ধি তৌরব ফাওব মসান য়াংহ্নন লৈবন 'ঈ' গী মহুৎত 'ই' লৈব তাবনি হায়রিবসি traditional ময়েক্কী কা লোন মতুং ইন্ন। খুদম :—

ঈবাই + ঈবুঙ = ঈবাইবুঙো

বাংলা অমদি হিন্দী লোন্দসিংবু মমুত্তাপ থঙলব মীওইসিংগীম্ব খোন্দোকন অম ওইরগ খুইন অম ওইবসি য়ানিংদব উংলি।

তসেংনমক তাইবংপানসিদ থায়দগী ইকায়নিঙায় ওইরিবসি চিনগ খুৎক মায়দবনি। তসিদি মনিপুরী লোলগীম্ব মহ্র মঙাযরে— খোম্বোকন অম ওইরগ খুইন অম ওইবাসি মনিপুরী মচাসিংগী থায়দগী লাইবকথিবনি। হায়রিব অওয়াবসি অপুব সন্ধিগী পাপাপপু চান চুম্নব হোৎনবদগী থোকপনি।

অমুকম্ব শ্রীদ্বিজমনি দেবশর্মা 'মনিপুরী ব্যাকরণ' লমাই—৩৫দ অস্থম পীখ্রি—

অশি + ইব = অশীব

শ্রীশর্মা সাদোকলিব মওংসি অচুম্ব ওই-রোই লোয়নন খুদম অসিদি মৈত্তগী লাই

অমগী মখিংনি।

মখাদ খুদম খরন সৌগংচগে—

পাইব, চাইব। পাই+ব =পাইব (to fly)

চাই+ব=চাইব (to disperse)

হায়রিব খুদম খরসিদগী root অমদি affixes খায়দোকচগে—

পাই/ব, পাই/রি, পাই/রে, পাই/রু, পাই/গনি, পাই/রোই, পাই/রুম্ব, পাই/খো।

চাই/ব, চাই/রি, চাই/রে, চাই/গম্ব, চাই/গনি, চাই/রোই, চাই/গে, চাই/নি।

সাদোকলিব মওংসিংগী খণ্ডখণ্ডমনে 'পাই' অমদি 'চাই' হায়বসি root নি। অদুগ root মতুংদ হায়বদি চৈথেগী য়েংলোমদ (মনিং) লৈরিব খরসিন affixes হায়ব অদু নি। হায়রিব affixes অসি করম্ব মথলগী নো কায়বদু লৈনজগে।

"Affixes are of three kinds accor ding to their position PREFIXES, added before the bare , SUFFIXES, added after the base ; and INFIXES, inserted in the base "

Block & Trager.

Block & Trager গী ওয়াকম অসিদগী সেংলে Prefix, suffix, অমদি Infix হায়বসি করিনো হায়বদু। ঐখোয়গী লোলদ Prefix অমদি Suffix লৈ, Infix হায়ব অসিদি লৈতে।

মথক্ত সাদোকচখিব মওংসিং অদুগী মমুংদ 'পাই' অমদি 'চাই' অসিবু অয়ুক সাদোকপ থাদবন 'পাই' অমদি 'চাই' root ওইন লৈরগনি অদুগ মখোয়দ (root) তাং-জরুরীব—

ব, রি, রে, রু, গনি, রুম্ব, রোই, খো, গম্ব, গে অমদি নি ময়ামসি suffix হায়ব অদুনি।

কনাগুম্বন খনবিব য়াই 'চাই' হায়ব অসিবু অমুক থুগায়ব য়াত্রব, ভসেংবদি মসি থুগায়ব য়াত্রব সকতমনি।

মখদা খুদম খরগ লোয়নন root লৈনজগে। Root মখল অনিখোকপ য়াই।

a) Bound root. b) Free or Independent root.

a) Bound root—হায়রিব root সি মসা মতোমত লেপচব ঙমদব হায়বদি affixes সিংগী মতেং য়াওদন মতোমত লেপচব ঙমদব root মখল অদুবু Bound root কৌই।

b) Free or Independent root—কায়রিব root অসিদি মসা মতোমত লেপচব ঙম্ব হায়বদি affixes সিংগী মতেং য়াওত্রবম্ব মতোমত লেপচব ঙম্ব root অদুবু free or Independent root কৌই।

'পাই' অমদি 'চাই' অনিসি free or Independent root কী খুদমনি। মসিবু চা+ইব, পা+ইব। অমুম্ব থুগায়ব য়াদে। 'পা' অমদি 'চা' অনিন লৈরিব ফিভম অসিদ Bound অমদি free or Independent root গী মায়ৌগ অমদ ফ ওব লেপ্প ঙমদবন।

ঐখোয়ন 'পাই' অমদি 'চাই' অমুম্ব মও দ উব পামই—

'উচেক পাই' 'ওয়াই চাই।

পরেং অনিসিদ 'পাই' অমদি 'চাই' করিগুম্ব affixes অমগী মতেং য়াওদন to

fly অমদি to disperse গী অর্থ ফজন খঙহনব ঙম্মী ।

'চা' বু ঐখোয়ন Bound root ওইন মফম কয়াদ উব ফংই অহুবু অর্থদি চাবগী (to eat) খুদম

চা/ব—(to eat), চা/রে, চা/হু, চা/গনি চা/রোই ।

মসিদ 'চা' ন তৌরিবসি চাবগী (to eat) থকবনি অহুবু affixes সিংগী মতেং য়াওরবদি মতোমত লেপচর ঙমদবন অসিগুম্ব মগলগী root অসিবু Bound root হায়ন খঙ'ন ।

শ্রীশর্মাগী খুদম—'অশীব' গবু মথাতান নৈনজগে ।

N. Khelchandra Singh, Librarian, Manipur Secretariat, Imphal মাগী 'Manipuri to Manipuri & English Dictionary গী Foreward H Ronabir Singh ন অস্রম্ন ইরি—

"He has throughout followed the standard spelling rules as formulated by the then spelling committee, the Education Standing Committee and subsequently approved by the then Manipur State Durbar . "

ওয়াফম শরসিদগী হায়রিব Dictionary অসিবু মশক খঙব ঙমলে। তোয়নন লামাই ১৯ শুবদ অস্রম্ন শীরি—

অশিব=লোংমহুবা, dead

অশীব=লাই অমগী মিং, name of a deity

অহুগ লমাই—৫৯১ দ

শীব=থোদাবা to send on an erand লৌথোকপা, শীদোকপা to dismantle , to take out

মসিদগী ঐখোয়ন খঙব ঙমলে 'অশীব' হায়ব লাইসি করম মথংগী লাইনো হায়বদি শীব verb দু 'অ' prefix হাপতুন 'অশীব' noun ওইহল্লগ সিনব লাংবগী লাই অম ওইন ওয়াহৈ অসি সাদোকপনি। 'অশীব' ওয়াহৈ ইকার সিজিন্নরিবশি মনিপুরী লোলসি tonal language অম ওইব traditional way দ চৎনবনি। মসি 'ইকার' দাগী সাদোক লগ 'ঈকার' ওইব নত্তে হায়বসি নৈনথিব ওয়াফম শরসিদগী খঙলে। পুম্নমকসি অপুব পাথাপপু চান চুম্নব তোংনবদ থোকপনি।

অহুম (৩) শুব পাথাপকী মতুং ইন্ন অ+ই, অ+ঈ, আ+ই + আ+ঈ=এ

পাথাপ অসিগী মতাংদ শ্রীশাগ্নী অমদি শ্রীশর্মান মনিপুরী লোলগী ওইব থোইদোকপ কহিশ্ন উংলমদে।

মনিপুরী লোলদি পাথাপ অসিগী মথা পোম্ন নৈতে হায়বসি খুদম অমন সোগৎচগে

মচা+ইবেম্ম=মজাইবেম

সন্ধি তৌরব ওয়াহৈ অসিদ 'মচা' গী 'আ', 'ইবেম্ন' গী 'ই' মাঙদতন 'মচা' গী 'চ' গী মহুংত 'জ' শল্লগ অতৈদি কায়দন লৈবসি Sanskrit পাথাপন পীরিব চৎনবি অহুগী অম্নতৈনবনি।

মরি (৪) অমদি মঙা (৫) শুব অনি অসিদি নৈনজরোই মরমদি লোনমিৎকী (Linguistics) মিয়োংদগী ঐখোয়গী মরগী

খোন্দোকত 'উ' অমদি 'ঋ' খোন্দোক লৈতবন।

অহৱু শ্রীশাস্ত্রীন মাগী 'মনিপুরী ব্যাকরণ কৌমুদী' গী লমাই ৪৫দ অমুম—

"ঋ – ঋ—৯ গী মথাদ 'অ' নত্তন করিগুর স্বর ময়েক অম লাকলবদি সন্ধি তৌদবন কৈ। 'অ' লাকলবদি কায়দে। মতুদি— চক্ + অহু = চক্কহু নত্রগ চক্'উ "

'চক্' হায়ব ওয়াহৈসি শ্রীশাস্ত্রীন অসেংব মনিপুরী লোল অম ওইন সিজিন্নবিরে। মীয়োনদগী অপুব ওয়াহৈবু লোনমিং Linguistics) ন loan word নত্রগা borrowing word হায়ন খঙৈ। 'চক্' হায়ব ওয়াহৈ অসিদি loan word নত্রগ borrowing word ত্তগী থৈথরব হায়বদি derived তৌহুন মনিপুরী লোন অম ওইন সিজিন্নবগী ওয়াত্তনি। অসিগুম্ব loan word ত্তগী derived তৌহুন লাকপ ওয়াহৈন মনিপুরী লোলগী অসেংব সকত্তম লাকনব হোৎনব অচুম্ব ওইরোই।

নৈনষুথি্ ব ওয়াকম থরসিদগী খঙব ত্তমলে অহুদি লোল অমগী চৎনবী পাথাপন অতোপ্প লোল অমগী সকতম লাকপ কৈদৌত্তৈদসু য়ারোই। লোল খুদিংমক মসা মসাগী ওইব তোপ-তোপ্প সকতম লৈজৰ ত্তাক্তনি।

প্রাচীন ত্রিপুরী ও মনিপুরী মুদ্রার স্বরূপ বিচার

॥ ডক্টর রবীন্দ্রনাথ দাশ, পি-এইচ-ডি, পি-আর-এস্ ॥

বিশ্ববিখ্যাত ভাষাচার্য ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর ভারতীয় ভাষাতাত্ত্বিক মৌলিক গবেষণায় ধর্মীয় দিক দিয়ে তদানীন্তন ত্রিপুরা ও মণিপুর রাজ্যকে সমগোত্রীয় বলে সঠিক বিবেচনা করেছেন। তাঁর লেখাতে রয়েছে,—

"Another important Kirata house in eastern India was that of Tripura, which also came into prominence in the fifteenth century, and carried on for centuries the struggle with the Muslim rulers of Bengal. Another champion of Indian culture was the ruling house of Manipur Like the Tripura or Teppearh ruling house, the Manipuris claim to be ksatriyas, and it quite likely that the Brahmanical influences penetrated into this area very early.. .. .. by A D 1500 Vaisnavism had established itself in Manipur." (The Cultural Heritage of India, Vol. I, p 89)

ভাষা গোষ্ঠির কৃষ্টিগত প্রতিষ্ঠার কথা উপস্থাপিত করতে গিয়ে আচার্য চট্টোপাধ্যায় উপরি উক্ত সম্যক্ সিদ্ধান্ত পেশ করেন। এটা

খুবই খাঁটি কথা যে, এক সময়ে ভারতীয় সংস্কৃতির বা কৃষ্টির পরিপুষ্টি সাধিত হয়েছিল সামন্ত রাজপরিবার সমূহের সুযোগ্য আনুকূল্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায়। বৌদ্ধধর্ম বা জৈনধর্মের বিস্তৃতির ঐতিহাসিক গবেষণাতেও আমি স্থানে স্থানে উক্ত সত্য তথ্যের প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছি। এ ক্ষেত্রে বৈষ্ণব ধর্মের বিশাল বিস্তৃতির ইতিহাসে মুদ্রাগুলোকে দেখতে পাওয়া যাবে ত্রিপুরা তথা মণিপুর রাজ্যের তদানীন্তন রাজন্যবর্গের অকুণ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতা ও সপ্রাণ আকর্ষণ।

উভয় রাজ্যে শিলালেখ ও মুদ্রালিপ্যাদি আলোচনাকালে দেখা যায় যে, উভয় দেশের রাজন্যবর্গই বঙ্গ লিপির ভক্ত ছিলেন। আলোচ্য সিদ্ধান্ত থেকে 'আসামী রাজগণের অহমিয়া ভাষার লিপি কোন একটা ব্যতিক্রম নয়। ভারতীয় লিপিতত্ত্বের খতিয়ান খুঁজলে দেখা যাবে যে উড়িয়া ভাষাও পূর্বাঞ্চলীয় বঙ্গলিপির প্রভাব মুক্ত হ'তে পারেনি। এমন কি, আরাকানের রাজসভাতেও বাংলা ভাষা তিন শত বছরের আগেও সমাদৃত হয়েছিল। লিপিতত্ত্বের পূর্বসূরী ঐতিহাসিক ডঃ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি খুবই প্রনিধানযোগ্য হাতে রয়েছে,—

"In the north-east the Bengal alphabet was adopted in Assam, where not only kamauli grant of Vaidyadeva, but also in other inscriptions, Bengali charaters h've been exclusively used............

In the south the Bengali script was used throughout Orissa"
(Origin of the Bengali script, pp 5-6)

আর ত্রিপুরী প্রাচীন মুদ্রার মধ্যে বঙ্গলিপি সব সময়েই ব্যবহৃত হয়েছে। আজ থেকে ৬১৩ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১২৮৬ শকাব্দে (১৩৬৪ খৃ:) মহারাজ শ্রীশ্রীরত্নমাণিক্য দেব যে মুদ্রা প্রকাশ বা ইস্যু করলেন তাতে বৈষ্ণবধর্মের প্রতি তাঁর অমোঘ প্রীতি প্রকটিত। তাঁর মুদ্রার মুখ্য দিকে আছে :—

শ্রীনারায়ণ চরণ
পর
শ্রীরত্নমাণিক্য দেব

অত্র শ্রীনারায়ণ পদটি বাসুদেব ও বিষ্ণুর একার্থবাচক। তৈত্তরীয় আরণ্যকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। নারায়ণকে আমরা আবার হরি বলেও স্মরণ করে থা'ক। আবার অনুধ্যান করি, অর্চনা করি, [illegible] ঐতিহাসিক ডঃ দিনেশচন্দ্র সরকার নারায়ণ ও বাসুদেবের একত্ব প্রতিপাদনের জন্য খৃ. পূঃ পঞ্চম শতকের বৌধায়ন ধর্মশাস্ত্রের উল্লেখ করেছেন।

অবশ্য আচার্য রাধাগোবিন্দ নাথ পরবর্তী আসরের বৈষ্ণব ধর্মের কথা বলতে গিয়ে মন্তব্য করেন যে, বাংলার বৈষ্ণবরা রাধাকৃষ্ণ পূজারী। অন্যদিকে ইতিহাসবিদ্ ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার "কৃষ্ণ"ই বৈষ্ণব দর্শনের "পরম দেবতা"—এ অভিমত ব্যক্ত করেন।

অধ্যাপক অজিত ঘোষ সম্যক্ সিদ্ধান্ত করেন যে, "The love of Radha and Krishna, has been the favourite

theme of Indian poets from Joydeva to Rabindranath." ত্রিপুরারাজ্যের পরবর্তী আমলের মুদ্রাতেও "রাধাকৃষ্ণের" গুণ গান পঞ্চমুখে করা হয়েছে।

ধরা যাক্, মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের মুদ্রা। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণকিশোর রাজদণ্ড গ্রহণ করেন। তাঁর একটি মুদ্রার মুখ্য দিকে দেখা যায়, যাতে আছে :—

রাধাকৃষ্ণ প
দে শ্রী শ্রীযুত কৃষ্ণ
কিশোর মাণিক্য দে
ব শ্রী শ্রীমতী রত্নমালা
মহাদেব্যা

এখানে কৃষ্ণকিশোরের কৃষ্ণভক্তি সুপ্রকটিত। তিনি তাই তাঁর মুদ্রাতে ইষ্ট দেবতার নামোৎকীর্ণ করেছেন।

ঊনবিংশ শতকের আর একজন ত্রিপুরেশ্বরের নাম এ প্রসঙ্গে করা যায়। তিনি হলেন ঈশান চন্দ্র মাণিক্য। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে তিনি ত্রিপুর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তৎকর্তৃক প্রকাশিত মুদ্রার মুখ্য দিক, যেমন :—

রাধাকৃষ্ণ প
দে শ্রী শ্রীযুত ঈ
শান চন্দ্র মাণিক্য
দেব শ্রী শ্রীমতী
মুক্তাবলি ম
হাদেব্যা

মহারাজ ঈশানচন্দ্র মনেপ্রাণে বৈষ্ণব, ব্যবহারিক জীবনেও তিনি তাই। বৈষ্ণবীয় কৃষ্টির তিনি ছিলেন একাধারে ধারক ও বাহক। পরম বৈষ্ণব, পরবর্তী মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য ঊনবিংশ শতকে তাঁর বৈষ্ণবীয় মুদ্রা ইস্যু করলেন তারই বৈষ্ণব পূর্বপুরুষদের অনুকরণে। ফলতঃ বৈষ্ণব ধর্মের উপাদান আমাদের কাছে বেড়ে চলল। ত্রিপুরেশ্বরগণ যে বৈষ্ণবধর্মধারায় দীক্ষিত তারই দলিল এখানেই বিদ্যমান। একটি মুদ্রার মুখ্য দিকে দেখা যায় :—

রাধাকৃষ্ণ পদে
শ্রীশ্রীযুত বীরচন্দ্র
মাণিক্য দেববর্ম্ম শ্রী
শ্রীমতি মনমোহিনী
মহাদেবী

উক্ত প্রসঙ্গে মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যও তাঁর পিতৃদেবের ধর্মমতই গ্রহণ করেছেন। তাঁর একটি মুদ্রালিপির মুখ্যাংশের ভাষা যেমন :—

রাধাকৃষ্ণ পদে
শ্রীশ্রীযুত রাধাকিশোর
দেব মাণিক্য
শ্রীশ্রীমতী তুলসীবতী
মহাদেব্যা

প্রাগুক্ত মুদ্রাতে বঙ্গাক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় 'রাধাকৃষ্ণ পদে' এ বিরুদের দ্বারা [Epithet] রাজার স্বকীয় ধর্মমত সুপ্রকাশিত।

মণিপুরের রাজবংশ যেভাবে ১৫০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বৈষ্ণবীয় মতাদর্শে প্রভাবিত হয়েছিল এখানে তারই অভিব্যক্তি ঘটল মণিপুরাধিপতি বৃন্দের মুদ্রা বিরুদে। মণিপুরী একটি মুদ্রায় আছে :—

—মুখ্য দিক—

শ্রীমান মণিপুরে
শ্বর শ্রীচৌরজি
ত সিংহ নৃপবর
স্য শাকে ১৭৩৪

—গৌণ দিক—

শ্রীমদ্ রাধা গো
বিন্দ পদারবিন
দ মকরন্দ ম
ত্তো মধুকরস্য

মণিপুরেশ্বর চৌরজিৎ ১৭৩৪ শকাব্দে অর্থাৎ ১৮১২ খৃষ্টাব্দে যে মুদ্রা প্রকাশ করলেন তাতে করে পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দে মণিপুরে যে বৈষ্ণব ধর্মের প্রকৃষ্ট প্রয়োগ ছিল মুদ্রাটি তারই দ্যোতক। মণিপুর রাজবংশলতা থেকে দেখা যায় যে, চৌরজিৎ ছিলেন ৫৪ সংখ্যক রাজা। মনে হয় কেউ কেউ ভুল বশত: "চৌরজিৎ"—কে "চৌরাজিৎ"—রূপে বানান লিখছেন। চৌরজিৎ শব্দটি পরবর্তী শব্দটি থেকে খাঁটি বা ব্যাকরণসিদ্ধ। কারণ মণিপুরে তার অনেক আগের থেকেই সংস্কৃত ভাষা আধিপত্য বিস্তার করেছিল। আরো এখানে লক্ষণীয় যে, মুদ্রাটির ভাষা সংস্কৃত, কিন্তু হরফ বাংলা। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সেনের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য যে, চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে পূর্ব্বভারতের ভাষা অনেকটা এক রকমের ছিল। মণিপুর, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর, কাছাড়, ত্রিপুরা প্রভৃতি দেশের রাজ সভায় বাংলাভাষা সমাদৃত ছিল, তথাকার রাজকীয় দলিলপত্র ও তাম্রপটে বাঙ্গালা ভাষাই ব্যবহৃত হইত (বৃহৎ বঙ্গ, ১ম খণ্ড, পৃঃ—১৬)।"

চৌরজিতেরও অনেক আগে ৪৮ নং মণিপুরেশ "কবিকর মনওয়াজ"—উপাধিধারী রাজা পামহেইবার আমলে ১৬৩৬ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে বৈষ্ণব মহাজনেরা মণিপুরে প্রবেশ করে রাজাকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করেন। মুদ্রাতত্ত্বের বাহিরেও এরূপ একটা নজির মিলে। ইতিহাসে আরো রয়েছে যে, ২য় ধর্মমাণিক্যের সময়ে ত্রিপুরেশের সীমান্তরক্ষী সৈন্যসামন্তকে পর্য্যুদস্ত করে "তখলেংবা" উপাধি ধারণ করেন। "তখলেংবা" শব্দের মানে হল, "ত্রিপুর-বিজয়ী।" মণিপুরের বৈষ্ণবীয় কৃষ্টির নিদর্শনস্বরূপ মণিপুরাধিপতি গম্ভীর সিংহের একটা স্বর্ণমুদ্রার উল্লেখ করা যেতে পারে। উক্ত রাজবংশের ৫৬ সংখ্যক রাজা ছিলেন গম্ভীর সিংহ। তিনি ছিলেন প্রবলপ্রতাপশালী রাজা। Wilson সাহেবের Burmese war গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে, গম্ভীর সিংহ পুরুষ সিংহ" ছিলেন। এমন কি ব্রহ্মরাজ তাকে মণিপুরের সুযোগ্য রাজা বলে স্বীকার করে নিলেন। আর ইংরাজ-রাজ পর্যন্ত তাঁর বীরত্বের কথা অগ্রাহ্য করতে পারেন নি। তাঁর আমলেই ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে মণিপুরের আয়তনও যায় অনেক বেড়ে।

এবার উক্ত মণিপুরেশের মুদ্রাটির মুখ্য দিক দেখা যাক, যাকে লেখা রয়েছে :—

শ্রী রাধা
গোবিন্দ
চরণ সে
বকস্য—

আর গৌন দিকে আছে :—

শ্রী গম্ভীর
সিংহ নৃপ ব
রস্ত চন্দ্রা
ব্দ ১০৪৩

অবশ্য চন্দ্রাব্দের একটা ব্যাখ্যা সঠিক হওয়া দরকার। তবে বলা হয়েছে যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে রাজা গম্ভীর সিংহ রাজত্ব করেছিলেন মণিপুরে (Rare gold coin of Manipur, Essay by S. P. Basu, J N. S. Vol. XXVII 1965)। উল্লিখিত মুদ্রাটির ওজন প্রায় ১১৫ গ্রাম। আলোচ্য মুদ্রাসমূহ প্রত্নবস্তুর মহামূল্যবান সম্পদ বটে।

উক্ত মুদ্রাদ্বয়ে ত্রিপুরারাজ্যের বৈষ্ণবীয় মুদ্রার একটা প্রকৃত প্রভাব ও সাদৃশ্য বিদ্যমান বলা যেতে পারে। ভাব, ভাষা ও লিপির অভিন্নতা লক্ষণীয়। উভয় দেশের মুদ্রার বৈষ্ণবীয় ভাব, সংস্কৃত ভাষা ও বঙ্গলিপির এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। বাস্তবিক পক্ষে, ভারতের পূর্বাঞ্চলের এ দুটি রাজ্য বৈষ্ণবীয় ভাবধারায় পরিপুষ্ট ও পবিত্রীকৃত।

এসব উপাদান অনেক সময় দৃষ্টি পথের বহির্ভূত হয়ে থাকলেও সার্থক ইতিহাস রচনায় এদের ঐতিহাসিকতা অস্বীকার করা আদৌ চলেনা। তাই প্রাচীন ভারতের সামগ্রিক ইতিহাস রচনাকালে পূর্বোক্ত তাত্ত্বিক দিক আগামী দিনে অবশ্যই ঐতিহাসিক সামগ্রী ও সূত্ররূপে গ্রাহ্য হবে, এ দৃঢ় প্রত্যয় পোষণ করা যেতে পারে।

মণিপুরী সাহিত্যদা অনুবাদ

ডঃ : ইবোতোম্বী সিংহ, কাছাড়

'মণিপুরী সাহিত্যদা অনুবাদ' হায়বা অসিনা মণিপুরী সাহিত্যগী মনুংদা অনুবাদ সাহিত্যগী মফম অমগুং ফিভম গী ওয়াকমবু পুশিল্লকই। মফম হায়রগা মনিপুরী সাহিত্য লৈকোন্দা অনুবাদ লৈরাংবনা কম কয়া পাক-চাউনা কল্লিবগে হায়বা তাকই। অদুগা ফিভম হায়বা মনিপুরী সাহিত্য লৈকোন্দা অনুবাদ সাহিত্যনা করম্বা লৈরাং ওইনা শাংল্লিবগে হায়বদি লৈরাংগী লৈশক অমগুং লৈনম কয়ম তৌবগে হায়বা অসি তাকই।

মতম অসিগী মরী লৈনবা ওয়াহং অমনা কবিহম্বা লান অমগী সাহিত্যদা অনুবাদ কী মথৌ তাত্রা অমগুং মমল লৈত্রা হায়-বাসিনী। ওয়াহং অসিগী পাউখুম য়াম্না শম্না খুম্বা য়াই,—অনুবাদকী মথৌ য়াম্না তাই অমগুং মসিগী মমল মকাপ নাইদে। পাউখুম অসি সাহিত্যগা মরী থজিংদুং লৈনবা মী থুজিংমক্তা থওনবা ওয়াকমনি। নোংনা চাউখৎলক্লিবা মনি-পুরী সাহিত্যগী ওয়াকমদি পল্লবব্রু পৃথিবীগী চাউখৎখ্রবা করম্বা সাহিত্যদা অনুবাদ য়াওদ-

বগে ? জাতি খুদিংমকী অমসুং লোন খুদিংমকী সাহিত্যদা অনুবাদ ইয়াও য়াওরিবনি। মসিগী মরমদি লোন অমগী সাহিত্যগী রস চুপ্সিরিবা মী খুদিংমক মাগী মাগী সাহিত্যগী রস চুপ্নগতা পেয়দে, অতোপ্পা জাতিগী অমসুং লোনগী সাহিত্যগী মহাউপু ওন্তনিংই, অদুগা মাগী সাহিত্যগা অতোপ্পগী সাহিত্যগসু চাংদমনিংই। অসিতসু নত্তনা, 'কবিগুরু জাতি অমা চাউখৎলে চাউখৎত্রি হায়বসি জাতি অদুগী সাহিত্য পারগা হায়বা ওন্নী' হায়রা ওয়াফমসু লৈরী। অদুনা কবিগুরু জাতি অমা মশক খঙবা তাবদা জাতি অদুগী সাহিত্য মশক খঙদবা ইয়া য়াদবনি। তৌইগুম্বসুং ঐ'থায়গী লাইবক থীবদি সাহিত্য রসিক খুদি'মক অতোপ্পা লোন খঙনব'দ। অদু ওইরবদি মী খুদিংমক্তা লৈরিবা অতোপ্পা লোনগী সাহিত্যগী রস চুপ্নগী মহৌশাগী অধিকার অদু অরেম্বদা মাংবা তাররা ? অসিগুম্বা মহৌশাগী অধিকার অসি তরাই তরাইনা মাংবা য়াবা নত্তে। মখোয়গী দমক্তনি অনুবাদকী মথৌ তাররিবা অসি। সংস্কৃত লোন খঙদবা ইউরোপকী কবি গেটেনা কালিদাস কী "অভিজ্ঞান শকুন্তলম" গী রসকী মগাইনা ওমহৎ খিদুনা শক্রমখি,—

"কুমজিন্দা শাৎপা লৈরাক্পা
কুম্মদা পানবা হৈরাক্পা
পুম্না উন্নিংবা য়াওরবা—
স্বর্গ মর্ত অনীবু
থাত্রাং য়েংনিংবা লৈরবা
ফংগনি শকুন্তলাদা।"

কবিগুম্বা অনুবাদ সাহিত্য লৈরমত্রবা কবি গেটে গী শৈশক অসি ঐখোয়না তাবা ফংলমগদ্রা ? অদুগা কবিগুরুনা "গীতাঞ্জলীবু" ইংরেজীদা অনুবাদ তৌরমত্রবা বঙ্গকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরবু "বিশ্বকবি" হায়না খঙনবিরমগদ্রা অমসুং মাঙোম্দা "নোবেল প্রাইজ" পীদুনা ইকাইখুম্নবিরমগদ্রা ? চিংনিংঙাইনি। অদুনা কবিগুম্বা লোন অমগী সাহিত্যদা অনুবাদ কী মথৌ অমসুং মমল য়াম্না লৈ। অনুবাদ সাহিত্যনা অতোপ্পা লোনগী অফবা সাহিত্য অমসুং অফাওবা লেখক শিংগা শকখঙ মায়খঙনবগী খুদোংচাবা পী। লোন অমগী সাহিত্যগী লেখকশিংনা অনুবাদকী মপান্দ তাংদুনা অতোপ্পা চাউখৎপা সাহিত্যগী ফিদম লৌবা ওন্নী। অনুবাদনা লোন অমগী ওয়াহৈ-পুরৈ চাওখৎহল্লি। অসিতা নত্তনা অনুবাদ সাহিত্যনা অপাবা শিংদা অতোপ্পা সমাজগী শংক্রম অদু উহল্লি।

মনিপুরী সাহিত্যগী চাওখৎ থোক্তাংদা অনুবাদকী খুদোল য়াম্না লৈ। হৌজিকমকী মনিপুরী সাহিত্যগী থোইদোকপা শক্তম অমদি অনুবাদ না ওইরি। অতোপ্পা লোনগী অফাওবা লাইরিক কয়া মনিপুরীদা অনুবাদ তৌখ্রে। অয়াম্বা অনুবাদতি সংস্কৃত অমসুং বাংলাদগীনি। মথংদা ইংলিশ অমসুং য়াম্না নীক্না হিন্দিদগীনি। অনুবাদ সাহিত্যগী মাইকৈদা মনিপুরী অসি ভারতকী অতৈ আধুনিক লোনশিংগী কন্নরুক্ম ওইগনি হায়না ডা. সুনীতি কুমার চাটার্জীনা হায়বিরম্মী।

শিংথানিংঙাই ওইবা মনিপুরী অনুবাদ কর্তা শিংগী মরক্তা পণ্ডিতরাজ অতোম্বাপু শর্মাগী মিং অহানবমক্তদা পনফম থোকই।

*শুক্রাক্তা হন্দোকপিরম্বনা ওসি কনাগুম্বা অমনা হিন্দুগী অথোইবা ধর্মগ্রন্থ ভাগবত-পুরাণ, ভাগবত-গীতা, গীতগোবিন্দ, গোপাল সহস্র নাম মার্কণ্ডেয় চণ্ডী, সারস্বত ব্যাকরণ অমসুং ঋগবেদগী শরুকথরা মনিপুরীগা পাবা ফংবিগনি। মনুসংহিতা, কীর্ত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীরামদাসকী মহাভারতসু হৌজিক মনিপুরীদা লৈরে। সংস্কৃত মহাভারত মপুম অদুমক শ্রীকালাচান্দ শাস্ত্রীনা হন্দোকপিবা মনিপুরীদা ফংবিরগনি। কালিদাস ভাসবী ভাস, ভবভূতিনচিংবগী মরু ওইবা লাইরিক শিংগী মনিপুরী অনুবাদসু লোংথ্রে। বাংলা সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্রগী উপন্যাস পুম্নমক অয়েকপম শ্যামসুন্দরনা হন্দোকপিবা মনিপুরী অদুগা লৌরেম্ম টবোয়াইমাগীদনা মাইকেল মধুসূদন দত্তগী লাইরিক পুম্নমকা লোয়ননা শরৎচন্দ্রগী উপন্যাস কয়াম ফংবিগনি। কৃষ্ণ দাস কবিরাজগী চৈতন্য চরিতামৃত, বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীগী দার্শনিকতত্ত্ব, রবীন্দ্রনাথকী গীতাঞ্জলী, অসিনচিংবা অতৈ অকাওবা লেখক কয়াগী লাইরিক কয়াম্ব ফংবিগনি। মতৌ অসুম্না, সেক্সপীয়র অমসুং ইবসেন, তোলষ্টয় অমসুং প্রেমচান্দ, বিবেকানন্দ অমসুং গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ অমসুং কালিদাস অসিনচিংবগী য়ামগ্রবদা মশক নাইবা লাইরিক শরহরদি মনিপুরীদা পাবা ফংবিরগনি। মসিগীদমক মনিপুরী জাতিনা অনুবাদ কর্ত্তাশিং অসিগী তৌবিমল থক কাউবা লৈরোই। মরমদি মথোয়শিং অসিমক্তা মনিপুরী জাতিবু মাগী সাহিত্যিক জ্ঞানগী লমথৈবুং পাকথোকহনবগা লোয়না লোয়ননা মথোয়গী পুক্নিং অমসুং ওয়াথলবু মথোং শোম্বিবনি। অমসুং মথোয়বু ভারতকী অরিবা অমসুং অনৌবা সাহিত্যগী অথোইবা পোৎশক শিংগা শকথজনহন্‌বিবনি। মথোয়না মনিপুরী শিংবু অতোপ্পা চাওখৎলবা জাতিশিংগী ওয়াথল, ফিদম অমসুং অপাম্ব অনিংবগী মতাপ উহনবিবনি।

মথক্তা হায়খিবাশিং অসিদগী ঐখোয়না খঙনা ওমলে মহুদি মনিপুরী সাহিত্যদা অনুবাদকী মকম অসি অশুম অশুম শন্দোরক্লি। তোইশুম্বসুং অনুবাদকী ফিভমদি য়াম্না থম্বনিংঙাইনি। অনুবাদশিং অসিনা ঈহন কম্না চেম্বরক্লিবা মনিপুরী সাহিত্যগী চাউখৎ ঈচেন্দা ঈনাৎ তাম্লিবনি হায়বসি অচুম্বনি। অতম ওইনমক হৈ শিংলবা অনুবাদ কর্ত্তা থরগী খোম্জর্বু ঐখোয়না কিদবা ওমদে। মরমদি অনুবাদকী হৌনবী মতুংইন্না লোন অমগী লাইরিক অমবু অতোপ্পা লোন অমদা অনুবাদ তৌবা মতমদা য়ারিবমশৈ লাইরিক অদুগী মশাগী ওইবা ফিরেপ কাযহল্লোইদবনি। অপাবা শিংনা পামলিবসি অতোপ্পা লোনগী লাইরিক অদুমক্তি, অনুবাদ কর্ত্তানা মশাগী পাণ্ডিত্য উৎনবা হাৎনবা নত্তে। মশা মশাগী পাণ্ডিত্যদি মরমাইগী ওইবা করিগুম্বা অমা ইবদা নীংতম্না কোংদোকপা য়াই অমসুং মহুগী অধিকার মীপুম খুদিংমক্তা লৈ। অনুবাদ কর্ত্তানা চৈমন-শিংমন্নুনা অতোপ্পা লোনগী সাহিত্য অদুদা চু-মমেন শঙজিল্লবদি অপাশিংদা চময়হনবত্তা নত্তনা নমথাক তৌবসু থোকলিবনি।'

শেক্সপীয়ারগী "The rape of Lucrncy"গী রূপান্তর কর্ত্তা শ্রী ক্ষশাংবম মীনকেতন সিংহ না

লাইরিক্কী ওয়াহৌদোক্কা ইবিরি, "মহাকবি অসিগী শৈশক অসি মকোক মতোল চপচানা থম্মবদা মৈতৈগী নাকোংদা চুনদবা। মৈতৈগী ওয়াখল্লা নাত্তোন নাকচি কাওদবা ওম্মোইদবা মতাং মতাং কয়া কয়া য়াওবনা ওইনবা য়াবা অমুবাদদঃ অমুবাদ ওইনা তৌদনা রূপান্তর ওইরপ তৌরে।" মতাং অসিদা, মী খুদিংমক্না শোয়দনা হংনিংগনি—ইংরেজী লোন মপুংফানা খঙদবা মনিপুরী শিংদি মহাকবি অসি গী কাব্যগী মহাউ ভংবা ফংজ্রগান অমসুং ইংরেজী সমাজগী শক্তম উবা ফংজদনা অশুম তাকচবা তারবা? মমিং পল্লিবা লাইরিক অসিতা নত্তনা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরগী 'গীতাঞ্জলী' অহুগা মাইকেল মধুসূদন দত্তগী "মেঘনাদ বধ" কাব্যগী অমুবাদসু হায়রিবা পণ্ডিত অসিনা "রূপান্তর" হায়বা মায়পুয়া কুপ্পগা লমাইগী ভৈজশিংজবগী খুদম উৎলবা অহু প ঠক সমাজ না অদম উবিগনি।

মনিপুরী অমুবাদ সাহিত্যগী অংশায়বা অমনা শিজিন্নরিবা লোন্দা পুদানি। অনুবাদ কর্তা থরনা লোনগী মায়বৈরোমদা ইংগ্র শেংশিনবিদহৌ্রা অমা উবা ফংজে। মখোয়গী অমুবাদশিং পাজবদা মৈতৈলোন নত্রবরা হায়না অয়ুক চিংনজদবা ওমদে। মসিগী খুদম ওইনা লৌরেম্বম ইবোয়াইমানা অনুবাদ তৌবিবা মাইকেল মধুসূদন দত্তগী "মেঘনাদ বধ কাব্য' গী অহৌবা মতেক অসি লৌথংচগে:—

"মায়োন্দনা ভুরহনা বীর বীরবাহু
যমপুর য়ৌথবদা, কাল য়োজ্রিওদা
হায়রু দেবী বীণাপাণি, অমৃত বাণীনা
সেনাপতি বরিহনা বীরেন্দ্র কনাবু
থাখি লান্দা অমুকহন্না রঘুবীর বৈরী
রাবন্না? করি খুত্তিন্না রাক্ষসগী আশা
মেঘনাদ ইন্দ্রজিৎপু—জগৎনা ওমদবা
নাশিহনা সৌমিত্রিনা ইন্দ্র শক্রাহন্দে।"

মথক্কা থাংগৎচরিবা মতেক অসিদা মৈতৈ বাংলাগী ময়ান তুয়ান অমুবাদ অমা ময়ান্না উবিগনি। অসিগী্রা ময়ান-তুয়ান অমুবাদ অসি পারগা কনানা মনিপুরী লোনবু মথক খঙবা ওমগনি। অতোপ্পা লোনগী ওয়াহৈ য়ংয়া শিজিন্নহনা মৈতৈরোল ইতা তাগ্রিবা দো অসি অমুবাদ কর্তানা থজিক্ত চেকশিনবিরবদি লায়না কোকপা য়াই।

অরোইবদা হায়জনি বা ওয়াফমদি মনিপুরী অমুবাদ কর্তাশিং অসি লোনগনবা লাইনা অমনা লাইচুখে। মতু দ অতোপ্পা লোনগী লাইরিক অনবু মী কয়ামক্কা মাগী মাগী ভাবকল্পনাগী মতুংইন্না হন্না হন্না অমুবাদ তৌবা অসিনি। অমনা অমুবাদ তৌথ্রবা লাইরিক অহু অমনাযুক তৌদবা য়াদবাউম্না তৌই। মসিগী খুদমদদি—গীতাঞ্জলী, মেঘনাদ বধ কাব্য, শকুন্তলম, গীতা অসিনচিংবা পনজরিবা লাইরিকশি অসি অফবা অমসুং ওয়ো না থাক্কনি হায়বসি অচুম্বনি। অমুবাদ ৎৈরবদা অফবা লাইরিক অমগী অমুবাদ ময়াম উবা ফংজবগী মহত্ত্ব অতোপ্পা অফব লাইরিকশিংগী শায়োন উজবনা পাঠক সমাজগী ঈযৌয়াংবা কোয়শিংডাই ওইরোইদ্র।?

Gold Coin Of Manipur

Khuman Aribum Nilkanta

The discovery of a gold coin of Manipur is certainly a great achievement of the Numismatics society of India. It will be of immense value in reconstructing the ancient history of this small State situated in the North East Frontier of India It has been rightly pointed out by Mr. S P Basu that though there are references of various types of coins of Manipur, the discovery of such things however is a rare phenomenon, one of such references is found during the time of Joy Singh better known as Bhagya Chandra

While in exile in Cachar he is said to have presented a couple of gold coins to Surangadev, the Ahom King Those coins might have been introduced by the earlier Kings. Joy Singh is also said to have issued coins in his name after his resumption of the throne of Manipur for the second time with the help of the Assamese soldiers.

The most disappointing feature, however is that no such coin has yet been discovered.

Manipur is said to be one of the most ancient States in India. Its reference is found in the great epic, the Mahabharata and in the Srimat Bhagavat Puran The episode of Aryans and Chitrangada is well known all over the Country In addition, there are numerous legends prevalent among the Manipuris which give indication that the State of Manipur had cultural affinity with the people of western India since long past. But strange enough no trace has yet been discovered of any existence of such cultural affinity either in the form of Literature or in ancient relics.

Burma, though situated far beyond the Indian frontier contains

a lot of literature in Pali and Sanskrit It has also got inscriptions on rocks and on metals bearing important evidences of historical value. On the basis of which it has been ascertained with precision that princess of Indian origin ruled over upper Burma from 1st Century A D to 10th Century A D Manipur in comparison, is more contiguous to Western India and so cannot be thought of not having any cultural affinity with the rest of India

The failure of discovery of any such antiquarian things may be due to varioas causes. The most important cause may be said to be the lack of sincere attempt of taking up historical research in the State

The Maharajas were not in favour of conducting research work with the belief that any discovery of historical materials might tell upon their longivity So no research worth the name was taken up during the princely regime After independence also neither the Government nor the people of Manipur took any sincere attempt in this respect Under these circumstances it cannot be concluded that the non discovery of such antiquarion things, presupposes the complete absence of all possibilities Absence of literary sources may be attributed to the whole sale burning of available books during the reign of Pamhaiba the founder of the present dynasty who ruled in the 1st part of the 18th Century It is presumed that the books thus burnt were mostly written in Sanskrit, Pali and Indo-Arian dialect However, there is no definite evidence in this regard. In the present days, the majority of the population of Manipur are of opinion that the language and culture is non Aryan and non-Hindu in origin So they are not only reluctant but rather apprehending that any such discovery might shatter their preconceived ideas.

A small section of Manipuris known as Khalasais or Bishnuprias as they call themselves who speak in a Language of Sanskrit origin firmly believe that Aryan culture and Language entered into Manipur in the pre-historic days and

the Bishnuprias are their descendants, but degraded due to ethnical admixture with the non-Aryan people of the locality, No doubt the Bishnuprias lost their ethnical solidarity but they could maintain and preserve their language along with some of the vedic cultures of their ancestors The Main Bishnupriya Villages, at present are Ningthaukhong, Nachau Ngaikhong—Khulen Ngaikhong Khunau near the Loktag Lake and in Wangjing, Heirok and Khangobok, South of Thoubal

The Bishnupria language has been classified as an Indo-Aryan language by Gearson in 'Linguestic Survey of India' The Critical study of this language reveals some important factors It contains vedic words in its original forms As for instance, word 'Dyau' in Rigveda means the sky and in Bishnupria language it has been retained in its original form and sense This word is not found either in Bengali or Assamese or in any other Indo-Arian languages of Northern India There are a good number of such words in this language which however may be discussed separately some other time. The existence of such vedic words in its original form presupposes the entrance of the vedic language in Manipur long before its transformation into Prakrit and modern Indo-Aryan Languages of Northern India

In later years this language was greatly influenced by Bengali, Assamese and Brajabuli and gradually evolved to the present form. It has got strong affinity with Assamese and Bengalis, but at the same time varies in fundamental aspects

Besides this linguistic affinity there are some other testimonies which indicate traces of Aryan settlement in Manipur before or during the early christian era. Such a testimoney is found in the reference made in the Ptolemy's geography compiled by Col Girinni in which it has been mentioned that a king named Dwaja Raja ruled over Manipur in or about 500 B C He has been described as Scion of Sakya dynasty Moreover in the Chinese chronicles there is a reference of the people of

Manipur, who were known as Khalachais or Son's of the great lake (Logtag)

The Khalachais were reported to be a highly cultured race of Western origin. Curiously enough the Kalachais or Bishnupur still to-day reside arround the Logtag Lake, from Bishnupur to Mayang Imphal covering the prime portion of the Manipur Valley

Taking all these factors into consideration it is believed that if a sincere attempt is made to conduct research work with Archaeolocal excavation, it is highly probable to lead to important discovery of immense value not only for this Tiny State but for the country as a whole

The numismatic society is requested therefore to take effective steps for conducting Archaeological excavation in the area The most prosprective sites for the purpose are Bishnupur and Mayang Imphal. Bishnupur was the ancient capital of Manipur where a small Bishnu Temple commemorates the past glory of the place. Mayang Imphal as the name indicates "The Home Capital of Mayangs or Hindus"

The word Mayang in Meitei language means the Kalachais or Bishnuprias and all other Hindus of Western India These two places most probably contain ancient relics in one form or other.

The era mentioned in the gold coin of Gumbhir Singh is stated as 1043 Chandrabdha This chandrabda does not bear any relation what so ever with the Hizri on Burmeese years as rightly pointed out by S P Basu

This is a new era introduced by Joy Singh better known as Bhaghya Chandra after his resumption of the throne of Manipur for the 2nd time in the year 1760 During his exile in Cachar and Assam it is probable that he came in contract with Bengali and Tripuri era which might have prompted him to introduce an era of his own people with this view in mind he founded this Chandrabda beginning from the date of coronation of Pakhangva the legendary founder of the Meitei dynasty in Manipur. After due calculation the date of Pakhangva's coronation was ascertained to be

on 788 A D Reference in this regard is found with Chaitharol Kumbaba and in the history of Manipur by Late Atambapu Sarma who was an eminent pandit of Manipur and well known to Dr Suniti Chatterjee The latter was highly impressed with the versatility of knowledge of Atambabu Sarma and did not hasitate to honour him by the title of 'Agysta Rishi' of Eastern India

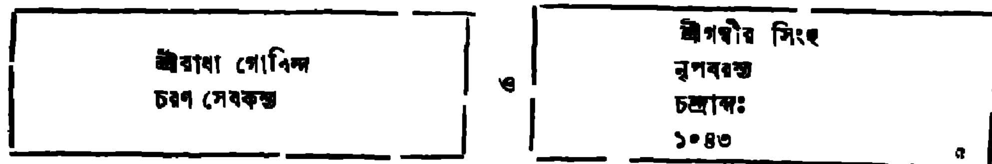
So with out the slightest of hesitation the account furnished by him as regards the origin of the Chandraobada may be accepted as true We know that Gumbhir Singh ruled over Manipur during the first part of 19th Century The date mentioned in the coin is Chandrabada 1043 which origin ated with the corresponding year of 788 A D thus we come to 1831 (1043+788), the exact date when Gumbhir Singh is said to have flourished

The discovery of this coin sets at rest the long drawn controversy as to the time of immigration of Meiteis in Manipur. It does not go beyond 788 A. D in any circumstances The relevant portion of the account given by Atambabu Sarma is-reproduced in English, the original was written in Meitei languages "During the reign of Bhagya Chandra there was eminent scholar khubong Chandramani by name who established an era called Chandrabada which was started from the date of coronation Pakhagba in 788 A D" Page-220 'Manipur Itihas' by Atambabu Sarma published in 1942.

This view is also supported by N. Khel Chandra Sinha in his book 'Ariba Manipuri Sahityagi Itihas', (Page-229) in which he stated that by adding 710 to Chandrabada we get Sakabda and by adding 788 we get Christian Era.

This will, I think, explain the difficulties to properly attributing the coin to Gambhir Singh.

The specimen of the gold-coin of Gambhir Singh is appended below :



Legend in Bengali script of Assam variety.

শরৎ লৈকোল

জয়চন্দ্র কোনসম

চেঙ্গয়কলে ইমানা
তাঙক নাইনা ঈচেন্দা
শরৎকী ঈচেল, শরৎ ঋতুদা,
ঈমাগী শকুম উজবা
মথুপ মরাং হৌখরে।

অশংবা ফিগে থোন্দুনা
লেপ্তীররে ইমাংদা,
য়ে খি য়েংখি খুদিংমক
শংবাননা উথ র
ইমাগী চরৈ নিংখিবা।

ঈয়াইথক্তা শাৎলিবা
থরো থম্বাল থারিকথা,
খোইজংননা হৎলবা
য়েংবগী পেনবা নাইদরে
ইমাগী চরৈ থোনবদি।

য়াঙ্গংলনী তুবেলনা
থোংজেন তপা চেন্নুবা
চাঙজো নাইনা, ঈথক তৌনা
চেললরে ওসিদি
ইমাগী খবাংজেৎ নমথাংওই।

ঈথক হৌবা ঈরৈদা
ফুদোংলক্রে লুপানা,
তোরুনবা খবাংজেৎতা
লুপা কবোক চাইররে
নিংথিজনা হৎলবা।

কুইনা হৌবা নোংহৌনা
তাংতক তাংতক চুবদি,
নিংথিজনী ইমাগী
চোইজাইনবা শমলাংবু
চিংহি শম্বাল দাংবনি।

লেমপ ডাঝা কয়ানা
শাইক্রু ইপাল লাংদুনা
চোংনা ফনন। শাননবা
ইমাগী শৈশক নিংখিবা
তানগী পু লোন খৎপনি।

হৈনা চরো চুমথক্রে
অনকপা উপাল খিত্নুনা
ভনীগী জাৎনা য়েৎচরে,
মচিং তমনা তরাওরে।
পুক্লিং হুনা কজরে।

শাবগ ফবা অহিদা
মাংং নিরি ঙমগদা
লৈচিন মপ মরক্তা
অতিয়া ক্লা মখৈনা
কেক লোৎপী শাগ্নবে।

ওয়াবা মখৈ ওয়ারবা
চাগা নামমা হাপতুনা
ইমাগী শকলোন য়েংজখি
কোরৌ শিংথম কয়ানি
য়েংদুনস পেল্লরোই।

ইমা তখেল্লৈবাক

এল, সি, মীতৈ

তখেল্লৈবাক কোক্লংনি, পাঙনবদি নিংথৌনি।
নিংবগা থৌবগা নিংথৌরেন্নি॥
লৈবাক মগা তপিয়ে, যেকন তিংখং লৈতেয়ে।
চিকন থোয়না পাললিয়ে,
তায়বং মীগী ওয়াথলনি, লেপ্ত ঙমদবা পুকচেলনি।
নোংমগী ভুমিং অমদনি॥
পাঙন মচাদি অমনি, সমসের গাজি কৌবনি।
তখেল নিংথৌ ওইরম্বনি॥
মতমদি পুংকুই কুইরমদে, তুজোইবদি য়াথিদে।
থরনিদংগী ওইরম্বনি॥
লৌশিং চাওবা নিংথৌনি, সরৌবু অম সিন্নবনি।
আসাম মনিপুর চংলমগনি॥
চামী লাম্মী খাম্বনি, অকন্বদি কয়া লাকপনি।
তেখাও-মীতৈ-হাও অপুন্বনি॥
তখেন নিংথৌ মানি, মীতৈ নিংথেম অকন্বনি॥
তেখাও লম্মী অথৌবনি॥
অকয়হুমগী পাঙন্নি, পুক্রিং হকচাং 'মত্ত ওইবনি।
অকন্বহুম দ ওয়াখকপনি॥
নিংথৌ কোক্লং'ম শাবনি, পুরাণ আগরতলা কৌবনি।
তখেলনি-থৌ' কোক্লং ওইবনি॥
মীতৈ নিংথেম লৈফমদি, বৃন্দনগর হায়না কৌবনি।
সনায়—খুনবু হায়রগা খংবনি॥
মথা থরদং চংলগদি, আসামপারা খুঙ্গং লৈবনি।
মেকলীপারা চাবাগান' কৌবনি।
মতম অহু অহান্বনি, তখেল্লৈবাক মীতৈ লাকপনি।
লেপনবু মতমদি খংগনি"—

ওয়ারী ওইনা লীজরী, অখংবু খরদং ইজরি।
মথং মনাও খুন্দারকলী॥
মীতৈনা তখেল্লৈবাক কৌই, অতৈনা ত্রিপুরা তাম্বণী।
আগরতলাদা নিংথৌ পাললী॥

একলব্য

শ্রীব্রজেশ্বর শর্মা

স্বষ্টিকর্তাগী স্বষ্টিদা লোয়না শেম্নবস্ন
শেম্বিবিবা নোংদম্বনা মিৎয়েং অমত্তদা
জীবপুম্নমকপু চপ্ মান্নবা থংলগ্ন
জ্ঞানলৈবা, শাস্ত্রথংবা আগম্নিশিংগী
তমথিবা জাত বিজাত শায়বগী মিৎয়েংগী
তু-তোংলবা রথচাকানা তক্কা মাংখ্রবনি
তোন্নবা জাত পুম্বগী চাউখৎপা ক্বিতম।
মতৌ অতুথন্নতুনা শাদাম্বা শাগেগী
মমিং একলব্য কৌবা নিপা অমথক্কী
থুংত্তু খুৎলাই হৈনিংবগী আশা ম্নমক
মতমদা অমম্বদা লম্ মাংননা মাংখি।
হৈজগে থংজগে খন্না চক্কই মগাক্রা
সভাতাগী অওয়াংথাক্তা লৈরিবা ব্রাহ্মণ
গুরু দ্রোণাচার্য নাক্তা। কচ্চরুই মতাক্কী
থওয়াই-থম্মোই অনিমক দ্রোণগী চরন্দা।
তুকচবা, জাংথায়বা তমখিবা ওযাথনবু
থম্মোইগুংদা পুরত্নুনা গুরুদেব দ্রোম্না
"লোক-পম্ন য়াখিদ্রবা চণ্ডালগী অহো
তম্বিদে ঐগী খুৎলাই, লৈগন্ত চণ্ডাল।"
কায়রবদা তুংত্তাইতবা থম্মোই পুরক্তুনা
চৎখিবোয় সভাতাগী ওয়াংমা লাম্নতুনা।

গুড় একলবা। চীংগী তুন্নবা মকমদা
শাগংলে দ্রোণগী মূর্তি, তমজরে নীতিগী,
হৈজরে খুৎলাই থরা ভক্তি চেংখিবনা।
নোংদম্বগী নোংদমইম্না নোংমগী তুমিত্তা,
আর্যনিংথৌ মচাশিং পুরক্তুনা দ্রোণ
থুংলরে নহাক্কী নাক্তা—নহাক্কা ফমহনা
গুরুপূজা তৌজরিবা বনগী মম্নংদা।
তকপ্রবোয় গুরুদ্রোণ, তুইগী মচিন্দা
নংগী তেলনা পাম্নবদা তুইস্ন শিদবা,
মখোলস্ন থোক্তবা বিদ্যা অত্ত উরবদা।
মীগী চাউখৎ য়েস্ন ওমদ্রবা, ইচা-মীচা শায়বা
অথাবা মিংয়েংগী মাংদা মাংখেদো নহাক্কী
খুৎলাই হৈনিংবা আশা। মতমতুদা নংনা
নংগী খুবী কৎলতুনা গুরুজী দ্রোণগী
অর্জুনবু হেলহনিংবা ফৎত্রবা ওয়াথপ,
অমদি তোম্নবা জৎপু নমথনা থম্নিংবা
ওয়াথপবু থুংহনখি নংননা চিংনব লৈতনা।
নহাকপু নহাক্কী খুবী য়াওদ্রবা মগম্না
খুৎলাই পায়নিংব-আশা লোয়না থাদোক্তুনা
উংলম্নে তাহ্নবা জাংকী করিগুম্বদস্ন
চাউখৎপগী লম্বী লৈতে আর্যসভাজাদা।

"রবীন্দ্রনাথ" ত্রিপুরা "জগদীশ চন্দ্র"

(বিস্মৃতি থেকে স্মৃতিতে)

মনিময় দেববর্মা

অতীতের ঘটনা মাঝে মাঝে স্মরণ করা ভাল। স্মরণীয় ব্যক্তীত্বের আলোকে চলার পথের প্রেরণা পাওয়া যায়—। তাই মনিষী বচনের মালা গাথা—

বৈজ্ঞানিক জগদীশ চন্দ্র বসুকে লিখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি ৪নং ১৭ই সেপ্টেম্বর—১৯০০

শিলাইদহ

কুমার খালি—নদীয়া

প্রিয় বন্ধু,

চুপ-চাপ বসে একখানা ফরাসী ব্যাকরণ নিয়ে উলটাচ্ছিলুম এমন সময় চিঠিখানা পেয়ে মৃত ভেকের মধ্যে তড়িৎ প্রবাহের সঞ্চার হ'য়ে খুব ধড়ফর ক'রে উঠেছে। লোকেনকে, সুরেনকে আপনার চিঠিখানা দেখাবার জন্যে ছট্‌ফট্ করছি, কিন্তু তারা দূরে, আজই তাদের লিখে পাঠাতে হবে। যুদ্ধ ঘোষণা করে দিন। কাউকে রেহাই করবেন না—যে হতভাগ্য Surrender না করবে, লর্ড রবার্টসের মত নির্ম্মম চিত্তে, তাদের পুরাতন ঘর দুয়ার তর্ক নিয়ে জ্বালিয়ে দেবেন—আপনি এক সৈন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে আর এক সৈন্য সম্প্রদায় গেঁথে যেরকম ব্যূহ রচনা করেছেন তাতে প্রিটো-রিয়ায় ক্রিষ্টমাস করতে পারবেন বলে আমার দৃড় বিশ্বাস। তারপর আপনি জয় করে এলে আপনার সেই বিজয় গৌরব আমরা বাঙ্গালীরা মিলে ভাগ করে নেব—আপনি কি করলেন তা বোঝবার কিছু দরকার হবেনা, না বুদ্ধি, না অর্থ, না সময় কিছুই খরচ করতে হবে না, কেবল টাইমস্‌ পত্রে ইংরেজের মুখ থেকে বাহবা শোনবা মাত্র সেই বাহবা আমরা লুফে নব। তখন আমাদের দেশীয় কোন বিখ্যাত কাগজ বলবে, আমরা বড় কম লোক নই, অন্য কাগজ বলবে, আমরা বিজ্ঞানে নব নব তথ্য আবিষ্কার করছি,—এদিকে আপনার জন্য কারো সিকি পয়সার মাথা ব্যাথা নেই কিন্তু যখন জগৎ থেকে যশের ফসল ঘরে আনবেন তখন আপনি আমাদের, চাষের বেলা আপনি একা, লাভের বেলা আমরা সবাই, অতএব আপনি জয়ী হলে আপনার চেয়ে আমাদেরই জিৎ।"

(৫নং চিঠি—অক্টোবর বা নভেম্বর—১৯০০)

'ত্রিপুরার মহারাজাকে আপনার সমস্ত খবরই আমি পাঠাইয়া থাকি। আপনার প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় পাইয়া আমি বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছি। তিনি বলিয়া পাঠাইয়াছেন আপনার কার্য্যের সহায়তার জন্য তাহার পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত দানের

অপেক্ষা—আরো অনেকটা দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।"

(৬নং চিঠি ২০শে নভেম্বর—১৯০০)

"ত্রিপুরার মহারাজা এখন কলকাতায়। তোমার সফলতায় তিনি যে কিরকম আন্তরিক আনন্দ অনুভব করেন তা তোমাকে আর কি বলব। বাস্তবিক তিনি যে হৃদয়ের সঙ্গে তোমাকে শ্রদ্ধা করেন এতেই তিনি বিশেষ রূপে আমার হৃদয় আকর্ষণ করেছেন। আজ তোমার চিঠি তাঁর ওখানে যাব তিনি খুব খুসি হবেন। তুমি তাঁকে অল্পদিন হল যে চিঠি লিখেছিলে সেখানি পেয়ে তিনি যেন বিশেষ সম্মানিত হয়ে উঠেছিলেন এমনি উৎফুল্ল হয়েছিলেন। কোনরূপে তোমাকে সহায়তা করবার জন্যে তিনি যেন ব্যগ্র হয়ে আছেন।" মহারাজের সঙ্গে দেখা করে এলুম—তাঁকে তোমার চিঠি শোন্যালুম—তিনি ভারি খুসি হলেন।"

(৭নং চিঠি—১২ ডিসেম্বর—১৯০০)

পীড়িত ছিলাম বলিয়া কিছুদিন পত্র বন্ধ ছিল। * * * * * *

বিসর্জ্জন নাটকের রিহার্সাল আমাকে তাগিদ করিতেছে—অতএব বিদায়।"

(৮নং চিঠি—ডিসেম্বর শেষ—১৯০০)

(বা জানুয়ারীর প্রথম—১৯০১)

"বিসর্জনের অভিনয় যখন হইতেছিল তুমি তখন সাতসমুদ্র পারে কি করিতেছিলে, উপস্থিত থাকিলে তুমি খুসী হইতে—আমিও হইতাম, বলা বাহুল্য।

(১০নং চিঠি—মে ১৯০১)

"শরীরটা কিছু ক্লিষ্ট হওয়ায় সম্প্রতি মহারাজের সঙ্গে দার্জিলিঙে আসিয়াছি। তাঁহার আতিথ্যে ও প্রকৃতির শুশ্রূষায় শরীর ও মনের স্বাস্থ্য লাভ করিব প্রত্যাশা করিতেছি।

"তোমাকে একটি কাজের ভার দিতে চাই। যুবরাজের জন্য বিলাত হইতে একটি ভাল শিক্ষক নির্বাচন করিয়া পাঠাইতে হইবে। যুবরাজ ত্রিপুরা হইতে দূরে থাকিয়া সম্পূর্ণ তাঁহার শাসনাধীনে শিক্ষালাভ করিবেন। শিক্ষকটি বিজ্ঞানবিদ্ হইলেও ভাল হয়। এরূপ গুরুতর দায়িত্ব স্কন্ধে লইতে তুমি সঙ্কোচ বোধ করিবে, আমি জানি, কিন্তু তবু তোমাকে লইতে হইবে। অবশ্য, তুমি যাহাকে ভাল মনে করিয়া বাছিয়া দিবে ভারতবর্ষের জল হাওয়ার গুণে দুই দিনেই সে মন্দ হইয়া দাঁড়াইতে পারে—মহারাজ সেজন্য তোমাকে দোষী করিবেন না। বর্ত্তমানে তুমি যাহাকে যোগ্য এবং ভাল মনে করিবে, যিনি যুবরাজকে যথোচিত সংযমে রাখিতে পারিবেন, অথচ অনাবশ্যক উদ্ধত হইবেন না এমন একটি লোক দেখিয়া, তাহার বেতন প্রভৃতি কিরূপ হইতে পারে জানিয়া লিখিবে। বঙ্গদর্শন কাগজখানি পুনর্জীবিত হইতেছে। আমাকে তাহার সম্পাদক করিয়াছে। মহারাজও এই পত্রটিকে আশ্রয়দান করিয়াছেন।

পুনশ্চ—মহারাজ আবার তোমাকে বলিবার জন্য আমাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন—তিনি এ বিষয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন তোমাকে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিতে চাহেন। শিক্ষকটির বাসস্থান ও আহারাদির খরচ নিজে হইতে লাগিবেনা। কুচবিহার বলেন—বেতন পাঁচশত হইতে আরম্ভ করিয়া আটশত পর্য্যন্ত

হওয়াই নিয়ম। যদি তার চেয়ে অধিক দিতে হয় ও নির্দিষ্ট সময় বাঁধিয়া দিতে হয় তাহাও চলিতে পারিবে।"

(১১নং চিঠি—২১শে মে ১৯০১)

"যদি পাঁচ ছ বৎসর তোমাকে বিলাত থাকতে হয় তুমি তারই জন্য প্রস্তুত হোয়ো, অনর্থক ভারতবর্ষের ঝঞ্ঝাটের মধ্যে এসে কাজ নষ্ট করো না। তুমি আমাকে একটু বিস্তারিত করে লিখো এই ৫/৬ বৎসর সেখানে থাকতে গেলে ঠিক কি পরিমাণ সাহায্যে তোমার দরকার হবে।"

(১৬নং চিঠি—আগষ্ট ১৯০১)

শান্তিনিকেতনে আমি একটি বিদ্যালয় খুলিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছি। সেখানে ঠিক প্রাচীনকালের গুরুগৃহ-বাসের মত সমস্ত নিয়ম। বিলাসিতার নাম গন্ধ থাকিবেনা—ধনী দরিদ্র সকলকেই কঠিন ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষিত হইতে হইবে। উপযুক্ত শিক্ষক কোন মতেই খুজিয়া পাইতেছিনা। এখনকার কালের বিদ্যা ও তখনকার কালের প্রকৃতি একত্রে পাওয়া যায় না। স্বার্থ চেষ্টা এবং আড়ম্বর হইতে কোন মহৎকার্য্যকে বিচ্যুত করিতে গেলে কাহারো মুখরোচক হয়না। এতদিনকার ইংরেজি বিদ্যায় আমাদের কাহাকেও যথার্থ কর্মযোগী করিতে পারিল না কেন?

(১৭নং চিঠি—সেপ্টেম্বর—১৯০১)

"ত্রিপুরার মহারাজ কাল আমার কাছে একটি কর্মচারী পাঠাইয়াছেন। তোমার সম্বন্ধে আমার সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। আমি আর দিন দশ বারো পরে ত্রিপুরায় গিয়া মহারাজের সঙ্গে দেখা করিব। তোমার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা গুনে মহারাজ আমার হৃদয় দ্বিগুণ আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার শ্রেণীর লোকের পক্ষে এরূপ বিনীত গুণ গ্রাহিতা অত্যন্ত বিরল।

(১৮ নং চিঠি—অক্টোবর বা নভেম্বর—১৯০১)

"বন্ধু আমি তোমার কাজেই ত্রিপুরায় আসিয়াছি। এইখানে মহারাজের অতিথি হইয়া কয়েক দিন আছি। তোমার প্রতি তাঁহার কিরূপ শ্রদ্ধা তাহাত জানই—সুতরাং তাঁহার কাছে আমার প্রার্থনা জানাইতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ অনুভব করিতে হয় নাই। তিনি শীঘ্রই বোধহয় দুই এক মাসের মধ্যেই তোমাকে দশ হাজার টাকা পাঠাইয়া দিবেন। সে টাকা আমার নামেই তোমাকে পাঠাইব। এই বৎসরের মধ্যেই তিনি আরো দশ হাজার পাঠাইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ইহাতে বোধহয় তুমি বর্তমান সঙ্কট হইতে আপাতত উত্তীর্ন হইতে পারিবে। প্রাসাদ নির্মাণ প্রভৃতি বহু ব্যয় সাধ্য কার্য্যে সম্প্রতি মহারাজ জড়িত আছেন নতুবা তিনি স্বেচ্ছা প্রবৃত্ত হইয়া তোমাকে পঞ্চাশ হাজার পর্য্যন্ত সাহায্য করিতে পারিতেন। তাহার এই উৎসাহ তিনি আমার হৃদয় আরো দৃঢ়তর রূপ আকর্ষন করিয়াছেন—স্বাভাবিক ঔদার্য্যের এমন উজ্জল আদর্শ আমি আর দেখি নাই। তুমি অবসাদ হইতে নিজেকে রক্ষা কর। ফললাভ করিতে তোমার সত্তই বিলম্ব হউক আমাদের শ্রদ্ধা এবং আন্তরিক প্রীতি সর্বদাই ধৈর্য্য সহকারে তোমার পার্শ্বচর হইয়া থাকিবে। তোমাকে আমরা লেশমাত্র তাড়া দিতেছিনা, যাহাতে কর্ম

সম্পূর্ণ করিবার জন্য তুমি যথোচিত বিলম্ব করিতে পার, আমরা তাহারই সহায়তা করিতে প্রস্তুত হইয়াছি—আমাদের প্রতি সেই আস্থা তুমি দৃঢ় রাখিয়ো। তোমার কাছে আমরা আরো কত দাবী করিব, তুমি যাহা করিয়াছ তাহার জন্যই যদি আমরা কৃতজ্ঞ না হইতে পারি তবে আমাদিগকে ধিক। তুমি যাহা করিয়াছ আমরা তাহার উপযুক্ত প্রতিদান কিছুই দিতে পারিনা। আমি যে চেষ্টা করিতেছি তাহা কতটুকু এবং তাহার মূল্যই বা কি " এইটুকু দিয়া তোমার উপরে দাবী চালাইতে পারিনা। তোমাকে হৃদয়ের গভীর প্রীতি ছাড়া আর কিছু দিই নাই জানিবে, সে প্রীতি ধৈর্য্য ধরিতে জানে এবং প্রীতি ছাড়া আর কিছুই ফিরিয়া চাহেনা। মহারাজের সম্বন্ধে এটুকু নিশ্চয়ই জানিয়ো তিনি তোমাকে ঋণী করিবার জন্য অর্থ সাহায্য করেন নাই তিনি তোমার ঋণ পরিশোধ করিতেছেন।

যিনি তোমাকে প্রতিভা দান করিয়াছেন তিনিই তোমাকে উদ্যম ও আশা প্রেরণ করিয়া সেই প্রতিভাকে সার্থক করুন।

এরপর বৈজ্ঞানীক জগদীশ বসুর পত্নী অবলা বসু মহোদয়ার নিকট কবির চিঠি—

(১নং চিঠি ৪ জুন ১৯০১

মাননীয়াসু,

আপনি ধন্য আমরাও দূরে থাকিয়া তাঁহার বন্ধুত্বে ধন্য হইয়াছি। আমার গর্ব্ব আমি গোপন করিতে পারিতেছিনা—আমি সকলকে জয় সংবাদ জানাইয়া বেড়াইতেছি। ত্রিপুরার মহারাজকে কাল টেলিগ্রাফ করিয়া দিয়াছি। বন্ধুকে তাঁহার কর্ম সমাধার পূর্বে দেশে আসিতে দিবেন না। এদেশে তাহার জীবন নিরর্থক হইবে। আমরা তাহাকে য়ুরোপে রাখিবার আয়োজন করিতে পারিব। তিনি যেন তাঁহার সামান্য কাজটুকু করিবার অবসর আমাদিগকে দেন। আপনারা প্রবাসে থাকিয়াও আমাদের অপেক্ষাও ভারতের অন্তরে রহিয়াছেন—সেইখানে, স্বদেশের হৃদয় মণ্ডপে, চিরদিন আপনাদের প্রতিষ্ঠা অক্ষয় হউক।

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(রবীন্দ্র রচনা "জগদীশ চন্দ্র" প্রবন্ধ—পৃঃ ১২৪ চিঠিপত্র ষষ্ঠখণ্ড—)

"সাধনার আয়োজনে অর্থাভাবের শোচনীয়তা যে কত কঠোর, সেকথা দুঃসহ ভাবেই তখন আমার জানাছিল। জগদীশের জয়-যাত্রায়—এই অভাব লেশ মাত্রও পাছে বিঘ্ন ঘটায়, এই উদ্বেগ আমাকে আক্রমণ করলে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার নিজের সামর্থ্যে তখন লেগেছে পুরো কাঁটা। লম্বা লম্বা ঋণের গুণ টেনে আভূমি নত হয়ে চালাতে হচ্ছিল আমার আপন কর্মতরী—অগত্যা সেই দুঃসময়ে আমার একজন বন্ধুর শরণ নিতে হোলো। সেই মহাশয় ব্যক্তির ঔদার্য্য স্মরণীয় বলে জানি। সেই জন্যেই এই প্রসঙ্গে তাঁর নাম সম্মানের সঙ্গে উল্লেখ করা আমি কর্ত্তব্য মনে করি। তিনি ত্রিপুরার পরলোকগত মহারাজা রাধাকিশোর দেব মাণিক্য। আমার প্রতি তাঁর প্রভূত শ্রদ্ধা ও ভালবাসা চিরদিন আমার কাছে বিস্ময়ের বিষয় হয়ে আছে। ঠিক সেই সময়টাতে তাঁর পুত্রের বিবাহের উদ্যোগ চলছিল। আমি

তাঁকে জানালুম শুভ অনুষ্ঠানের উপলক্ষ্যে আমি দানের প্রার্থী, সে দানের প্রয়োজন হবে পুণ্য কর্মে। বিষয়টা কী শুনে তিনি ঈষৎ হেসে বললেন, "জগদীশ চন্দ্র এবং তাঁর কৃতিত্ব সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছুই জানিনে, আমি যা দেব, সে আপনাকেই দেব, আপনি তা নিয়ে কী করবেন আমার জানবার দরকার নেই। "আমার হাতে দিলেন পনেরো হাজার টাকার চেক। সেই টাকা আমি আচার্য্যের পাথেয়ের হস্তগত করে দিয়েছি। সেদিন আমার অসামর্থের সময় যে বন্ধুকৃত্য করতে পেরেছিলুম, সে আর এক বন্ধুর প্রাসাদে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগ পাশ্চাত্য মহাদেশকে আশ্রয় করেই দীপ্তিমান হয়ে উঠেছে, সেখানকার দীপালিতে ভারতবাসী এই প্রথম ভারতের দীপশিখা উৎসর্গ করতে পেরেছেন, এবং সেখানে তা স্বীকৃত হয়েছে এই গৌরবের পত্র সুগম করবার সামান্য একটু দাবিও মহারাজ নিজে না রেখে আমাকেই দিয়েছিলেন। সেই কথা স্মরণ করে সেই উদার চেতা বন্ধুর উদ্দেশ্যে আমার সুগভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

(২৪শে শ্রাবন ১৩০৯ পৃঃ—১৬৫)

মহারাজা রাধাকিশোরকে লিখিত কবির চিঠি—

"জগদীশকে মহারাজ যে পাঁচ হাজার টাকা সাহায্য প্রেরণ করিয়াছেন তাহার জন্য আমার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় অভিষিক্ত হইয়াছে। মহারাজের উদার মহত্ব বারম্বার অনুভব করিয়াছি, তাহা চিরকাল মনে রহিবে, মুখে প্রকাশ করিব কি করিয়া ?

মহারাজের ঔদার্য্য কালক্রমে সর্ব্ব প্রকার বাধামুক্ত হইয়া আমাদের স্বদেশকে সফলতার পথে প্রতিষ্ঠিত করিবে। ইতি—২১শে শ্রাবন ১৩০৯ অনুরক্ত ভক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ত্রিপুরার যোগাযোগ সর্বজন বিদিত। রবীন্দ্র-জগদীশ পত্রালাপে বুঝা যায় রাধাকিশোর মাণিক্যের সঙ্গে বৈজ্ঞানিকেরও পত্র প্রণয় ও সুহৃদতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। বর্ত্তমান এর গালাগালি আর দলাদলির পরিস্থিতিতে এই প্রীতি সম্পর্কের পরিবেশ প্রভাব জন চিত্তকেও প্রভাবিত করুক একটা সৎ সুন্দর আদর্শ গড়িয়া উঠুক এ কামনা কি অন্যায় ?

মনিময় দেববর্ম্মা
আগরতলা

—ঃঃ • ঃঃ—

সমবায় পৃথিবীতে যুগান্তর আনিবে,— পৃথিবী হইতে দারিদ্র ও অলসতা বিদুরিত করিবে।" মহাত্মা গান্ধী

বই না পড়া মানে সঞ্চীর্ণ মানব সভ্যতার উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া।

মনিপুর ও ত্রিপুরা ঃ প্রাচীন সম্পর্ক সুত্রের ধারা

—অজয় দেববর্মা

মনিপুর ও ত্রিপুরা এই দুই রাজ্যই ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত। পাহাড বনানীতে ছাওয়া এই দুই রাজ্যের মধ্যে আয়তনে মনিপুর ত্রিপুরার প্রায় দ্বিগুণ (২২, ৩৬৫ ব: কি: মি:)। আয়তনের ৯২% শতাংশ পার্বত্যভূমি।

ত্রিপুরার আয়তন মনিপুরের প্রায় অর্ধেক (১০, ৪৭৭ ব: কি: মি:) হলেও লোক সংখ্যায় কিন্তু ত্রিপুরা মনিপুরকে ছাপিয়ে গেছে। ১৯৭১ সালের আদম শুমারী মতে ত্রিপুরার লোক সংখ্যা ১৫, ৫৬, ৩৪২ জন। আর মনিপুরের লোক সংখ্যা হলো ১০, ৭২, ৭৫৩ জন। ত্রিপুরার আয়তনের ৬০ শতাংশ পার্বত্যভূমি অবশিষ্ট ৪০ ভাগ সমতল ভূমি। শতকরা ৭০ জন কৃষির উপর নির্ভরশীল। আর মনিপুরের শতকরা ৬০ জন কৃষিজীবি।

এই দুই রাজ্যের প্রাচীন নাম নিয়ে ইতিহাসে বহু মতভেদ বিদ্যমান। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, বর্তমান ত্রিপুরার প্রাচীন নাম ছিল তৈপ্রা। এই তৈপ্রা থেকেই ভিন্ন ভাষাভাষীদের দ্বারা ত্রিপুরা নামের উদ্ভব। ঐতিহাসিক কৈলাস চন্দ্র সিংহের মতবাদ থেকে জানা যায়, প্রাচীনকালে বর্তমান মনিপুরের নাম ছিল মৈতৈ লৈপাক (বা লৈবাক) এই মৈতৈ লৈপাক'কে শ্রীহট্ট বাসী ব্রাহ্মণগণ অভিহিত করেছিলেন মনিপুর নামে।

ত্রিপুরার কৃতি সন্তান শ্রদ্ধেয় কর্ণেল মহিম চন্দ্র মনিপুরকে বলেছেন কুটুম্ব রাজ্য (দেশীয় রাজ্য দ্রষ্টব্য)। এই কুটুম্বের ব্যাখ্যা তিনি করেছেন মনিপুর ও ত্রিপুর রাজবংশের বৈবাহিক সুত্রধরে। কিন্তু এই কুটুম্ব কানাটার আর একটা দিক যে নেই তাও নয়, সেটা হলো গোষ্ঠীগত।

এই গোষ্ঠীও কনাটার বিশদ ব্যাখ্যা করলে দেখা যায়, মনিপুরী এবং ত্রিপুরীগণ মঙ্গোলয়েড পরিবারের সিনু তিবেটান (Sino Tibetan) বা তিবেটু চাইনীজ (Tibeto Chainese) ভাষা গোষ্ঠির লোক। ত্রিপুরী ও মনিপুরীদের মধ্যে আকৃতিগত এমন সাদৃশ্য রয়েছে যে চেহারার দিক দিয়ে কোনটা মনিপুরী আর কোনটা ত্রিপুরী তা হঠাৎ নির্ণয় করাই দুঃসাধ্য। মনিপুরী ও ত্রিপুরীদের দৈহিক গড়ন সুন্দর এবং পেশীবহুল। এদের চৌকোনাকার মুখ (Squre set faces), বাদামাকৃতি চোখ সহ প্রক্ষিপ্ত গালের হাড়। (projecting cheek bones, with almoud shaped eyes) এবং অপ্রচুর শশ্রু ও গোফ (Scanty beard and moustache) ইত্যাদি থেকে ত্রিপুরী এবং মনিপুরীগণ যে মঙ্গোলিয়ান বংশজ এটাই প্রমাণিত হয়।

মনিপুর ও ত্রিপুরার মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক সর্বপ্রথম সাধিত হয় মহারাজা ভাগ্যচন্দ্রের সময়ে। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, মনিপুর রাজ ভাগ্যচন্দ্রের কন্যা রাজকুমারী হরিশেশ্বরী দেবীকে বিয়ে করেছিলেন ত্রিপুররাজ রাজধর মাণিক্য। এই সম্পর্কে Progressive of Tripura পুস্তকে লিখিত আছে: "In 1786 the Charge of administration was made over to Rajdhar—Rajdhar married the doughter of the King Manipur and they established frierdly relations with Manipur" রাজধর মাণিক্যের পরবর্তী নৃপতি কৃষ্ণমাণিক্যের মহিষী জাহ্নবী দেবীও মনিপুরী কন্যা ছিলেন বলেও কারও কারও অভিমত রয়েছে। কিন্তু এই সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্য আজকের ত্রিপুরায় খোঁজে যায়না পাওয়া। তাই এই বিষয় আরও অনুসন্ধান সাপেক্ষ। ১৭৮৬ সালের পর থেকে রাজমহিষীরূপে রাজ অন্তঃপুরে মনিপুরী কন্যাদেরই আগমন ঘটেছে সমধিক। ত্রিপুরার ইতিহাসে এই মনিপুর কন্যাদের কাহিনী এক বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। এদের সংস্থাপিত মঠ মন্দির আজও ছড়িয়ে রয়েছে রাজ্যের এখানে ওখানে গায়ে সবুজ শেওলার আবরণ জড়িয়ে।

মহারাজ কৃষ্ণ কিশোর ছিলেন বর্তমান আগরতলার প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে তিনি আগরতলায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রাজপাট। তারও পূর্বে ১৮২২ খৃষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর পুরাতন আগরতলায় বসবাসকালে তিনি বিয়ে করেছিলেন এক মনিপুরী কন্যা। এই কন্যা তেখুলেইমা নামে পরিচিত। তিনি পুরাতন আগরতলায় মঠ প্রস্তুত করে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ। এই বিগ্রহ কালা বিনোদিনী নামে সংজ্ঞিত।

আজও পুরাতন আগরতলায় মঠটি দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু বহুবছর পূর্বেই রাধিকার বিগ্রহটি হারিয়ে গেছে। কালা বিনোদের মূর্তিটি এখনো রক্ষিত আছে অভয়নগরে। পূজিত হচ্ছে মনিপুরীদের দ্বারা কাঁলাচাঁদ নামে।

তারপর মণিপুরী রাজকন্যাদের মধ্যে যাঁর কথা বিশেষ ভাবে স্মরণে থাকে তিনি ত্রিপুরায় ঢাকা লেইমা নামে পরিচিত। এই ঢাকা লেইমা ছিলেন মহারাজ দেবেন্দ্র সিংহের কন্যা, নাম রত্নমঞ্জুরী মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যের মহিষী। তিনিই ধলেশ্বরে পাখাম্বা দেবতার প্রতিষ্ঠাত্রী।

মহারাণী তুলসীবতীও ত্রিপুরার ইতিহাসে এক স্মরণীয় নাম। মহারাণী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয় এবং রাধানগরে রাধামাধব প্রতিষ্ঠা মণিপুর কন্যা তুলসীবতীর এক অমরকীর্তি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ত্রিপুরার রাজবংশ প্রাচীনকালে ছিল শাক্ত। আর মণিপুরগণ বৈষ্ণব। শাক্ত রাজ্য ত্রিপুরায় বৈষ্ণব ধর্মের প্রতিষ্ঠায় মনিপুর রাজকন্যাদের অবদান চিরস্মরণীয়। ত্রিপুরায় বসবাসকারী মনিপুরী এবং ত্রিপুরীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক দেয়া নেয়া যতটুকু ঘটেছে তাতেও মণিপুরী কন্যা ত্রিপুরার রাজ মহিষীদের অবদান রয়েছে প্রচুর। এখানে ঝুলনের সময়ে মণিপুরীদের দ্বারা যে রাসলিলা অনুষ্ঠিত হয় তার রূপ-রস অনেকটা রাসকে অবলম্বন করে গঠিত হলেও

পালা কীর্ত্তনের মূল বক্তব্য কিন্তু খুলনের মাহাত্ম্যকে নিয়েই ৭ষ্ট।

এখানে একটা কথা উল্লেখ থাকা প্রয়োজন যে মণিপুর থেকে ত্রিপুরায় মণিপুরীদের আগমন ঘটেছিল আজ থেকে প্রায় ২৫০ বছর পূর্ব্বে ব্রহ্মার যুদ্ধের কারণে। ফলে মঙ্গোলয়েড পরিবারের মণিপুর রাজ্যে বসবাসকারী মণিপুরীগণ উন্নতির যে সুযোগ পেযে জাতি সত্বায় উপনীত হতে পেরেছে তা কিন্তু এখানে বসবাসকারী মণিপুরীগণ পায়নি মোটেই। তাই তারাও পড়ে রয়েছে পেছনে—বহু পেছনে। কি অর্থনীতি কি শিক্ষায় এদের পশ্চাদপদতা ত্রিপুরী সমাজেরই অনুরূপ। কিন্তু এরা মঙ্গোলায়েড পরিবারের লোক হয়েও সংবিধানেব বিশেষ সুবিধা পাচ্ছেনা। উপ-জাতি হিসেবে এদের লিষ্টভুক্ত করা হচ্ছেনা বলে। বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, আজকে লক্ষর যারা Tribe হিসেবে সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে তাঁরা এখানের মণিপুরীদের চেয়ে শিক্ষা দীক্ষায় অনেক অগ্রসর। এই অগ্রসর-মান লক্ষরগণ যদি Tribe হিসেবে সুযোগ সুবিধা পায়, তবে মঙ্গোলয়েড, অরিজিন এই রাজ্যের মণিপুরীদের বিশেষ সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিতকরণটা শুধু দুঃখজনকই নয়, একটা অনুন্নত শ্রেণীকে তার অধিকার থেকে দাবিয়ে রাখার সামিল বলেই গণ্য হবে।

আজকের রাজনৈতিক পট পরিবর্ত্তনের দিনে জনতার আস্থাভাজন প্রতিষ্ঠিত সরকারের চারদিকে নজর দান একান্তই কর্তব্য। তা নাহলে সম্ভাবনাময় একটি সমাজের অপমৃত্যু যে ঘটবে এটা অবধারিত সত্য। এই অপমৃত্যু ত্রিপুরার সর্বজাতির মিলন ইতিহাসকে কলংকিত করবে। তাই এই কলংককে ত্রিপুরার বুক থেকে দূরিভূত করা শুধু বাঞ্ছনীয়ই নয় কর্ত্তব্যও বটে।

শিশুদের সংক্রামক রোগ প্রতিরোধের জন্য নিম্নলিখিত
প্রতিষেধক ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

বয়স	প্রতিষেধক
জন্মের পর থেকে এক মাসের মধ্যে :—	বসন্তের টিকা
(এরপর প্রতি ৩ বছর অন্তর)	বি, সি, জি. (যক্ষ্মা প্রতিষেধক)
তিন মাসে	—পলিও
চার মাসে	—পলিও
পাঁচ মাসে	—পলিও এবং ডি, পি, টি,
ছয় মাসে	ডি পি, টি,
সাত মাসে	ডি, পি টি,
দেড় বছরে	—পলিও এবং ডি পি, টি,
পাঁচ বছরে	—পলিও এবং ডি, পি টি,

এর জন্য ত্রিপুরার যে কোন সরকারী হাসপাতাল বা
প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক প্রচারিত।

শ্রীশ্রীঅনু মহাপ্রভু মন্দির নবদ্বীপ ধাম

রাজকুমার শ্রীটোকেন্দ্রজিৎ সিংহ

রাজর্ষি ভাগ্যচন্দ্র মহারাজগী শেষ জীবন দা (পুন্সি থামৈদা) ওইখোক্তবা দুর্ঘটনা অমা থোকপিখী। থৌদক অসিদগী রাজভোগ থাদোকতুনা মহারাজ তীর্থ পরিক্রমা লেঙবা তাখি। ওঙোকপনিদা হে ৺ভগবানগী লীলা! ব্রাহ্মণ মচা কোকপৈ কৌবা অনাচারী (লৌচংথীবা) শামুরাই রাংপমমচা অমগী মহাক থঙ্গী লৈবাক্কী শাসনক্রিয়া (ওয়ায়েন্থৈ) কারকপা তাখিবদগী স্বাচরণ হন্জৎলুবদা মহারাজনা তৌনিঙাই গতি লৈখিদবদগী কিহন্নবা মাবু লাম্মীশঙদা থন্নবা স্বায়াথং তাউথবিখী, দৈবনোং দমদগী শঙপাম্নরিবশিংনা লোইশঙগী তৌদকদবা মথৌনী থন্নখিবদগী থীরে হায়নদনা থঙতৌদনা "কোকপৈ" অঙাং ওলহনখে, হায়না স্না পাউথুম হন্জৎপিখি।

মহারাজ স্নাকোকচাউবী কাখিবদগী ঙাই হাক মূর্চ্ছা ওইহনা লৈবিখি (রাইবিখী), স্না নিংদোন ক্রং ২ চোংনা স্নাবুদ্ধি তৌবিরুবদা স্না পুক্লিং পুমঙম ওন্থংপা কীবমদা তাবিখে। মমৈথংদা ৺ভগবান শ্রীগোবীন্দ জীউগী কৃপা নোংদম কাউবিরকখে, স্নালৈবাক থাদোক্লমলগা তীর্থবাসী ওইজখ্রগে হায়না স্না বুদ্ধি অসিদা পুমলেপ লেপ্পিখে। তাঙ্গা অহুমক্তা ভাগ্যবতী মচাইবেমা স্বনাম ধন্য শীজ লাইওংবী (বীম্বাবতী মঞ্জরী)গী স্না লাইবক্তা ৺মহাপ্রভুগী সেবা ফংজৌ তম্বিরামখ্র মারে—'মপাবুং মহারাজগী স্না খোঙকম্ অনিদা স্না থোগন ইজগে হায়দুনা হন্জৎস্থী। অতুমদি ওইজিক্লবদা প্রাণনাথ শ্রীগোবীন্দ জীউগী নিত্যসেবা করম থাদোক্লমগবা অসিগী চিন্তা সমুদ্রদা তাউদুনা লৈখে। মচাইবেমা নুং অনিগী মরক্তা হা ওনবা থোক চখে। মনাই প্রেয়সীগী থাঙহৈরবা আওয়া মৈচাক অহু উবিখ্র মারে। শ্রীগোবীন্দনা স্বয়ং স্বপ্নাদেশ তৌবীরকখী—"হে প্রেয়সি! নঙ কবিগী অশুক লাংতক্লরিবনো। ঐগী মূর্ত্তি অসিগা চপমান্নবা অতোপ্পা মূর্ত্তি অমা লিংখৎলো মচুদি শ্যাম বর্ণগী মহুত্তা গৌরবর্ণ ওটহন্‌গদৌবনী। বিগ্রহ অসিগা লোয়নননা নবদ্বীপ ধামদা প্রতিষ্ঠা তৌজরো, ঐদি গৌরাঙ্গরূপ ওইনা ধাম অদুদা ভক্তনা লৈরিবনী, বর্ণতদা হোংজবনী, ভগবান অমত্তনী চিংনবা অমুক তৌরুগম, থীজে চৎলো।"

মচাইবেমা রাজকন্যা মিকপ থোকপিরকনা স্নামিং থংপাং পা থোকপিরকখী, স্বপ্ন বৃত্তান্ত অপুম্বা মপাবুং মহারাজদা হন্জকখে; থৌরম পুম্নমক পাঙথোকপা তাখে। তীর্থ যাত্রাগী থৌশীল থৌরাং পুমলোই লোইরক্লবদা শুভদিন অমদা ভক্তচূড়ামণি রাজর্ষি ভাগ্যচন্দ্র মহারাজ মচাইবুংঙো অহল লাবন্ত চন্দ্রদা স্বরাজ শাসন ভার (লৈবাক ভাক্লনা থৌরাম)

শিন্নবিরমলগা, শকাব্দ ১৭২০দা মচাইবেমা শীজগা নবদ্বীপ ধাম তাম্না যাত্রা চৌবিখ্রে। শ্রীগোবীন্দ জীউগী অনুজ্ঞা (অনুমতি) মতুং ইন্না মনাই ভক্ত রাজকন্যা মতুং ইনশিবদগী শ্রীধাম মৌথ্রগা প্রভুগী নামকরণ "অদ্বৈ মহাপ্রভু" থোনশিনদা প্রতিষ্ঠা (সংস্থাপন) তৌজনখিবে। শীজ লাইওংশীনাদি "অদ্বৈ প্রভু" কোজথী। মতৌ অসুম মনিপুর গৌরধর্মগী 'বিজয় পতাকা' (পচেং ফীরাল) অহানবমক্তা শ্রী নবদ্বীপ ধামদা থিনবা তৌখিবী।

ওন্থোকপনি। কাল অমদা, ধাম অমমক্তা বৈষ্ণব ধর্মগী "সমাজ বিপ্লব" লৈবাক ওয়াথোক অকনবা অমা থোকখী। কৃষ্ণনগরগী বৈষ্ণব ভক্ত নিদ্বেষী (হৈংশী চাউবা) শাক্ত রাজ পুরুষ লম্ অসিগী নিংথৌবু কিবিখিনদগী, ধামেশ্বর শ্রীনবদ্বীপ চন্দ্রগী বিগ্রহ অসিফাওনা লৈরোম চনখিনা থুপ্না পুজা চৎনবিশীন মই। অদুমদি ওইবিক্রবদা ধার্মিক শবর ভাগ্যচন্দ্র মহারাজ স্নাপুরীং ঈতিং তিনা শ্রীঅদ্বৈ মহাপ্রভু সংস্থাপন (লৈহল্লবা) গী মওমদা কৃষ্ণনগরাধিপতিগি কন্থা পতিবিধান (প্রতিকার) লৈবা মাদু তাকপিরক্না স্নায়াথং থীবিখী। হৈথোই সিংথাইখ্রবা কৃষ্ণনগরগী নি থৌ কবি আপত্তি লৈতনা হরাও হরাও বিগ্রহ স্থাপনগী দমক্তা লম্বিখা করামুক কুন্ড মফম অমা চহিগী কর (কাজৎ)রূপা তরেৎমথাম্মদা লেপ্পিদুনা মহারাজদা 'দেবোত্তর' ওইনা কৎথোক পিরকখি। মাদু হৌজিক কাওনা "মনিপুর রাজকুন্ড" হায়না প্রসিদ্ধ ওইনা লাক্লিবা অসিনি।

মতাং অসিদগী ৺মহাপ্রভুগী ইচ্ছাদগী কর্ত্তা মহারাজ ১ম্‌ তোতারামদাস বাবাজী অনিমক্কী মথৌরাংনা লৈরোম চনখা শ্রীবিগ্রহ অদুম্ন লৈন্নংদগী লৌথংকনখিদ্লা ঈকোং কোংনা অর্চ্চা পূজা তৌনবা হোৎনখির-কখী। রাজকুন্ড সংস্থাপন তেক লোইবগা ভাগ্যচন্দ্র মহারাজ অমুক পল্লমদরে, ভাগ্যবতী মচাইবেমা শীজ লাইওংবী (বিম্বাবতী মঞ্জরী) গা লোয়ননা শ্রীপাঠ ঠাকুর মহাশয়গী পদাম্বু-সরণ (খোজ্রলীবা) মুর্শিদাবাদ জেলা রৌবিখ্রে। শ্রী পাট গাম্ভীলা (গঙ্গা নারায়ণ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরগী গাদী মফম) দর্শন ফংবিরে। থরা লৈরগা ঈথীন থীন্দনা পূণ্য স্থান (গাদি মফম) অদুমক্তা মহারাজ ৺ভাগ্যচন্দ্র সিংহ মহা-প্রস্থান তোবিখ্রে (লোপ্পাখ্রে)। পুণ্যময় গাদি স্থান অসিদা লৈরবা লাংবা মংমকনা "মনিপুর মহারাজ শ্রী ভাগ্যচন্দ্র সিংহ" কৌবা নাম অসি মকপিরমদনা সমর্পন তৌবিরম্বা নুংশাক অদু স্মারক চিহ্ন (নীংসিংখুদম) ওইনা হৌজিক কাওনা দর্শন ফংনবী।

মচাইবেমা রাজকন্যা মপাবুং মহারাজগী শ্রাদ্ধ ক্রিয়া পাংথোক পিরম্নগা তম্না অমুক নবদ্বীপ ধাম তাম্না হন্দোক পিরকখী। ধাম অদুমক্তা শ্রীশ্রী ৺অদ্বৈ মহাপ্রভুগী সেবা স্না পুন্সী চুম্না তৌবিরম্নগা মপুওয়া ইবুংঙো চৌজিত মহারাজদা 'রাজকুন্ড' অসি শিন্নরমদুনা ইহ-লোক (সংসার) থাদোকপিরমদুনা স্বর্গলোক তাম বিখ্রে। অসিগী তুংদা রাজকুন্ড অসি মথং মথং চৌরজিৎ মহারাজনা স্বয়ং মচাইবুংঙোহন কুমারজিৎতা সেবাইত হাপ্পুনা সেবা অসি শিংখি। অমসুং মতুংদা কুমারজিৎনা মনাও ইবুংঙো ত্রিভুবন জিৎতা শিন্নৈ,

ত্রিভুবন জিৎ সিংহনা অমুক মনাও ইবুঙো রনজিৎ সিংহদা সেবা অসি শিন্নরম্লগা বৃন্দাবন লেংবীখি। রনজিৎ সিংহনা মবুং-ঙোগী সেবা অসি চহি ৫০ রোমগী মথক্তা পুন্থনা সেবা চংলমই। অসি মথংদা রনজিৎ সিংহগী মচাইবুংঙো শিং ১) হোমেন্দ্রজিৎ ২) টোলেন্দ্রজিৎ, ৩) দামোদর জিৎ, ৪) বলরাম শাবা, ৫) থম্বোম্না, অমসুং ৬) থাবনম্না সেবাইত ওইরক্লা সেবা অসি পুরকই।

অসিগি মতুংগী সেবাইত শিংনা ১) ম্নাচাউবা ২) লালাজিৎম্না। ৩) জয়পুরম্না ৪) রামম্না ৫) ম্নাচাওবা ১মু' ৬) গোলাম জাৎম্না। অসিগী মথংদা হৌজিক হৌজিকমক সেবা অসি পুন্থনা লৈরিবা সেবাইত শিংনা :—

২। নেত্রজিৎম্না ২) অঙৌজি ম্না ৩ টোকেন্দ্রজিৎম্না ৪) রণজিৎম্না ৫) লালাম্না মচা ১মুং ৬) মনিম্না অসিনা কুমিৎ ৫/৫নি লালুপ নাইনা নিত্যসেবা অসি পুন্থনা লৈবিরি

শ্রীশ্রী অদ্বৈতপ্রভুগী মন্দির অ স বৃদ্ধি ওইননবা শেমগৎ শাগৎপগী দমক 'শ্রীশ্রীঅদ্বৈত মহাপ্রভু সেবা সমিতি" হায়বা কমিটি অমা তা ৩২/৫/৭১ টংদ লিংথৎখি। সেবা অসিদা সেবাইত শিংদা নত্তনা নবদ্বীপ্তা লৈবা ভদ্র-লোক শিং অসমুং মণিপুরদা লৈবা ভদ্রলোক শিং কয়া য়াওনা শেম্বা কমিটি অমনি। কমিটি অসি লিংথৎলকলিবা চহি ৫/৬ কী মতংদা প্রভুগী কুঞ্জ অসি লুপা লাক্ক অমা মথাইরোমগী থবক পায়খত্তনা—শেমগৎ শাগৎলি। হায়গী শ্রী মন্দির অসিগী মথক্তা নবচুড়া মথোল কয়া হাপকত্তুনা শ্রীমন্দিং অসি য়েংবদা কজ্জলি।

যান্ত্রিকশিংগী থুংকম শ কা কয়ারোম ভক্ত শিংনা কত্তুনা শাগৎপিবদগী লৈকমগী দমকশু খুদোং চাদবা লৈরক্তরে। শোংহাম খুংহাম্বগী খুদোং য়াম্না চাওমদবা পুন্নমকশু স্যানিটারী লেটি্রন অমসুং তোট ইশিং লৈবদগী য়াম্না মুংঙাইরে। অসিগী মথক্তা ভক্ত কয়ানশু অনৌ অনৌবা থবক কয়াশু পায়খৎপিরগনি হায়রম্না তাকপিরম্বা লৈরি। প্রভুগী নাট মন্দির অসিসু সেবা সমিতিনা প্রভু অপূম্বাদা হায়জত্তুনা অমুক ইনৌ লৌনা শয়নবগী দমক থোরাং তৌরি। অমুম তৌত্নুনা মৈতৈ ঐখোয়গী কুঞ্জ অমনি হায়নদা মাই চাগনবা ফজ্জরবগী থবক অসি 'সেবাসমিতি' না য়াম্না কন্না থবক পায়খৎলক্নি। অসিগুম্বা সেবা সমিতি অসিদা কনাগুম্বা মণিপুরগী ভক্তশিংনা মেম্বর ওইবীত্নুনা সেনা য়াওনীবা যাগনি। মেম্বর অমা ওইবগী নিয়মদি ঐরাক সেবা সমি ত ওইজগে হায়ত্নুনা ইচম চম্বা চ অমা নংগা চিঠি অমা পিবিরক-পগা লাইননা মিংচম শেল লুপা ২০০ অমসুং চহি অমগী চাঁদা লুপা ২৪০০ মোট লুপা ২৬০০ অসি থাবিরক্লগা সমিতিগী মেম্বর অমা ওইনীবা য়াগনী। ভক্ত-শিং সেবা সমিতিগী মেম্বর ওইবীত্নুনা শ্রীশ্রী অদ্বৈতমহাপ্রভুগী সেবা ফংবীয়ু হায়না হন্না হন্না নিংশিংজরি।

সেবাইত ১মুং সেক্রেটারী
শ্রী শ্রী অদ্বৈত মহাপ্রভু সেবা সমিতি
নবদ্বীপ ধাম পঃ বাঙ্গলা।

ত্রিপুরার সেকাল

রাজেন্দ্র দেববর্মা, আগরতলা

অতীতের পর্যালোচনা করলে দেখা যায় অতীত দুরকম। গৌরবময় অতীত ও বাধা বিক্ষুব্ধ অতীত। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের আরও পূর্ব্বে থেকে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্যান্ত ত্রিপুরার অতীতকে গৌরবময় অতীত বলা যায়। কেননা তখন ত্রিপুরার জনসংখ্যা ছিল অতি অল্প অথচ ত্রিপুরার বনজ সম্পদ ও অন্যান্য সম্পদ ছিল অগাধর। তদুপরি ত্রিপুরার পরিধি ছিল ৭,৬৩২ স্কোয়ার মাইল। ত্রিপুরা সম্বন্ধে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্ত্তৃক "Statistical paper relating to India" নামে যে গ্রন্থ সংগৃহিত হয় তা ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে জনসমাজে প্রচারিত হয়েছিল, তা নিয়ে দেওয়া হয় :—

NATIVE STATE

NAME—Tipperah

Locality—Eastern India, adjacent Burmah

Area in square miles —7,632

Nature of Connection with British Government— - —Indipendent.

Remarks :—This District is Hilly much covered with jungle and very thinly inhabited

ইহা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়—ত্রিপুরা রাজ্য স্বাধীন রাজ্য হিসেবে অনেক অনেক বৎসর ছিল। সে সবদিক দিয়েই স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। কারণ ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা মে "pioneer" পত্রিকায় ত্রিপুরার অক্ষুন্ন স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করে যে সকল কথা লেখা হয়েছিল, মেকেঞ্জি সাহেব মুক্ত কণ্ঠে ত্রিপুরার স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন।

(North East Frontier of Bengal P 561) এ রাজ্যের আরও একটি অম্লান গৌরব এই যে, নানাবিধ বিপ্লব জালে জড়িত হয়েও ত্রিপুরার রাজশক্তি কাহারও নিকট অবনত মস্তকে সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হয় নাই। এ কথার প্রামাণের জন্য আমরা ইংরেজের উদ্ধৃত বাক্যের উপরই নির্ভর করতে পারি। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত। Treaties engagement and Sannude" নামক গ্রন্থে (VOL I P 77 লিখিত আছে—The Tipperah Goverment has no treaty with Tipperah). একমাত্র বাহু বলেই যে ত্রিপুরার স্বাধীনতা অক্ষুন্ন ছিল তা সহজেই বুঝা যায়।

পরবর্ত্তীকালে এই ত্রিপুরাকেই ১২৮২ ত্রিপুরাব্দ ও ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে শাসন কার্য্য সুবিধার জন্য দু'ভাগে ভাগ করা হয় যথা—

১) উত্তর ত্রিপুরা ২) দক্ষিণ ত্রিপুরা।

উত্তর ত্রিপুরার প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল কৈলাসহর আর দক্ষিণ ত্রিপুরার উদয়পুর।

ইহা ছাড়া শাসন কার্য্য সুবিধার জন্য আগরতলা, বিশালগড়, ঈশানচন্দ্রনগর, বামুটিয়া, ইন্দ্রনগর, কমলপুর, কৈলাসহর, ধর্মনগর, বক্সনগর ও উদয়পুরে ১০টি তহশীল কাছারী স্থাপন করা হয়। থানা ছিল মাত্র পাঁচটি। এগুলি আগরতলা, বিশালগড়, খয়মুখ, মাধবনগর ও শাবংজ মাগরজে। শযোক্ত থানা কান মহকুমায় অবস্থিত তা এখনও জানা নেই। অথচ লক্ষনীয় বিষয়—৭৬৩২ স্কোয়ার মাইল বিস্তৃত ত্রিপুরা রাজ্যকে এই পাঁচটি থানাই সুষ্ঠ ও সুশৃঙ্খল ভাবে পরিচালনা করত। আর সারা ত্রিপুরায় সৈন্য বাহিনীর সীমান্ত চৌকি ছিল মাত্র আটটি, জেলখানা ছিল মাত্র তিনটি। ত্রিপুরাতে জেলখানা প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে। তিনটির মধ্যে একটি আগরতলায় অপর দুটি উদয়পুর ও কৈলাসহরে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় উদয়পুর ও কৈলসহরের জেলখানা নামে মাত্রই ছিল। বছরে কয়েকজন মাত্র অপরাধীদের জেলখানায় আনা হত, আর বছরের প্রায় সময়ই ইহা বন্ধ থাকত। কোন অপরাধীকে ধরে আনা হলে প্রথমে মহারাজার সম্মুখে নিয়ে যাওয়া হত। মহারাজা অবিলম্বে অপরাধীর বিচার করে অপরাধ অনুসারে সামান্য দৈহিক অথবা আর্থিক জরিমানা করে ছেড়ে দিতেন। একমাত্র গুরুতর অপরাধীদের জেলখানায় আটক রাখা হত। সামান্য অপরাধে অপরাধী হলে তাকে জেলে পুরা হত না। ধমক অথবা কয়েকটা বেতের ঘা দিয়ে পুনরাবৃত্তি না করার জন্য সাবধানী বাণী দিয়ে তাকে ছেড়ে দেওয়া হত। অপরাধীদের অনেক সময় জামীন ব্যতীতই ছেড়ে দেওয়া হত। ইহা ছাড়া জেলে অবস্থানকারী কয়েদীদের কোন বিশেষ অনুষ্ঠানে বা পুজা পার্ব্বন উপলক্ষে বিনা শর্তে বাড়ীতে যেতে অনুমতি দেওয়া হত। অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরেও বশ কিছুদিন অবস্থান করে কয়েদীরা আবার জেলখানায় স্বেচ্ছায় ফিরে আসত। ইহা ছাড়া যারা সৈন্য বিভাগে নিযুক্ত ছিল তাদেরকেও পুজা বা বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে সবেতনে বাড়ীতে যেতে দেওয়া হত। কোন কারণে কাজে ফিরতে দেরী হলে তার উপরে তেমন শাস্তির ব্যবস্থা ছিল না বললেই চলে। অথচ রাজ্যশাসন ও সামাজিক আইনে কোমল হলেও সরকারী কাজে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা ছিল না।

"শায়ত্ত শাসন ও বিচার ব্যবস্থা"

ত্রিপুরার মহারাজাদের শায়ত্ত শাসন তথা গ্রামীন শাসনের ব্যবস্থা ছিল অতি প্রশংসনীয়। গ্রামের শান্তি শৃঙ্খলা অক্ষুন্ন রাখার জন্য গ্রামের ও পাড়ার বিশেষ প্রভাবশালী ব্যক্তিকে সর্দ্দার, চৌধুরী ইত্যাদি বিশেষ উপাধি দিয়ে নিজ নিজ গ্রাম ও পাড়ার তত্ত্বধান রক্ষনাবেক্ষন ও ন্যায় অন্যায়ের বিচার করার ক্ষমতা তাদের উপরই ছেড়ে দেওয়া হত। কোন গ্রামে বা পাড়ায় কেহ অপরাধ মূলক কর্মে লিপ্ত হলে পাড়ার সর্দ্দার ও চৌধুরীই বিচার করে মীমাংসা করতেন। এই বিচার ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—আধুনিক বিচার ব্যবস্থা থেকেও ইহা অনেক উন্নত। বর্ত্তমান যুগের পঞ্চায়েত পরিচালনার গ্রামে যে বিচার বিধি ও বিচারের কায়দা

কানুন রয়েছে তা দুইশত বৎসর পূর্ব্বে ত্রিপুরার পার্ব্বত্য এলাকার গণ্ড গ্রামের চৌধুরী ও সর্দ্দারের বিচার ব্যবস্থা অনেক উন্নত ও প্রশংসনীয়। কেননা প্রকৃত তথ্যানুসন্ধান করে আসল অপরাধীকে দোষী সাব্যস্ত করাই ছিল তাদের একমাত্র লক্ষ্য। কথার মার পঁ্যাচ ও যুক্তির বাক্‌জাল তাদের বিচারে ঠাঁই ছিল না। যারা বিচার করত তারা সবাই ভগবানের বিশ্বাসী। তাই দেখা যায় বিচারকেরা বিচার করার পর রীতিমতো ভগবানের নিকট প্রার্থনা করত এই বলে—

"প্রভু আজকে অমুকের বিচারে আমি অধর্ম ভাবে বিচার করে থাকলে তোমার দেওয়া শাস্তি মাথা পেতে নেবো"।

ইহা ছাড়া, বিষয়টি জটিল মূলক হলে অপরাধী প্রমান করতে তারা অন্য উপায় অবলম্বন করত। এই প্রক্রিয়াতে অপরাধী সবার সম্মুখে দোষ স্বীকার না করলেও কয়েক দিনের মধ্যেই তার নিজ পরিবারে অথবা স্বয়ং স খারাপ প্রতিক্রিয়া পেত। এই প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে ১৮১৩খৃঃ POLITICAL AGENT এর Report এ বলা হয়েছে "সহজে মিথ্যাবাদী বা অপরাধীকে ধরতে না পারলে বিচারক বাদী ও বিবাদী উভয়কে দা চাউল ও ফুল এবং নদী বা ছড়া জল হাতে নিয়ে শপথ করাত।

অথবা দা এর উপরে লবন রেখে দেওয়া হত। বাদী ও বিবাদী উভয়কে দার উপর থেকে জিব্বা দিয়ে লবণ চেটে খেতে নির্দ্দেশ দিত বিচারক নিজে। অপরাধী হয়েও লবন খেলে তার বংশ বিনষ্ট হয়ে যায় এই ছিল তাদের বদ্ধমূল ধারনা। এইরূপ বিচার ভগবান ও ধর্ম্মের উপর সম্পূর্ণ রূপে প্রতিষ্ঠিত বলে নিবিড় মনে বাদী বিবাদী বিশ্বাস করত। এই প্রসঙ্গে Political Agent এর Report এ বলা হয়েছে—'এই শপথের পর অপরাধী পক্ষ নিজের দাবী পরিত্যাগ করত। এতবড় সরল প্রকৃতির সম্প্রদায় বা জাতি ভারতে অতি বিরল। ভগবানে এত বিশ্বাসী জাতি সচরাচর দৃষ্ট হয় না।

তদুপরি তাদের বিচারে উভয় পক্ষের পাড়ার সর্দ্দার, গণ্যমান্য ব্যক্তিদের আহ্বান করা হত। উভয়পক্ষের সর্দ্দার বা চৌধুরী প্রধান বিচারক হিসাবে ভূমিকা গ্রহণ করত। বিচারে সর্দ্দারের অনুমতি নিয়ে যে কোন ব্যক্তি বাদী বিবাদীর পক্ষ অবলম্বন করে ওকালতি করতে পারত। বিচার অনেক সময় একদিনে মীমাংসা হয় না। বিচারে সাধারণতঃ উভয়পক্ষের সর্দ্দার অথবা চৌধুরীও উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মতামত ও পরামর্শ নিয়ে "রায়" দেওয়া হয়। বিচারে প্রমাণিত অপরাধীদের আর্থিক অথবা দৈহিক দণ্ড ভোগ করতে হত। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে অপরাধী দৈহিক শাস্তি পাওয়ার সাব্যস্ত হলেও তাকে যে কোন ব্যক্তি বেতের ঘা দিতে পারে না। এই কাজের জন্য পূর্ব্ব থেকেই মনোনীত থাকে। সর্দ্দার ও চৌধুরী দ্বারা সে মনোনীত হয়ে থাকে। কোন অপরাধীকে আবার এক সঙ্গে আর্থিক ও দৈহিক দণ্ড দুইই চাপাতে পারে না। অপরাধ অনুসারে বিচারকেরা আর্থিক ও দৈহিক দণ্ড নিরূপণ করে।

বিচারে প্রাপ্ত অর্থ কিছু অংশ সর্দ্দারের

তহবিলে 'জমা' রাখা হয় ও অবশিষ্ট অংশ দিয়ে উপস্থিত সকলের মধ্যে মদ-মাংস ইত্যাদি কিনে দেওয়া হয়। বিচারে দণ্ডিত অর্থ এক কালীন দিতে অক্ষম হলে সে দু'তিন কিস্তিতে দিতে পারে। ইহার জন্য দণ্ডিত ব্যক্তিকে সবার সম্মুখে অনুমতি প্রার্থনা করতে হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় 'পূর্ব্বে এ রাজ্যে লিখিত আইন বা আধুনিক প্রণালীর আদালত প্রতিষ্ঠিত ছিল না। শাসন কর্তাগণই আপন আপন বিবেক বুদ্ধি দ্বারা বিচারকার্য্য সম্পাদনা করিতেন। শেষ আপীল শ্রবণ করতেন স্বয়ং রাজেশ্বর। এই সময় ত্রিপুরার বিচারাসন সত্য সত্যই ধর্ম্মাধিকরণ ছিল। আইনের প্যাঁচ উকীলের কূটবুদ্ধি এবং কোর্ট ফি ও তালবাণানার বালাই এই অধিকরণে স্থান পাইত না। পাওয়ার সাহেব পলিটিক্যাল এজেন্ট নিযুক্ত হইয়া আসিবার পর তাহার পরামর্শানুসারে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত সংস্থাপিত হয়। আদালত প্রতিষ্ঠিত হইলে আইনেরও প্রয়োজন সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিষয়ক আইন প্রচারিত হইল। ইহাই ত্রিপুরা রাজ্যের প্রথম লিখিত আইন।

প্রাচীন কাল থেকে রাজেশ্বর স্বয়ং দেওয়ানী ও ফৌজদারী সংক্রান্ত শেষ আপীল গ্রহণ ও বিচার করিয়াছিলেন। আপীল শ্রবণের নিমিত্ত মহারাজ ১২৮২ ত্রিপুরাব্দের আষাঢ় মাসে এক স্বতন্ত্র আদালত প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা অনেক পরিমাণে প্রিভিকাউন্সিলের অনুকরণে গঠিত হইয়াছিল। এই আদালতের নাম দেওয়া হয়েছিল "খাস আপীল আদালত" দুইজন বিচারক একযোগে আপীল শ্রবণ করিয়া তাহাদের রায় মহারাজ সদনে উপস্থিত করিতেন এবং মহারাজ মঞ্জুর করিলে সেই রায় কার্য্যে পরিণত হইত।

পঞ্চ মাণিক্য—পৃঃ ৯৮—৯৯

হাসপাতাল

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ১২৮৩ (ত্রিপুরাব্দ) যে (বৈশাখ) মাসে ত্রিপুরাতে প্রথম হাসপাতাল স্থাপিত হয়, ইহা আগরতলায় অবস্থিত। সারা ত্রিপুরায় তখন হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৩০৩৪ জন। ইহাও সব ঋতুতে রোগীর সংখ্যা এত থাকে না। চৈত্র ও বৈশাখ মাসে গ্রামে কলেরা ও মহামারী প্রাদুর্ভাব হলে হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা সামান্য ভিড় হত। পরবর্তী বছর ১২৮৪ খৃষ্টাব্দে কৈলাসহরে "আউট ডোর" হাসপাতাল স্থাপিত হয়। ডাক্তার স্টাক্ নামে একজন সাহেব ঐ হাসপাতালে ছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন— "Tripura aften attacked by Cholera in the month of April and May"

এই মহামারী রোগই পাহাড় অঞ্চলে ভয়ের একমাত্র কারণ ছিল। কোন গ্রামে কলেরা মহামারী ইত্যাদি দেখা দিলে গ্রাম কি গ্রাম ছেড়ে গ্রামবাসীরা নিরাপদ স্থানে চলে যেত। কোন গ্রামে মহামারী দেখা দিলে ঐ গ্রামে মহামারীর অপদেবতা আশ্রয় নিয়েছে বলে তাদের ধারণা। কোন গ্রামে মহামারী দেখা দিলে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোকেরা ওঝাদের দ্বারা তাদের গ্রাম ও পাড়া বন্ধন করে নেয় এবং আক্রান্ত গ্রামে যাতায়াত

এমন কি কথা বলাও বন্ধ করে দেয়। ইহা ছাড়া প্রতি সন্ধ্যায় ও রাত্রে হরিনাম কীর্ত্তন ও শংখ ধ্বনি ইত্যাদি করা হয় যাতে অপদেবতা নিষ্ঠুরভাবে গ্রাস করতে না পারে। আক্রান্ত গ্রামের লোকেরাও এমনি বসে থাকে না। তারাও তিথিক্ষণ দেখে ওঝা এনে অপদেবতাকে তাড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করে। অপদেবতাকে তার আশ্রয় স্থল থেকে তাড়ানো সহজ কথা নয়। ওঝা বিশেষ সতর্কতার সহিত দুপুর রাতে শিঙ্গার ফুঁকিয়ে মন্ত্র শক্তিতে অপদেবতাকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেয়। এরপর গ্রাম অথবা পাড়ায় প্রবেশ মুখে কাঁচা হলুদ, সরিষার বীচি ইত্যাদি দিয়ে বন্ধন করা হয় যাতে ঐ গ্রামে অপদেবতা প্রবেশ করতে না পারে। প্রসংগত উল্লেখ যোগ্য যে, এভাবে অপদেবতা তাড়ানোর সময় ওঝাকে কঠোর নিয়ম পালন করিতে হয়। নিয়মের এক চুল ভঙ্গ হলে নিজেই মহামারীতে প্রাণ হারায়। অপদেবতাকে গ্রাম থেকে তাড়ানোর সময় একটা বিকট শব্দ হয়। তখনই ইহা গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে বলে অনুমান করা হয়। অপদেবতা গ্রাম ছেড়ে গেলে মহামারী রোগও সেরে যায় বলে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

"ডাকঘর ও খবরাখবর ব্যবস্থা"

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ (১২৮৫ ত্রিপুরাব্দ) পয়লা অক্টোবর পর্য্যন্ত ত্রিপুরাতে মাত্র একটি ডাকঘর ছিল। ইহা রাজধানীতেই অবস্থিত ছিল, শহরের আশে পাশে লেখাপড়া জানার মধ্যে সাধারণত পোষ্টকার্ড ও খামের মাধ্যমেই চিঠি আদান প্রদান হত। কিন্তু পাহাড়াঞ্চলে ইহার ব্যবস্থা মোটেই ছিল না. একমাত্র যোগাযোগের অব্যবস্থাই জন্য দায়ী বলে মনে করি। পোষ্টকার্ড বা খামের মাধ্যমে খবরাখবর আদান প্রদান না হলেও তখন ত্রিপুর মহারাজা খবরাখবর দেয়া নেয়ার জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন তা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। খবরগুলি সাধারণতঃ লোক মারফত হত। খবর দেয়া-নেয়ার জন্য প্রত্যেক পাড়ায় ও গ্রামে এক দু'জন করে অবৈতনিক লোক ছিল। বছরের প্রথম দিকে গ্রামের সর্দ্দার ও পাড়ার চৌধুরী তাদের মনোনীত করত। ইহা ছাড়া সার্ব্বজনীন বিভিন্ন উৎসবে বিভিন্ন কাজের জন্য লোক সর্দ্দার ও চৌধুরীই মনোনয়ন করে। কোন জরুরী খবর হলে সংবাদ দাতা তৎক্ষণাৎ পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে সংবাদ বাহক, চৌধুরী অথবা সর্দ্দারের নিকট পৌছে দেয়। সেও তৎক্ষণাৎ তার নিকটবর্ত্তী গ্রামে ঐ সংবাদ পৌছে দেয়। এভাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, পাহাড়ে বন্দরে সংবাদ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। গুরুত্বপূর্ণ অথবা গোপনীয় সংবাদগুলি এভাবে মুখে মুখে বলা হয়না। ইহার জন্য একটি সুন্দর ব্যবস্থা ছিল।

একটা বাঁশের চোঙার ভেতরে শুকনো মরিচ ভরে দেওয়া হয়। মরিচ যুদ্ধ বা দ্বন্দ্ব চিহ্নিত করে। এই রকম যুদ্ধের সংবাদ সাধারণতঃ রাজার কাছ থেকেই যায়। রাজা রাজবাড়ী থেকে 'বিরিন্দার' মাধ্যমে খবরবাহী চোঙা পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে পাঠিয়ে দেন। গ্রামের সংবাদ বাহক ইহা পাওয়া মাত্রই তৎক্ষনাৎ পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে পৌছে দেয়। মৃত্যু সংবাদ হলে চোঙায় অঙ্গার পুরে দেওয়া হয়। মৃত্যু সংবাদও অনুরূপ ভাবে গ্রামে গ্রামে পৌছে

দেওয়া হয়।

এইরূপ সাংকেতিক চিহ্ন ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন রকমের চিহ্ন। মহারাজের বিশেষ করে কটি সাংকেতিক চিহ্ন অপরিবর্তিত থাকত। ইহা ছাড়া অন্যান্য সাংকেতিক চিহ্ন বছরে একবার করে বদলানো হত। এই চিহ্নের তাৎপর্য্য ও অর্থ গোপণভাবে মহারাজা প্রত্যেক চৌধুরী ও সর্দ্দারকে জানিয়ে দিতেন।

ইহা ছাড়া, বিবাহ উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করা হয় "লং" ও "সুপারি" দিয়ে। দূরবর্ত্তী গ্রামের আত্মীয় স্বজনদের "লং" দিয়ে নিমন্ত্রণ করা হয়। নিমন্ত্রণ করার সময় নিমন্ত্রণ ব্যক্তির হাতে লং দিয়ে বিয়ের সংবাদ মুখে বলে দেওয়া হয়। নিকট আত্মীয়দের বিয়ের বেশ কয়েক দিন পূর্বে আসতে বলা হয়। কোন উৎসবের সংবাদ আবার লং দিয়ে করা হয় না ইহা মুখেই বলা হয়। লং গুলি নিকট আত্মীয় বা প্রতিবেশীদের মাধ্যমে বণ্টন করা হয়ে থাকে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে "লং" পাঠানোর জন্য বিশেষ সংবাদ দাতার প্রয়োজন হয় না। হাটে বাজারে কোন নিকট আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা হলে কতকগুলি লং কিনে তাকে দেওয়া হয়। নিকটবর্ত্তী আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে সংবাদ সহ লং দেবার জন্য। নিকটবর্ত্তী গ্রাম ও পাড়ার মধ্যে যে কোন আত্মীয় ব্যক্তি পান সুপারিগুলি আত্মীয়দের নিকট দিয়ে আসে। কাহারও মৃত্যু হলে নিকট আত্মীয়দের খবর দেওয়ার জন্য চারদিকে লোক পাঠানো হয়। মৃতের আত্মীয় স্বজন না আসা পর্য্যন্ত মরদেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয় না। প্রসংগত উল্লেখ করা যায়, উপজাতি সমাজে বিশেষ করে ত্রিপুরী, রিয়াং, জমাতিয়া, কলই, নোয়াতিয়া ইত্যাদি সম্প্রদায়ের মধ্যে আপদ বিপদের দিকে লক্ষ্য রেখেই বিবাহ সম্পর্ক সুদূরবর্ত্তী গ্রামের লোকের সঙ্গে স্থাপন করা হয় না।

"স্কুল ও শিক্ষা ব্যবস্থা"

মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের আমল থেকে এ রাজ্য প্রজাদের প্রতি শিক্ষা দীক্ষার সামান্য নজর দেওয়া হয়। পরে ইহা মহারাজা বীর বিক্রম বাহাদুরের সময় কিছুটা প্রসার লাভ করে কিন্তু এই শিক্ষা ব্যবস্থা শুধুমাত্র রাজধানীতেই সীমাবদ্ধ ছিল। গ্রামাঞ্চলে বা পাহাড়াঞ্চলে শিক্ষা ব্যবস্থার কোন ব্যবস্থাদি ছিল না বললেও চলে। তখন সারা ত্রিপুরায় মাত্র দুটি স্কুল ছিল। একটি আগরতলায় অপরটি কৈলাসহরে। কৈলাসহরে মাত্র একত্রিশ জন ছাত্র ছিল আর আগরতলার স্কুলে বাহাত্তর জন ছাত্র ও চারজন শিক্ষক ছিল। শিক্ষার্থীদের মধ্যে আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রী ছিলনা বললেই চলে।

এখানে উল্লেখ যোগ্য ১৯৭৯ সাল থেকে কিছু সংখ্যক বাঙালী শিক্ষক পাহাড়াঞ্চলে যেতে শুরু করেন। তাদের মধ্যে আবার প্রায়ই স্বল্প শিক্ষিত। পাহাড়াঞ্চলের আদিবাসীদের প্রতি তাদের ধারণা ও খুব উচু ছিল না। পাহাড়াঞ্চলের আদিবাসীরা হিংস্র এইরূপ ধারণা তারা পোষণ করত। যে সকল স্বল্প শিক্ষিত বাঙালী শিক্ষক পার্ব্বত্য অঞ্চলে শিক্ষকতা করতে যেতেন — আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের চেষ্টা বা অভিপ্রায় তাদের মধ্যে ছিল না বললেও অসঙ্গত হয় না।

সাধারণতঃ তিনটি কারনে স্বল্প শিক্ষিত বাঙালী শিক্ষকেরা গ্রামাঞ্চলে যেতেন।

১) জীবিকা নির্বাহের জন্য।

২) আদিবাসীদের মধ্যে দীক্ষাদান ও ধর্ম প্রচারের জন্য।

৩) ও ব্যবসা মনোভাব নিয়ে।

কোন বাঙালী শিক্ষক পার্ব্বত্য অঞ্চলে গেলে তাকে যথেষ্ট সম্মান দেওয়া হত। বিছানাপত্র শিক্ষক মহাশয়কে সঙ্গে নিতে হত না। সরলমতি আদিবাসীরা থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত করে দিত। আদিবাসীদের রান্না না খেলে রোজ সিধে দিয়ে দিত। সঙ্গে থাকত প্রচুর পরিমাণে তরিতরকারী দুধ, মাছ ও ফল ইত্যাদি। ছাত্রের অভিভাবকেরা কে কবে শিক্ষক মহাশয়কে খাওয়াবে বা সিধে দেবে তা তারাই পরামর্শ করে স্থির করে নেয়। ছাত্ররা শিক্ষক মহাশয়ের স্নানের জল তুলে দিত। ঘর ঝাট দিত। এমন কি কাপড় ও কেচে দিত। ইহা ছাড়া বেতন তো ছিলই আদিবাসীদের মাসে মাসে শিক্ষককে বেতন দেবার সামর্থ্য ছিল না। টাকার পরিবর্ত্তে সাধারণতঃ ধানই দেওয়া হত। সেই ধান বছরে দু'বার করে দেওয়া হত। আউস ও আমন মরশুমে। ইহা ছাড়া শিক্ষকেরা পার্ব্বত্যাঞ্চলে বিনা পয়সায় অনেক সুযোগ সুবিধা ভোগ করতেন অথচ প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, বেতন আদায়ের বেলায় ষোল আনাই হিসেব করে আদায় করতেন। এভাবে দেখা গেছে অনেক কপর্দকশূন্য স্বল্প শিক্ষিত বাঙালী শিক্ষক কয়েক বছরের মধ্যে আঙুল ফোলে কলাগাছ হয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ তখনকার বাঙালী শিক্ষকদের মধ্যে প্রায়ই ছিলেন কায়স্থ ব্রাহ্মণ অথবা আচার্য শ্রেণীর। তারা একদিকে যেমন শিক্ষকতা করতেন অপর-দিকে আদিবাসীদের দীক্ষা দিয়ে শিষ্য করে নিতেন। দীক্ষার পরে তাদের মধ্যে সম্পর্ক হত গুরু শিষ্য। গুরুর আসন রচনা হল উপরে সাজানো গোছানো জায়গায় আর শিষ্যের আসন নীচে। আবার শিষ্যত্ব গ্রহ-ণের সময় গুরুকে বহু রকমের দান দক্ষিণা দিতে হত। দক্ষিনায় খুশী নাহলে তিনি দীক্ষা দিতেন না। দীক্ষার জন্য ধরা বাঁধা অর্থ দিতে হত। এভাবে বিশেষ এক শ্রেণীর "গুরু" সেজে সমগ্র পাহাড়াঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। অনেক ক্ষেত্রে নিরীহ আদিবাসীদের দীক্ষা নেওয়ার জন্য বাধ্য করা হয়েছিল। গুরু মহাশয় একটা গ্রামে আস্তানা গেড়ে বসতেন এবং সেখান থেকে বছরে দু'তিনবার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম-গুলিতে প্রদক্ষিণ করতেন। শিষ্যদের দেখা-শুনা করার ভান করে। শিষ্যের বাড়ীতে পৌছা মাত্রই সাষ্টাঙ্গভাবে শিষ্যরা গুরুকে প্রণাম করত। ধূপধূনা হুলুধ্বনী ইত্যাদি দিয়ে গুরুকে ঘরের ভেতরে নিয়ে যেত। এবং গুরুর চরণযুগল ধুয়ে সেই জল শিষ্যরা "অমৃত জল" বলে পান করত। প্রণাম করার সময় প্রত্যেক শিষ্যদের কমপক্ষে একটাকা করে গুরুর চরণে দিতে হত। আর কোন শিষ্যের ঘরে প্রবেশ করলে যখন তখন কমপক্ষে দশ টাকা উর্দ্ধে পঞ্চাশ ও একশ টাকা গুরুর চরণে দিতে হত। ইহা ছাড়া জুমের নতুন ফল, নতুন চাউল, গাছের প্রথম তরিতরকারী গুরুকে প্রথম খেতে

দেওয়া হত। এভাবে দেখা যায় যে, গুরু নিজ বাড়ীতে ফেরার সময় শিষ্যরা দলে দলে কেহ বিন্নী চাউল, কেহ খাসা চাউল, তরিকারী, কাপড় আসবাবপত্র ও টাকা বহন করে পাহাড় পর্ব্বত নদী নালা ভেঙ্গে গুরুকে গন্তব্যস্থানে অথবা যান বাহন যোগ্য স্থানে পৌঁছে দিতে হত। এভাবে পৌঁছে দেবার সময় দল বল দেখলে তাদের বরযাত্রী বলে ভ্রম হত।

তৃতীয়তঃ, অনেক বাঙালী শিক্ষক ব্যবসা মনোভাব নিয়ে পাহাড়াঞ্চলে শিক্ষকতা করতে গিয়েছিলেন। কয়েক বছর "টিউশনি" করে হাতে পুঁজি (Capital) হওয়া মাত্রই শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে ধান পাট, তুলা তিল ইত্যাদির ব্যবসা সুরু করে দিতেন। অথবা শিক্ষক থাকা অবস্থায়ই দাদন ঋন দিতে আরম্ভ করে দিতেন। প্রসংগত উল্লেখ করা যায় তখন থেকেই পাহাড়াঞ্চলে দাদন প্রথার চালু হয়। এভাবে প্রচুর টাকা হস্তগত করে অবশেষে শিক্ষকতার মুখোশ খুলে দিয়ে ঐ এলাকায় মহাজন সেজে বসতেন। ও পরে নিজের আত্মীয় স্বজনদের সেখানে এনে পরিশেষে বটগাছের মতো শিকড় শাখা প্রশাখা গেড়ে বসতেন। এভাবে পাহাড়ে কন্দরে ছড়িয়ে পড়ল মহাজনী দল। আর মহাজনদের নানা ছলনায় পড়ে নীরিহ আদিবাসীরা দিনকে দিন হাতছাড়া হতে থাকল খেত-খামার জায়গা অবশেষে বাস্তুভিটাও।

"হাটবাজার"

১২৬০ ত্রিপুরাব্দে দেখা যায় সারা ত্রিপুরাতে বাজার ছিল মাত্র একুশটি। এর মধ্যে পাঁচটি ছিল পাহাড়াঞ্চলে। জিনিষপত্র বেচা-কেনার সমস্যা ছিল পাহাড়াঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যে দুরূহ কাজ। বাজারগুলি ছিল অনেক দূরে। বাজারগুলি সপ্তাহে একবার বসত। পাহাড়াঞ্চলে লোকেরা নিজেদের সুবিধার্থে মাসে একবার বা দু'বার দলবদ্ধ হয়ে হাটে যেত। জিনিষপত্র একসঙ্গে বেশী করে কিনে আনত। যারা অবস্থাপন্ন তারা আবার খুব কম বাজারে যেত। ক্রয় ক্ষমতা তাদের বেশী বলে একসঙ্গে অনেক জিনিষ কিনে পাঁচ মাসের জন্য মজুত করে রাখত। সহজ পচা জিনিষগুলি ব্যতীত সব জিনিষ এক বছরের জন্য মজুত রাখা হত। তাছাড়া অনেক জিনিষই তাদের বাজার থেকে কিনতে হতনা কেননা লবন, কেরোসিন, রাব, চূণ, সিদল, শুকনো মাছ ও আসবাবপত্র ব্যতীত বলতে গেলে তাদের আর কোন জিনিষই তারা উৎপন্ন করত। যেসব জিনিষ তারা বাজারে বিক্রী করত এগুলির মধ্যে ধান, পাট, তুলা, তিল, তামাক পাতা মরিচ ও সরিষা ইত্যাদি। তরি-তরকারী দুধ ইত্যাদি তাদের মধ্যে বেচা-কেনা হতনা। সেগুলি আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করে খাওয়া হত। তরিতর-কারী ও বিভিন্ন খাদ্য ক্রয় বিক্রয়কে তারা লজ্জাস্কর মনে করত। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যান্ত ভোগ্যপন্য ও আনুষাঙ্গিক সামগ্রীর দাম খুব কম ছিল।

গোলা ভরা ধান, ঢোল ভরা চাউল ছিল তাদের প্রত্যেকের। ধান কেনার জন্য মহাজনকে অনেক দূরে গিয়ে অনুরোধ করতে হত। খুশী হলে মহাজন আসত। আসলেও পিড়িতে ধান ভেঙ্গে দেখত চাউল ভালো

কিনা। চাউল ভালো হলে মনপ্রতি আট আনা, খারাপ হলে মনপ্রতি চার আনা। মহাজনেরা যে দাম বলত সেই দামেই বিক্রী করতে হত। পুরান ধান বিক্রী না করলে নূতন ধান রাখার জায়গা থাকতে না, গোলা খালি করতে হবে। ধান বিক্রি করার পর আবার মহাজনের বাড়ীতে পৌঁছে দিতে হত। মহাজনেরা ধানের গোলায় ঢুকে মালিকের অনুপস্থিতে মন মন ধান মেপে নিয়ে যেত। পণ্য সামগ্রীর দাম ছিল যেমন—সিদল একসের এক পয়সা। কাপড় (মার্কিন) দুই আনা গজ। মরিচ একসের এক তামা পয়সা। নারিকেল তৈল একসের দুই আনা, বড় মাছ (সাইজ অনুযায়ী) এক পয়সা। তিল মনপ্রতি ছয় আনা থেকে এক টাকা।

"ত্রিপুরী ও অন্যান্য আদিবাসীদের স্বভাব চরিত্র"

আদিবাসীদের চরিত্র লক্ষ্য করলে সহজে ধরা যায়—তারা কত সরল, সৎ অতিথি পরায়ণ ও সত্যবাদী। তাদের স্বভাব চরিত্র দেখে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে Topographical Survey Party Deputy Superintendent capt. Badglay তার রিপোর্টে লিখেছেন "সাবলীল চরিত্র ও সরল, কর্মঠ ও বলিষ্ঠ কিন্তু হিংস্র নয় তাহারা অন্যের বাণায় অশ্রুপাত করিত। কোন বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে তা লংঘন কোনক্রমেই করিত না, সচরাচর এ রকম জাতি দৃষ্ট হয় না। কর্মঠ ও বলিষ্ঠ দেখিলে বীর্যবান মনে হয়" ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে Political Agent রিপোর্টে লিখেছে,—

ত্রিপুরী জাতিরা খুবই সরল ও সৎ। কোন জিনিষের মালিকানা লইয়া দুই দাবীদার দাঁড়াইলে স্বেচ্ছায় মীমাংসা করিত নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠার সাহায্যে।

এই মীমাংসা সাক্ষ্যস্বরূপ কাগজে পত্রে কোন নথির রাখিতে হইতনা—বাদী ও বেবাদীর মধ্যে পাহাড়ী প্রথায়—দা, চাউল ফুল ও নদী বা ছেড়ার জল হাতে লইয়া শপথ গ্রহণ করিত। শপথে পারস্পরিক প্রীতি সম্পর্ক স্থাপনের কথা সবশেষে উল্লেখ থাকিত।

এই শপথ কার্য সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মুখে হত। প্রথম পক্ষ শপথ গ্রহণের পর অপরপক্ষ শপথ গ্রহণ না করলে অথবা ইতঃস্তত করলে তাকেই দোষী সাব্যস্ত করা হত। তখন তাকে মামলার জিনিষের সমস্ত দাবী ছেড়ে দিতে হত। ভগবানের প্রতি এতো বিশ্বাসী ও সরল প্রকৃতি ভারতে অতি বিরল।

T H Lewin নামে আর একজন বিশিষ্ট ইংরেজ লেখক লিখেছেন "Tripura women exhibit a very different Character from those of Bengal, generally and in daring moral prowess remaind one of the families in Rajputra or the Maratha Country through we have no account of any equealing Ahlyabai in Venovolence

ত্রিপুরার মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করতে পারত কিন্তু তিনি বলেন—"Tripura Girl is never known to go astry out of her own clan and

illegitimate birth also is hardly known among them."

সেকালে ত্রিপুরীগণ নৃত্যগীতে নিপুণ ছিল। নভেম্বর মাসে নবান্ন উপলক্ষে যে নাচগান হত তা অবিরাম দু'তিনদিন চলত। এ ছাড়া চৈত্রের শেষে মহাবিষুব সংক্রান্তি দিন থেকে সাত দিন সাত রাত্রি ব্যাপিয়া আনন্দ আহ্লাদ চলত। তিনি আবার বলেন—"The Tripuri commemorate by a fastival the closed of the past year and welcome and merry making is indulged in for a period of Seven days"

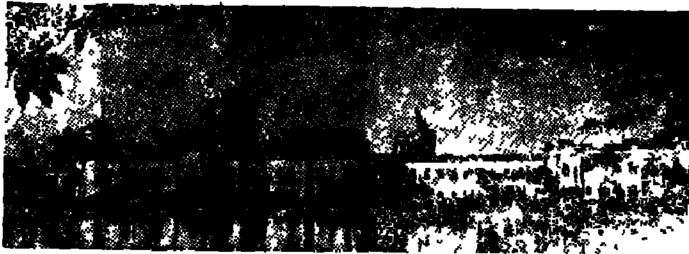
বলা বাহুল্য এই সব গানের আসরে বহু কলসী পাচুরা মদ উড়ত, স্ত্রী পুরুষ মিলে মদ খেয়ে নাচ গানের আসরে সব সময় অপ্রীতিকর ঘটনার ঘটা স্বাভাবিক—কিন্তু সেকালে ত্রিপুরীদের তা ঘটতনা। অন্য আর একটি জায়গায় তিনি বলেন—"Drankness among them, however, does not take an amorous or pugnacious direction it Generally expends itself in Vehenent dancing untill such time as the head becames greedy and the dances hi dour of what he has drunk

ইহা ছাড়া আদিবাসী রমণীরা বিশেষ করে ত্রিপুরী রমনীরা খুব সরল স্বভাব ও ফুল প্রিয়। তাদের শরীরে স্বর্ণ ও রূপার অলংকার খুব বেশী দেখা যেত না। গলায় পুতির মালা অথবা জুমে উৎপন্ন এক ধরণের বীচি ও রামকলার বীচি সুতায় গেঁথে মালা হিসেবে ব্যবহার করত। দূর থেকে দেখলে ইহাতে সামান্য বীচি বলে মনে হয় না। কুমারী মেয়ে ও সধবা রমণীরা খোঁপায় এতো ফুল গুজে যে ফুলে ফুলে খোঁপা দেখাই যায় না। ইহা ছাড়া কানেও মেয়েরা ফুল পড়তে ভালবাসে। যে কোন উৎসবে, পূজা পার্ব্বনে এমন কি জুমে বা ক্ষেতে যেতে পুরুষ ও রমণীরা কানে অথবা খোঁপায় ফুল পড়ে যায়। ফুল যে তাদের কত প্রিয়বস্তু জুম ক্ষেত্রে গেলে সহজে অনুমান করা যায়। জুমে বিভিন্ন তরিতরকারির বীজ বপনের সময় ফুলের বীজও তারা বপন করে। টংঘরের পাশে অথবা জুমের ভেতরের রাস্তাগুলির পাশেই ফুল গাছগুলি থাকে। আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে বিভিন্ন রকমের ফুলগুলি ফুটলে অপরূপ সাজে সজ্জিত বাগান বলে মনে হয়। আদিবাসীদের মধ্যে শুধু বড়রাই ফুল ভালবাসে বললে ভুল করা হবে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে ফুলের কদর আর ও বেশী। মা ভাইবোনেরা জুমে যাবার সময় ফুল ছোট ছোট শিশুরা জুম ফুল

আনার জন্য কাকুতি মিনতি করে। কি কি ফুল তারা তার নামগুলি তারা বড়দের বলে দেয়। দিনের শেষে ক্ষুধার্ত শিশু মায়ের হাতে জুমের ফুল (যেমন 'ছত্রবংগ', খুম্‌চাক্, 'খুমচাকা' খুনজুপ্রা') দেখে মায়ের দুধ খেতেও ভুলে যায়। ফুল হাতে নিয়ে নির্ম্মল হাসি হেসে আনন্দে মাকে স্বাগত জানায়। বাস্তবিকই কতোইনা মধুর ছিল তাদের অতীতের জীবন। মনে মানে প্রতি-

শক্তি ও বীরত্বে ঐশ্বর্যশালী সেই আদিবাসী আজ স্নিগ্ধ প্রকৃতির শান্তির কোল থেকে বঞ্চিত। এক শ্রেণীর লোকের কুটিল চক্রে তারা আজ নিঃস্ব নিস্তব্ধ, নিশ্চল, নিজস্ব সংস্কৃতি ধ্বংসোন্মুখ। সবদিক দিয়েই কোনঠাসা করে নিরীহ ও সরল আদিবাসীদের অর্থ নৈতিক জীবনকে পঙ্গু ও দুর্বল করে দিয়েছে।

বিশেষ এক শ্রেণীর গ্রাম্য মহাজনেরা। তা না হলে যে সব লোক পূর্ব পাকিস্তান থেকে (এখন বাংলাদেশ) উদ্বাস্তু হয়ে নিঃস্ব হয়ে ছেঁড়া কাঁথা সম্বল করে ত্রিপুরায় এক বিঘা জমিতে আশ্রয় পেয়েছিল তারা আজ দ্রোন দ্রোন জমির মালিক, গোলা ভরা ধানের মালিক, গোয়াল ভরা গরুর মালিক। আর যেসব নিরীহ ও সরলমনা আদিবাসী তাদের ব্যাথায় ব্যথিত হয়ে আশ্রয় দিয়েছিল তারা ঐ শ্রেণী লোকের ঘরে দিন মজুরী খাটছে, তাদের হুকুম তামিল করছে। এভাবে আজ আদিবাসীরা সর্বসাকল্যে কোনঠাসা। এমন করে হয়তো একদিন স্মৃতির অতল গহ্বরে চিরদিনের জন্য বিলীন হয়ে যাবে এই সংখ্যালঘু আদিবাসী সম্প্রদায়।



রাজধানী আগরতলাগী মৈহৌরোল ১মুং মৈতে

রাজকুমার কমলজিৎ সিংহ



"কিলবিহ্ন বীরতাং সারমেকং" হায়বা ওয়াহৈ সংস্কৃতনা য়েকপা রাজচিহ্ননা প্রতীক ওয়রাবা ত্রিপুরা রাজা, তখেন লৈবাকনি। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরনা "বীরতাং সারমেকং"বু—বীর্য্যকেই সার বলিয়া জানিবে হায়বা তখেন লৈবাককী লোংপাক চিংশাংগী নেংচুপ তম্‌দা কুমথা থকপাগা লোয়নানা ভুরেন ১মুং চড়া মচা মচাশিং থেকনা কোয়না চেনথারকপা, উ. ওয়া হৈরাং লৈরাংনা নিংথিজরবা ত্রিপুরা তখেনগী রাজধানী আগরতলা হাওড়া ভুরেনগী মপানদা ১৮৪৪খৃ: (১২৫৪ ত্রিপুরাব্দ) মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য না লিংখৎপিরমমী হায়। রাজমালাদা ''রাজধানী আগরতলা' গী ওয়াশ্র থেংনৈ।

"এগারশ সত্তর সন হয়েত তখন
আগরতলা রাজধানী করিল স্থাপন"

রাজমালাদা হায়রিবা এগারশ সত্তর (১৭৬০ খৃ:) ত্রিপুরা সনগী রাজধানী আগরতলাদি হৌজিককী "পুরাতন আগরতল" সিনু হায়নরি, থংনরি। হায়রিবা রাজধানীসি তখেনগী ১৭৪ শুবা নিংথৌ কৃষ্ণমাণিক্যনা শেমগৎ লম্বানি। মহারাজা রাজধানী শেমগৎপাগা লোয়নাগা "চতুর্দ্দশ" দেবতা, লক্ষ্মী-নারায়ণ চক্র' না চিংবাসী হায়রাগী রাজধানী "উদয়পুরদগী" পুংকথী। মতমতদা সমসের গাজীনা লান্দারকপাদা যুবরাজ কৃষ্ণমনি লানগী পৌশিন শিনবাগী রাজধানী উদয়পুর থাদোকতুনা মাইল ২০ রোমগী আওয়াং কাগুড়া ভুরেন মপান "আগর" উগী নিংখিংতরবা উমংদা লোংমা নিনিগী ওয়না লৈবা নংখি। মতমতদাগী লৈনা মকমসিদু রাজধানী শেমনাবাগী ওয়াখল তৌখিবাগী মরম্মা যুবরাজনা নিংথৌকম ফংহ্রিবা কাওবা, মকম'স অতৈ থাদোকখিল্লে।

লান থেংনবাগী মতুং লৌনাবাগী দমক কুইনা, আসাম, কাছার, হিরম্ব. মনিপুরদা চৎলুবা মতুং লান ওম্বচনা ১১৭০ ত্রিং (১৭৬০ খৃ:) লাংবন (আশ্বিন) গী বিজয়া দশমী ঙমিং কৈলাগড (কসবা) দা রাজ অভিষেক তৌদুনা

"মারাজ কৃষ্ণমাণিক্য মিংথোনদা চহি ২৩ পানখি। কৈলাগড় (কসবা) চহি খরগী রাজধানী ওইরমমী। রাজ্যাভিষেক লোয়রবাগা হায়রিবা আগরতলাসিবু "রাজধানী" ওইনা লাও থোকপগা লোয়নানা উদয়পুংদগী পাত্র, মিত্র, ডায় পেন, অফিস, কাছারী পুম্নমক পুরকখী। মহারাজকী মহারাণী জাহ্নবী ইতিহাসতা পনদগা যাত্রবা অমনি। কৈলাস সিংহগী রাজমালাদা মহারাণী জাহ্নবীগী মমিং সিজা তমফা হায়নসু, নিংশিংগথী।

হায়রিবা মিংথোনসি মৈতৈগী মিংথোন নত্তনা অতৈ জাতগী মিংথোন নত্তে হায়রবগা "জাহ্নবী" ওইরকে "সিজা তমফা" কনানো, কনাগী চন্নুনো? কদায়দগীনো হায়বসি তসি কাওখা অমমবদা লৈরি। মতমসিদা মহারাণী জাহ্নবীনা কুমিল্লাদা রাণীর দীঘি, কসবা আখাউড়া মনাক রাধানগরদা "রাধা মাধব" স্থাপন তৌদুনা নিংখিজরবা মন্দির প্রতিষ্ঠা তৌরমমি। রাধামাধবকী মমিং পৌদুনা রাধানগর খুন/লেকায় মিংথোন ওইখিগু হায়। মহারাণী জাহ্নবী থারা লৈতে। মতমসিদা (১৭৬০ খৃঃ) মনিপুরগী নিংথৌমচা অক্তশাই কৈলাগড় (কসবা) দা লৈরম্মীগু হায়।

মহারাজ কৃষ্ণ মাণিক্য ১৭৮৩ খৃঃ লোংগাখিবদা ১৭৮৫ খৃঃ ফাওবা মহারাণীনা চহি অনি রাজকার্য্য পরিচালনা তৌখি। কুমার রাজধরবু ইংরেজকী রেসিডেণ্ট লিক সাহেবনা তাক্লদুনা ১৭৮৫ খৃঃ দা রাজ্যাভিষেক তৌরবা মতুং মপুরোয়বা লোংগাখিবা মহারাজকী চাকনা লৈরিবা চিতাদা নোক্লানোক্লা চোংশিনদুনা মতুং ইনখি, সতীধর্ম তাকখি।


মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র

মনিপুরগী রাজর্ষি ভাগ্যচন্দ্র মহারাজনা তীর্থলেংবা মতমদা (১৭৯৮ খৃঃ) ত্রিপুরা কোম্নুং রাজধানী আগরতলাদা লেংশিন লকদুনা মচা ইবেমা হরিশেশ্বরীবু তখেন নিংথৌ রাজধরদা থাজরগা মতমদুদাগী কোম্নুং মনাকতা সরুংবম্ হনজবম, খুমনথেম, লাইপুবমনা চিংবাসি মচা ইবেমাগী থৌগনদা লৈহৌবা "মেখলী"গী খুন মতুং ইন্দুনা "মেখলীপাড়া" হায়দুনা হৌজিকসু সাক্ষী ওইনা লৈরি।

মনিপুর নিংথৌ মচিন মনাওশিং নিংথৌফম লৌনা লান্দা-নবদা তমদনাশিং মণিপুর থাদোকদুনা কাছাড়, সিলেট রোমদা হায় দোকরকপা ১মুং আওয়া লান্দারকপাদা মনিপুর আওয়ানা খুংচনবা, আসামসু আওয়া (বার্মা) না খুং চনবানা (১৮১৯—১৮২৬ খৃঃ) মৈতৈশিং ইমা লৈপাক মনিপুর থাদোকদুনা কাছাড়, সিলেট, তখেন (ত্রিপুরা) খুন্দারবাদুবু চহি "৭ খুন্তাকপা" হায়নরি।

মতমসিদা মহারাজ রামগংগাগী মচানুপা বুতো বড়ঠাকুর কৃষ্ণকিশোরদা আসামগী রাজকন্যা রত্নমালাবু 'তেথাঙলেমা) আগরতলাদা

খাজরখমী। (২১শে ডিসেম্বর ১৮২২খৃঃ) য়াম্না চাওনা হোৎখি হায়। মৈতৈ মঙুংদা রত্নমালাবু তেখাও লৈমা হায়না খংনৈ ১মুং লৈমাগী লোয়নারকপশিং পুরাতন আগরতলা রাজধানী গী নোংপোকতা খুন্দাইনখিবত্বু হৌজিকসু, আসাম পাড়া, তেখাও লৌবুক হায়না লৈরি। তেখাও লৈমাগী স্মৃতি ওয়না হৌজিকসু পুরাতন আগরতলাগী তুরেন মপানদা কুরা লৈরি। মতমগী ইরৈদা লৈরিবা স্মৃতি কুরাসি তুরেনদা চংখিবা কনানসু খংহৌরোয়। অহদি ওয়বাগা তেখাও লৈমানা লিংখৎলম্বা "কালা বনোদিনী" যুগলদি হৌজিককী রাজধানী আগরতলাগী রাধানগর রাধামাধবকী মন্দিরদা লেংশিন্দুনা লৈরি। যুগলদি ওয়ম্রে। ইবেমা "বাধা" দারু ওয়বানা লৌখৎপা য়াম্রে। বড়ঠাকুর কৃষ্ণ-কিশোর মখং মখং ওয়না প্রদক্ষিণা (জমাতিয়া) মৈতৈ বামন লৈমা, মনিপুর মারজিৎ মহারাজকি নিংথেম চনু—চন্দ্রকলা, অখিলেশ্বরী, ১মুং বিধুকলাবু রানী, মহারানী হাপখি।

ত্রিপুরা মহারাজ রামগংগা বৃন্দাবনদা নোংগাখিবাদা (১৮২৬ খৃঃ—১৪ নভেম্বর) মনাও নিপা যুবরাজ কাশীচন্দ্র রাজদণ্ড পায়খি ১মুং ১২৩৭ ত্রিং কাল্গুন (১৮২৭ খৃঃ মার্চ্চ) সিংহাসনদা ফমখি।

মহারাজ কাশীচন্দ্রগী মৈতৈ নিংথেম চনু কুটিলাক্ষীবু পাটেশ্বরী ওয়না লৌখৎখি। মচা ইবুঙো কৃষ্ণচন্দ্র য়াম্না অঙাং ওয়না নোং-গাখী। চহি অনি নিংথৌ ওয়রাগা ১২৩৯ ত্রিং পোয়ষ ২৬ (১৮২৯ খৃঃ) মহারাজ কাশীচন্দ্র নোংগাখি।

যুবরাজ কৃষ্ণকিশোর ১২৩৯ ত্রিং পোয়ষ ২৯ রাজ্যভার লৌবা মতুং ১২৪০ ত্রিং সাজিবু-দা (১৮৩০ খৃঃ মে ১০) সিংহাসনদা ফমদুনা মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য মিংথোনদা রাজ্য ভাকখেনবা হৌরে। মহারাজ কৃষ্ণ-কিশোরগী রাজ্য অভিষেক পুরাতন আগর-তলাদা ওয়খি। মতমদুদা ইংরেজকী লর্ড বেন্টিকনা পিবা "মহারাজ" সনদ পুদুনা টমসন সাহেব অভিষেকতা য়াওরখি। অভিষেক মত-মদা মহারাজনা ইংরেজ সরকারদা সনা ১মুং রুপাগী মুদ্রা ৩৬ রুপা ৮ আনা নজর পিখি।

মনিপুরগী নিংথৌরোল অমা অনিগা ওয়াখল ওয়নাবা, লান জারা ১মুং অতৈ অতৈ মরমনা মৈতৈশিং তথেনগী মফম কয়াদা চোয়না চোংনা লৈরবসু ভাগ্যচন্দ্র মহারাজগী নিংথেম চনুবু মহারাজ রাজধরদা পাজ্রখানা তথেংদা লৈতৈ খুন্দাবা হৌরে হায়বা য়াম্রি। মখং মখং ওয়না মৈতৈশিং কুমদা মনাক সোনামুড়া, বিশালগড় কসবা, বিষগাঁও, বড়-জলা, যমুটিয়া, ঔরো, বাঞ্ছারাম চিং-বাদা মৈতৈ খুন্দারে। নিংথৌ কুমদা মৈতৈ লৈমাশিং ১৫০ অতৈ অতৈ মৈতৈনা অয়াম্বা ওয়রে। কৃষ্ণকিশোরদ শিকার য়াম্না পাম্বা ওয়বানা মতম লৈবা খিবিকতা চিংলক, মাংল-কতা কায়না শিকার চৎপনি। কবিগুনা মতমদা শজী সনার, শবিখুদা মতমদা উচেক শিকার তৌই।

মতমদুদা হৌজিককী রাজধানী আগর-তলা জলাভূমি, জলাশয়, কুম, পুলৈগী জঙলনি মওংমতোংগী ভাম্নু, উচেক শজী, শজায় য়াম্না লৈরনা শিকারগী য়াম্না করবা মফম ওয়রে। মফমসিবু 'ছায়ড্রা" কায়না কাইম্নু

হায়। শিকার লাকপাদা হৌজিককী প্যালেস মমাংদা লৈরিবা দীঘিগী নোংচুপ থংবদা হৌরিবা চাওরবা উজাও অনি 'শকুন্তলা বৃক্ষ" হায়না ভসি কাওবা থংনরিবাসিগী মথাদা কৃষ্ণকিশোরগী ওায়হাককী পোথাকম ওয়রমমি। হায়রিবা দীঘি অনিগী নোংচুপ থংবা দীঘিসি চাওরাবা ইশিং পাট. ওয়না লৈরমমী। অন্নম তৌনা চংথোক চংশিন তৌরকপদাগী অহিং হুংদাং পোথাবা ১মুং রাণী মহারাণীশিংস পোথাকম ওয়বা রাবগী ওয়াথনদা ইগী রূম মচা অমা অনি পাত্তকী আওয়াংথংবদা শারে। মফমশি শেমদোকতুনা রাজধানী শেম্বা য়াগনি ১মুং নগর শেম্বাদা অকবা অমা ওয়নগনী হায়বা ওয়াথনসি কৃষ্ণকিশোরগী পূকনিংদা থনখি মারে। মরমসিনা নৌনা থুম্দারকপা মৈত্তৈ থরবুদি "ছায়ম্রা" গী মনাকতা লম পিহনা থুম্দাহনবা হৌখিমারে। আগর-তলা সহরগী আওয়াং নোংচুপতা মৈতৈ কীর্ত্তনীয়াগী লৈকায়/থুন ' বড়জলা" হৌজিকস য়ুমনাক ৩০ .রাম মৈতৈ লৈরি। অহানবা থুনাবদা ধনসিংহ, .দেবসিংহ, চন্দ্র সিংহ, জগদীশ্বর মথোয় মচিন মনাওশিং আওয়া লান'জন লকতুনা পুরাতন আগরতলা মনাক কাওয়াবন মৈতৈ লৈকায়দা থুংলখি হায়। লম্ নিরুবদা মিংথৌনা হৌজিংকী বড়জলাদা থুম্দাহনখি হায়।

জলাগী নো'চুপ থংবা মপান্দা মথোয় মচিন মানাও ৭/৮ না থুম্দাবা তৌবা মতুং মথং মথং ওয়না অতৈগ লাকখিবনা চাওরাবা থুনজাও য়ুমনাক ১৫০ 'রোম ভরামথী বড়জলা থুন।

থর লৈরগা "ছাইত্রা" হায়বা মিংথোন হোংদোকতুনা কৃষ্ণমাণিক্যনা শেমলবা রাজ-ধানী 'আগরতলা' গী মিংথোন লৌহনা ১৮-৪৪ খৃঃ দা অনৌবা রাজধানী "আগরতলা" শেমগংখি, নূতন হাবেলীসু হায়। মতমহুদাগী আগরতলাবু পুরাতন আগরতলা হায়গী রাজ-ধানী হৌজিকসু রাজকীর্ত্তি, ধর্ম, সাহিত্যগী সাক্ষী ওয়না লৈরি। ঐতিহাসিক নৃতত্ববিদ-শিংনা নত্রবসু হৌরকলি বাশিংনা কাওজনবা, সাক্ষী ওয়না তখেনগী কুলদেবতা "চতুর্দ্দশ দেবতা" চকিগী আষাঢ/ইঙাগী থা পানথক লকপা ৮ নি দা হুমিং নিঙ্গানি চংনা "খারচি পূজা" তৌবা ভসি কাওবা লেপত্রি। খারচি পূজা তখেনগী জাতীয় পূজানি। নূতন হাবেলী রাজধানী আগরতলাদ দালান, প্রাসাদ লৈত্রি। লৈতে লমবেন, থোং। উ, ওয়া, ১মুং ইনা য়ামনা নিংথিনা শাবা শংগায়না রাজ পাট, কোমুং শমখি। য়ামন চাওরাবা থুনজাওগী মীশিং নত্রবাসু মতমতদা রাজধানী-দা মী ৮৭৫ লৈরমমী হায়।

পাক চাওরাবা ইশিং, কুমথরা, উ, ওয়া নাপি শিংষীনা থল্লবা জংগলগী 'আগরতলা' অহগী মতমদা হাওড়া তুরেন পুরাতন আগর-তলাদগী নোংচুপতা থেকনা কায়না মাইল ৫ রাম চেনথারকতুনা হৌজিককী আগরতলাগী ধলেশ্বর, বনমালীপুর মৈতৈ থুন/লৈকায়গী থা থংবদা চেনথারকপাহনা সেণ্ট্রাল রোডকী নোংপোক থংবদা থা পাংনা চংখ্গা গোল বাজার মথকতা চংখিহনা নোংচুপ পাংনা চং-খ্গা মোগড়া কসবাদা তাখিবা হাওড়া তুরেননী।

ধলেশ্বর, হাওলী/বনমালীপুরগী মৈতৈশিং হাওড়া তুরেণ মপানদা অহানবা খুন্দাখিবনী। আগরতলাগী আওয়াং খাটাখালসি কালাপানি স্থ হায়। নোংপোংতগী চেনথারকতুনা হৌজিককী সেন্ট্রাল জেইলগী নোংচুপতা খা পাংনা লাকলগা তুলসীবতী স্কুলগী নোংপোক খা ওয়না লাকলাগা, নোংচুপ য়োমদা তিতাস তুরেনদা ত খি। রাজধানী লাওথোকপাগা লোয়নানা ঙায়শেন অমা অনিবু অহানবা খুন্দাহনবাদা মৈতৈ বামন লৈমা পূর্ণকলাবু অহানবা ওয়না য়ুমকম পিচনা লৈমাগী মনায় মশন লোয়ননা লৈহনবাসী হাওড়া তুরেন আওয়াং তোরবান হৌজিককী ধলেশ্বর সনসম্ কামিনী মন্ত্রীগী য়ুমফমসিনি হায়। হৌজিকস্থ বামন লৈমাগী য়ুমফম, পুখরী হায়নরি।

মসিগী নোংচুপতা অতৈ অতৈ ঙায়শেন শিংও লৈহনবা হৌখি। অতৈস্থ নোংচুপতা চোংথাম ভৈরব নিংথৌগী কমনায়বা কোন্দা উপাধি কংলবাবু লৈহনখি।

মহারাজ কৃষ্ণকিশোর রাজধানী স্থাপন তৌরগা চহি ৫ রোমদং শবাদা মতমচাদনা ১৮৪৯খৃঃ অহিংদা (১২৫৯ ত্রিঃ বৈশাখ) বজ্রতাহনা নোংগাখিবা মতমদা স্বদক্ষিনা মহারাণীগী (জামাতিয়া) বীরচন্দ্র, ঈশান চন্দ্র উপেন্দ্র মচাইবুঙোশিং থরমমি। মনিপুর মহারাজ মারজিৎ কি মচা ইবেমা অখিলেশ্বরীগী মচা ইবুঙো নীলকৃষ্ণ চাওরে ১স্থং মচা ইবেমা উর্মিলাবু মহারাজ জয়সিংহগী মচানিপা মৈতৈ নিংথেমমচা তিলকতা থাজরমলে।

মপাবুং মহারাজ নোংগাখিবগাদা মচা ইবুঙো ঈশানচন্দ্র মাণিক্য রাজ্যভার লৌহনা ১২৫৯ ত্রিং ২০ মাঘ (১৮৫০খৃঃ ১লা ফেব্রুয়ারী) ১৮০ তবা তখেন মহারাজ ওয়না রাজ্যাভিষেক ওয়খি। রাজ্যাভিষেক মতমদা ইংরেজ সরকারদা ১১১ সানাগী মূদ্রা পিবা নংখি। মহারাজ সিংহাসনদা লেংশিনবগা লোয়নানা রাজ্যগী লুপা লাখ ১১গী শেন তোনবাস্থ য়াওরে।

মহারাজ ঈশানচন্দ্র মৈতৈ চন্থ মোয়রাংথেম মুক্তাবলী, কৈশামচন্থ জাতিশ্বরী, খুমনথেমচন্থ চন্দ্রেশ্বরী ১স্থ, ময়াংচন্থ রাজলক্ষীবু মহারাণী ওয়না লৌখংখি।

ঈশান চন্দ্র মহারাজকী মচা ইবুঙো নবদ্বীপচন্দ্র (মন্ত্রী ওয়রমমী) না মহাককী আত্ম জীবনীদা ইরাম্মী—ঈশানচন্দ্রগী অহানবা মহারাণী রাজলক্ষ্মী, অতৈ মহারাণী অহমদি মনিপুরী ক্ষত্রীয় ব শীয়নি।

অহানবা ময়াং মহারাণী ধারালৈতে। মৈতৈ মহারাণী কৈশামচন্থ জাতিশ্বরীনা রূপী ও ১স্থং নিপা অমা (লেখক)। খুমম লৈমা চন্দ্রেশ্বরীও শাম্না লৈতে। মোয়রাংথেম চন্থ মুক্তাবলী কুমার ব্রজেন্দ্র পোকই। অঙাং ওয়না নোংপাখরে। অাওয়ালানগী মমাংদগী মনিপুর খাদোকতুনা (বাংলাদেশ) শ্রীমঙ্গলগী খাজিপুরদা খুন্দাহনা লৈখিবা মোয়রাংথেম গোবিন্দগী মচানিপা অহন মোয়রাংথেম যোগেন্দ্রগী মচানুপী য়াইমা মুক্তাবলীবু আগরতলাদ পুরকতুনা মহারাণী ওয়না লৌখংপা মতমদা মপুওয়া শোভানন্দবুস্থ লোয়নারকখি। মোয়রাংথেম শোভানন্দবু ধলেশ্বর বামন লৈমাগী আওয়াং নোংপোকতা য়ুমফম্ লৌফম পিহনা লৈহনখি।

মচানিপা নবদ্বীপ চন্দ্রনা মচাককী আত্ম জীবনী (আবর্জনার ঝুড়ি) দা মতমচুদা মহা রাজকী আওয়াবাগী মরমদা হায়রি —

আয়গী লমথেন ওয়াংলাদুনা আওয়াবা কোকপাগী লমবেনদি কুসীদ জিবিগি মথুংতা লৈরে। শেন চাওনা মাশং য়াম্না শন লৌবাদা লায়রে। লোংমা লোংমাগী অচুম নংশীল্লকপনা লোংমাগি থংচকী দমক ওয় শনদগী হৌরদুনা মনায় মশমাং লুপাদা সিকি তুদ লৌদুনা লুপা পিরে।

১৮২০ খুন্দা রাজগুরু বিপিন বিহারীদা রাজকার্য্য পিরমে। রাজগুরুকী মশানা মচাশিংনা রাজগী আয় তেনগৎলকলে। নিংথৌগী আর্থিক ফিতম কনগৎলকলে। য়াকোন্দা চেকফি প্রাসাদ হৌগৎলে। মতমসিদা হৌজিককী 'লক্ষ্মী নারায়ণ' মন্দিরগী থা, কালাপানী/কাটাথালগী খাওয়াং তার্পানদা হক বিপিনবু মফম পিদুনা লৈহনখি।

কাছাড় সিলেট, ভানুগাছকী মৈতৈশিং ভখেন নিংথৌগা ভায়শেন ওয়রবাগা ১৫০ হৌনা খুন্দাবাগী মফম য়েংভকপদা নিংথৌ মনাক, নিংথৌগী লৈপাকতা অহৌবা আগরতলাগী মাইল ১০/১৫ গী মনুংদা। মফম মফমদা তুরেন মনাক য়েংদুনা বামন ১শুং লাইগা লোয়নানা মৈতৈ খুন্দাবা হৌরে।

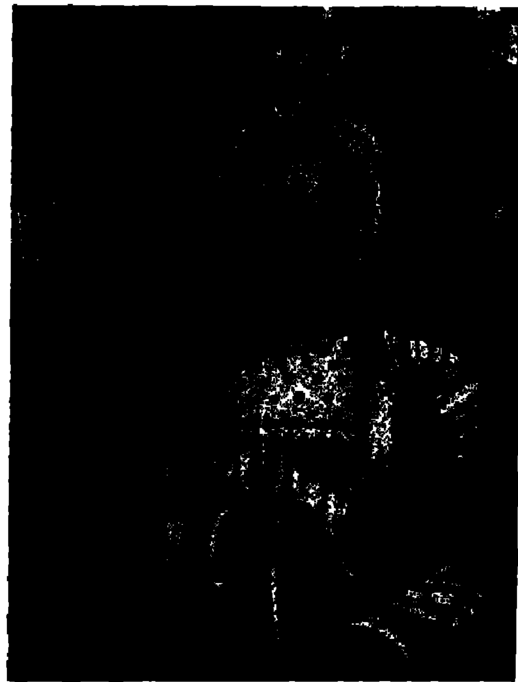
ত্রিপুরা নিংথৌগী মচা ইবুঙো অয়াম্বাশিং যুবরাজ, বড়ঠাকুর না চিংবা লোয়না মৈতৈ চনুশিংবু কোন্নং মনুংদা পুশিনবা মতমনি। সিলেট, ভানুগাছ রোমগী মৈতৈ চনুশিং কৈসাম, খুমনথেম, মোংয়াংথেম, নিংথেম শাগৈনা লুচিংদুনা কোশুংদা রাণী মহারাণী ওয়রে। মনিপুরগী য়াথ্যা হিনাও তাবাগী মচা ইবেম্মাশিংগা ১শুং অতৈ ভায়শেনগা লোয়নানা মথং মথং ওয়না ধলেশ্বর, বনমালীপুরদা খুন্দারে। খুন্দারিবা অয়াম্বা নিংথৌগী নকনাবা ভায়শেন (মকুনক, মশেন, মবায়)ভাকতনি মখোয় অয়াম্বা নিংথৌনা য়ুমফম পিবা ১শুং "চৌথায়" কংবা ভাকতনি। চৌথায় হায়বদি য়ুমিৎ মহিনীগী দমক চানবা চেং, খুম, থাও, হৌওয়ায়, সিধা পিবাদুবু "চৌথায়" কৌই। মসিগী মথকতা থাগী লুপা ৫/৫ অহেনবদা লুপা ১০ ২০ কংভি। য়াম্না নকনাবা, থর নকনাবাগী হিসাবতা লুপা হেন্দোক হনজিন ভাই।

মতমচুদাসু হৌজিককী কলেশ, মৈ ভনা পুকচং হায়বা লায়নানা থুংগং অমামম্ তুমখি হায়বাদুগী মপন্না অনাবাসিংবু য়াম্না কিনখমী। মৈতৈ খুল্লকতা অচনলমনদগী মৈতৈ খুন অমামম্ কায়বাগী ওয়ারী হৌজিকফু তাবা ফংগনী। সোনামুড়াগী নশছডদা মৈতৈ খুগং য়াম্না চাওনা লৈরম্ভ লায়নাসিনা খুন কায়নাখি হায়।

কৃষ্ণকিশোর মহারাজকী মতমদা আগরতলা (পুরাতন আগরতলাদা) লায়নাসিগী মরমদা শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তিদা হায়রি—

ত্রিপুরার মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য মনিপুরের রাজবংশের কন্যা বিবাহ করেন।" ত্রৈপুর বংশীয় রামচন্দ্র ঠাকুর মনিপুর হইতে আগরতলা প্রত্যাবর্তন কালে বিষ্ণুমঙ্গল চৌধুরীর (প্রতাপগড় সিলেট) (কাছাড়ের প্রতাপগড় তখন সিলেট অন্তর্গত) আতিথ্য গ্রহণ করেন। চৌধুরীর আতিথ্যে তিনি তুষ্ট

হইয়া মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাহাকে পরামর্শ করেন। তদনুসারে বিষয়দল লোকজন সহ আগরতলায় গমন করেন। মহারাজ তাহাকে বিশেষ সসম্ভ্রম সহকারে বাসের জায়গার নির্দেশ দেন। তাহার অনুসঙ্গী প্রত্যেক ব্যক্তিকে ২৫ ও তাহার জন্য উপাদান সমেত ৮০ মুদ্রা মূল্যের ভেট প্রেরণ করেন। ঐ সময় রাজধানীতে ওলাওঠা হওয়ায় তাহার সংগী কয়েকজনের মৃত্যু হওয়ায় অতি সত্বর প্রত্যাগমন করেন।"



মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য (১৮২৯ খৃঃ-১৮৫০ খৃঃ)

১২৬৭ ত্রিঃ/১৮৫৭ খৃঃ নভেম্বর ১৮ ভারততা সিপাহী বিদ্রোহগী মৈরিক অমা চিটাগোংদাগী তৌরকখি। মতমহুদা সিপাহী বিদ্রোহী কাবু খর ত্রিপুরাদা চংগুকতুনা আশ্রয় লৌরে। মগোয়রগী ওয়াখনদা ত্রিপুরা নিংথৌ মখোয়বু মতেং ১সুং আশ্রয় পিগনী। মতমহুদা মহারাজ ঈশানচন্দ্রগী ফিভম য়য়া করবা ওয়বানা ইংরাজকী বিরুদ্ধাচরণ তৌবা বিদ্রোহী সিংবু মতেং পিবা ভত্তাংখি ১সুং বাজাদ বিদ্রোহী লৈহনদে হায়বা মিংথোন থাকনাবা বিদ্রোহী শিংবু মকম পিদে। বিদ্রোহীশিং খর কাহুনা ইংরাজতা শিংথরে। খর অমা কাছাড় রোমদা চেনখে। তৌবাবুদি বিদ্রোহী শিংবু কাছাড় কাওবা গোকুল ঠাকুর থাহুনা তানখি।

গুরু বিপিন বিহারীগী থৌশিননা রাজাগী আয় করকলে, শাসন খর করকলে। মযাঙ্গ নিংথৌ শিনা পিরম্বা লাখেরাজ, দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর মথং মথং ওয়না খাস তৌবাগী প্রস্তাব নিংথৌদা হংগংপাহু নিংথৌনা মানিংঞ বারু শীলমোহর নমহুনা নিংথৌবু দস্তখৎ তৌহল্লী। মতৌ অপুম মথং মথং ওয়না আয়াম্বা লম্ সরকারী খাস থাকহুনা রাজ্যগী আয় হেনগৎহল্লীবা মতমদা লোংমাদি ব্রাহ্মণ পুরোহিত লাইরাব। অমগী ব্রহ্মোত্তর খাস তৌনাবা তৌবদা মহারাজনা গুরুদেব অসিকুম্বা লৌদাং তৌনিংঙ্গ চাহনা তোহমা তোয়না চায়জগনাদা গুরুদেব না চায় 'করিগী এযাবি বানা। ঐকাখা তৌগাদবা তৌবি, নহাককী

পাপ পুন্যমক ঐতাকনা পুগনী"। গুরুদেবনী ওয়াইহেসিনগী যানিংদানা ওবরাবর্য় দর্থনং তৌখি। দর্থনং তৌবা মতমদা তৌওতার মিকপাগা লোমনানা মথুংমু মিকখি। তুমিং খরনি লৈমগা মহারাজনা মর্থাগী চিঠি ইপে তৌবদা মুথং মুং থংনা তাম্রা মিকর্পনা চিঠি ইর্থা ওমত্রে। মতমতুদাগী "বাক" লৈনানা কমু দা অংমু লৈবা তাথবে। মতমসিদা চেকনা শাবা রাজ প্রাসাদতু লোমহাচনা ১২৭২ত্রিং শ্রাবন ১২ (১৮৬২খৃঃ) রাজ প্রাসাদ সংকাতনা মগা, মতু, রাণী, মহারাণী লোমনানা প্রাসাদতা দংশিনলে। লাইনক খিবদি লেংশিমবা নোংমা লৈমগা ১২৭২ত্রিং ১৩ শ্রাবন অমুক পুং ১০ তাং মতমদা গুরু নিংলবা মহ রাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য চহি ১৩ রাজম তৌবগা চহি ৩৪ তুবাদা নোংগাখরে। মতমতুদা মচা ইবুঙো অতন মোমবাংথেম চন্দ্রমহারাণী মুক্তাবলী না পোকপা চহি ৫, কৈসাম চন্দ্র ভাক্তিশ্বরী মহারাণী না পোকপা নবদ্বীপ চহি ১০গী নাবলকনি। মহারাজ ঈশানচন্দ্র নোংগাশিনাগা মনাও ইবুঙো বীরচন্দ্র না গাজাগী রাজক্ষমতা পায়রে।

মহারাজকী মনাও ইবুঙো বীরচন্দ্র না রাজ্যতাং লৌরবম্ "রাজপাট" সিংহাসন ফংত্রি। মহারাজ কৃষ্ণকিশোরগী মহারাণী মৈতৈ মহারাজ মারজিৎকী মচা ইচেমা অখিলেশ্বরী না পোকপা কুমার নীলকৃষ্ণ ১মুং চক্রধ্বজনা ইংরাজগী আদালততা যুবরাজ ১মুং বড় ঠাকুরগী দমক ওয়াখংলে।

ত্রিপুরাগী চৌনগী মতুং ইমা যুবরাজ ১মুং বড় ঠাকুর কংকম থোকই হায়রে। ওহাকংকী মতুং ইম্মুনা মোকদ্দমা লোমজগা কাওবা বীরচন্দ্রবু (de-facto) ওয়না রাজ্য শাসন তৌনবা ইংরাজগী তাইসবগা শিমরে। চহি ৯ রোম মোকদ্দমা তৌবা মতুং [১৮৬৯ খৃঃ ১৫ই মার্চ] প্রিভি কাউন্সিলনা কুমার নীলকৃষ্ণ ১মুং কুমার চক্রধ্বজ অনিমকী আপীল লোকম থোকত্রে গাথরে। মরমসিমা ১৮৭০খৃঃ ৯ মার্চ মহারাজ বীরচন্দ্রবু নিংথৌ ওয়না ইংরাজনা খিলাত পিবদগী সিংহাসনদা লেংশিনলে। মতমতুদা মহারাজ না ইংরাজতা স্বর্ণমুদ্রা ১২৫ নজর পিখি। বীরচন্দ্র মহারাজকী মতমদা ইংরাজ সরকারনা অহানবা ওয়না পোলিটিকেল এজেন্ট (A. W B. POWER) বু ত্রিপুরাদ থাবকপী (১৮৭১ খৃঃ জুলাই ৩)

মহারাজ বীরচন্দ্রনা রাজ্যশাসন পায়বাগী মতম পর লৈরগা গুরু বিপিন বিহারীবু নজরবন্দী থমখ্ম (১৮৬৩খৃঃ) ১মুং মহারাজকী মহুৎ ব্রজমোহন ঠাকুরদা রাজ্যগী থৌবুরেন ওয়না শামাব মতমসিদা ১৮৬৬খৃঃ ত্রিপুরাগী আওয়াং নোংপোকতা কুকী সর্দার মুকপাইলাল ১মুং নন্দপইলালনা লুচিংজনা কাছাড় ত্রিপুরা ১মুং মনিপুরগী মফম মফমদা কুকী অত্যাচার তৌবগা লোমনানা আক্রমন তৌখি। মতমসিদা মনিপুর মহারাজ মারজিৎকী মচা ইবুঙো কাঙ্গাল সিংহ মনিপুরদা নিংথৌ ওয়বাগী থৌরাংলি। কুকী মরামগী মতেং লৌনবা হোংনাখি।

মহারাজকী মথৌনাবু কুকীশিংনা যারা হাখিবনা মহারাজকী মতেং পিখি। তথেম নিংথৌমচা নীলকৃষ্ণ কাঙ্গাই সনাগী মচনুপী মচা ন। নীলকৃষ্ণ তথেনদা নিংথৌমচা ওয়নাসু ক'বসু কংজবানিনা ময়াম্বুং কাঙ্গাইগী মতেংদা কুকিশিংগা লোমনানা মনিপুরদা লাম্লাখি।

কাছাড় সনা মায়থিবা কাংখি। কুকিশিংনা কাছাড়গী খণ্ডল পরগণাদা অত্যাচার তৌরনা মীয়াম হাৎখিবাগী থোঁ'অম্মু কুকীগা মরিলৈনবাগী দমক রাজকুমার নীলকৃষ্ণনা তৌগনবনি হায়না ইংরাজনা সন্দেহ তৌখি। মতমসিদা রাজকর্মচারী ওয়াখীরায় ঠাকুরনা প্রজাশিংদা ভৈৎপা, মৈনা, অত্যাচারনা থাংবা হায়কত্রবনা পরীক্ষং কৌবা জামাতিয়া সর্দার অমানা লূচিংবনা পার্বত্য প্রজাশিং বিদ্রোহ তৌখি, মহারাজ বীরচন্দ্র বুদ্ধি, লৌশিংনা কুকীশিংগী বিদ্রোহ দমন তৌহনখি। বিদ্রোহী লৈরিবা জামাতিয়াশিংগী মকোক কক্তুনা নিংথৌগী মপুক্রিং লেংকনবাগী দমক আগরতলাদা পুক্তুনা রাজদরবারদা লেপথোকখি। মহারাজ বীরচন্দ্রম্ম বিদ্রোহী তৌবা কাংবু অশিনা উৎনাবগী দমক কক্তুনা পুক্তপা মকোক লম্পাক্তা থেক্তুনা মরামবু উৎনখ। মতমগী ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেট মেজর গী হবকী রিপোর্টতা নিংথিনা ইরমখী।

The head of these Jamatias were cut off and are now hanging upon Terroren at Agartola

রাজ্য ভাক লেমনাগী থোবুরেন ওহনা ব্রজমোহন ঠাকুরদা শিরবদা নিংথৌগী জায়শান ঠাকুর লোকশিং মথোয়না তৌনিংনবা তৌবা (থেক্ক.চাখিতা)গী অপনবা লৈহরে।



মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য (১৮৫০ খৃঃ ১৮৬৩ খৃঃ)

নিংথৌকমগী মরমদা 'মাকন্দম ওয়ুবিনাগী মতমসিদা হায়রিবা জায়শান ঠাকুর লোকশিং মহারাজ বীরচন্দ্রগী মিচংদা লৈবা নিনা মহারাজম্মু মথোয়গী সানারোয়দা লৈরী। মতমতুগী বিবরণদা থায়া নিংখিনা হরি—

He was powerless to control either his immediate dependents or his subjects, and anorchy and canfusion prevailed at the capital

প্রিভি কাউন্সিলদগী রাজকুমার নীলকৃষ্ণগী আপীল লৌত্রে থায়না লাওথোকপা (১৫ই মার্চ ১৮৬৯ খৃঃ) মতমদগী মহারাজ বীরচন্দ্র

সিংহ সন কংননী পাম্রা মুংকমা থ বগা ও মসেন, ঠাকুর লোকনী খামনা খৌলাংলা খুং খিং'ওনমা তৌরে। অজানবা থবগা শাসনতার 'মহান্না থহা ব্রজমোহন ঠাকুরবু থবকতাগী লৌখোকলে (পদচ্যুত) ১সুং কোরংলা কাজিস্নুলা থমখে, (১৮৬৯খৃঃ এপ্রিল)। বীরচন্দ্র মোরাজ খিলাও কংবাগা (১৮ ° খৃঃ) মচা ইবুতো রাধাকিশোর ' মৈতৈ চক্র তোনকম রাজোবগী না পোকপা) বু যুবরাজ অভিষেক তৌরে। মতমসিদা (১৮৭১ খৃঃ) মহারাজ কুমার নবদ্বীপচন্দ্র রাজানী দাবীদার ওয়না ইং রাজ সরকারনী মকমদা মোকদ্দমা তৌরে। মুক-দমানী কুমিল্লাগী ইংরাজনী কোর্টতা ওয়াকথি : ১৮৭১ খৃঃ জুলাই তাং ৩ A. W B Power পলিটিকেল এজেন্ট ওয়না লাকপা মতমদা রাজধানী আগরতলাগী মরমদা বিবরণ অমদা হায়রি—রাজধানী আগরতলা মরায় ওয়বা হায়বাছুনী। আয়তন ১সুং মীশিং অথুক রায়দে, লমবেন, থোং লৈতে। নিংথৌগী তায়শেন থর ১তং মখোয়গী তায়শেন না আগরতলাগী বাসিন্দানি। ১৮৭১ খৃঃ দা ঠাকুর দীনবন্ধু অমুক মন্ত্রী ওয়রে। আপীল আদালত শেমলে ১সুং প্রজাদা লম পিবাগী (বন্দোবস্ত) মপু মন্ত্রী ওয়না গৌরচন্দ্র ঠাকুরদা শিন্নরে। ম্যাজিষ্ট্রেট ১সুং কৈশুম শংগী মপু ওয়না পার্বতী চরণ ঠাকুরদা শিন্নরে। পাহাড় আদালত হায়বাদি (চিংমী প্রজাগী) বিচারগী থৌরমন্থ পার্বতী ১সুং সুবা জগমোহনদা সিন্নখি।

পলিটিকেল এজেন্ট পাওয়ারবু চেয়ারম্যান হাপচুনা আহানবা পৌরসভা (মিউনিসিপাল) শেমখি (১৮৭১ খৃঃ)। কোয়ার মাইল ৩ মিউনিসিপ্যালগী সীমানা ওয়রমমী। ১৮৭৪খৃঃ আইন পাশ তৌদুনা টেক্স লুপা ৮২৫, থাখা তৌখি। অদুবু মিউনিসিপ্যাল মসুংদা লৈবা অয়াথদি নিংথৌগী তায়শেন ১সুং কর্মচারী ওয়বানা মিউনিসিপ্যালিটিগী খাজনা পিদবনা য়ামখি। লুপা ২২৪ আদায় ওয় হায়। বেতন ১সুং অতৈ অতৈ মরমদা ৯৯২।° খরচ ওয়। ১৮৭২ খৃঃ কৈলাসহর উপবিভাগ শেমলে ১সুং বাবু দুর্গাপ্রসাদ গুপ্তবু মুপা ওয়না শিন্নখে, থর লৈংগা উদয়পুরবু উপবিভাগ শেমখে। মতমসিদা কৈলাসহরদা লোকস খা ৫৬৭৪ লৈরম্মী। লমগী খাজনা লৌখৎপাগীদমক আগরতলা, বিশালগড়, ঈশানচন্দ্রনগর, বামুটিয়া, কৈলাসহর, ধর্মনগর, বক্সনগর, ১সুং উদয়পুর তহশীল কাছারী শেমখি। ১৮ ৪খৃ মহারাজ বীরচন্দ্র গভর্ণর জেনারেল নর্থব্রুক উনবা ঢাকাদা লেংবা মতমদা ঢাকাদা মৈতৈ নিংথৌ মহারাজ দেবেন্দ্রগী স্না কোয়দা তায় শেন উনখি। মৈতৈ মহারাজকী মচা ইবেমা "রত্নমঞ্জরীদু" মিংয়েং তাখিনদা আগরতলাদা (পুরাতন আগরতলা) পুরকখী ১সুং মৈতে মহারাসকী মকোক চিংহুনা "রাধামাধব তা মহারাস কৎখি হায়, মতমদুদা মোয়রাংথেম ওবা বাবুনীনা রাসধারী ওয়খি হায়। মতমসিদা ১৮৭২ খৃঃ ত্রিপুরাগী মীশিং লিশিং হুমকুতরা মত্তা লৈরমমী ১সুং স্কুল ২ (আগরতলা ১সুং কৈলাসহর) দা ছাত্র/ছাত্রী ১০৩ লাইরিক তমখি।

১৮৭৫ খৃঃ আগরতলাগী নূতন কাবেলী বঙ্গবিদ্যালয়দা ছাত্র ৭২ লাইরিক তম্বাশিংগী



মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য (১৮৬২ খৃঃ—১৮৯৬ খৃঃ)

(জন্ম নভেম্বর ১৮৩৭ খৃঃ, মৃত্যু ডিসেম্বর ১৮৯৬ খৃঃ)



মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য (১৮৯৬ খৃঃ—১৯০৯ খৃঃ)
(জন্ম—জুলাই ১৮৫৬ খৃঃ, মৃত্যু মার্চ ১৯০৯ খৃঃ)

মন্থুংদা নিংথৌগী তায়শেন ৩৩, বাংগালী ২০, মণিপুরী ৮, হিন্দুস্থানী ৮, মুসলমান ৩, লাইরিক তম্বী। ১৮৭৩ খৃঃ অহানবা হাসপাতাল লিংখৎখি, চহিসিদা অনাবা মী ৩,০৩৪ বু লায়না য়েংখি, ইংরেজী ডাকতার ষ্টরক্ সাহেব মেডিকেল অফিসার ওয়রমমি। ইংরাজ ডাকতার পুরকলবাসু মৈতৈ মায়বাগী কৈজাদা ফমদুনা পুকচুহনা লায়েংবা থোরম ভোকতে। ওখা য়াম্বেম হন্দু মায়বা, খুমনখেম তন্থু মায়বাশিং নিংথৌকোন্থুং কাবা লেপ্লা লৈতে। মতমসিদা অনা নিপ্পান (পয়সা য়া'থৈ) পিরবদি চেং মন অমা ক ডি। মণবি অমা লুপা ৫, শমবোংকী বন অনি লুপা ১৫। মজুরী পয়সা তরুক অনা অনি লৈরমমী। Captain Badglay, Dy Supdt Topographical Survey Partyগী রিপোর্ট অমদা ১৮৫২ ৫৩ খৃঃ দা কৈলাসহরগী "দেউ" তুরেলদা জাল অমা পুন্থনা ভা কাবদা ঘন্টা অমদা ভা মন অনি অহুম কংভি হায় ১ম্বুং ভাগী ওজন সের মঙা তরুক, য়াম্রাস্থ চাওই হায়। মতমসিদা কৈতুমশং (জেইলখানা) শু লৈরে। রাজ্যগী পুলিশ ষ্টেশন ৫ লৈরে। ১) আগরতলা, ২) বিশালগড ৩) খবামুখ ৪) মাধবনগর ৫) সরবজ নগরজ। (১৮৭৪-৭৫ খৃঃ) মতমদুদা জেইলগী কয়েদীশিং মতম মতমদা ছুটি পোইনা ময়ুমদা চৎলি। ময়ুমদা লোংমা নিনি লৈরগা অমুক লাকই।

নিংথৌগী সৈন্য বাহিনী (লানমি) ৩৫০ লৈরম্মী, বাংগালী ২৫ মুসলমান—৯৫, গুর্খা —৬৫ হিন্দুস্থানী—৮০, আসামীয়া (ভেথাও) ১২, মনিপুরী—৬০, ত্রিপুরী—৪৩ (১৮৭৪ খৃঃ) ১৮৭৫ খৃঃ অক্টোবর ১দা আগরতলাদা অহানবা পোষ্ট অফিস লিংখৎখি, মতমসিদগী হৌনা ত্রিপুরাগী বৈশাখী মেলা সজিবু মেলা হৌখি। মেলাদ কংজবা পোৎ য়াওদে। উগী কাংথোন কোর্নলিক, ফিরোন, অচৌবা লাইরাবা পুন্থমককী চহিগী লৈকম্ ওয়খি।

ঈশানচন্দ্র মহারাজকী মচা ইবুঙো কুমার নবদ্বীপ যুবরাজ ১ম্বুং বড়ঠাকুরগী কম্ লৌথনা মোকদমা তৌনাবাগা লোয়নানা আগরতলা থাদোকতুনা কুমিল্লাদা লৈখে। মহাককা লোয়নানা কৈশাম, ১ম্বুং সনসম কাংবু তায়শেন পুন্থমক কুমিল্লাদা চৎখরে। মতমচুদা সনসমগী হেমবর্ণ ১ম্বুং কৈশাম মদন বামুটিয়াদা লৈরম্মী। মথোয়শু কুমিল্লাদ চৎখি।

মতমসিদা কসবা, মাইল ১৬, কুমিল্লা মাইল ৩০ তুরেন লমবেন হিনা চৎলি, পুরাতন আগরতলাদা কোন্থুং কাবগী দমক মাইল ৫ বোম হৌজিককী প্যালেসকী নোংপোকতগী চুমনা পাওয়ার হাউস, জেইলখানা, দাপ্পা (চন্দ্রপুর) দা হাওডা তুরেন লানলাগা চুমনা থোং লমবেন ১ম্বুং হাওডা তুরেনদ হি" গী লম্বেননী।

মতমসিদা হাওলী (বনমালীপুর) ধলেশ্বর দা মৈতৈ লৈমা মহারাণী শি'গী তায়সেন মনায় মশন অয়াম্বানা অচৌবা মৈতৈ খুনজাও ওয়রে। লৈমা অমামমগী লায়কম অমামম লৈতবা য়াদে কায়বাগুম বনমালীপুরদা (হাওলী) খুমন লৈমা থাবো মহারাণী (মনমোহীনি) গী লাইকম, কৈশাম চন্দ্র মহারাণী জাতিশ্বরীগী লাইকম (ধলেশ্বর), তোনজম পাওনবম রাজেশ্বরীগী লাইকম (ধলেশ্বর), মোয়রাংথেম চন্দ্র মুক্তাবলী মহারাণীগী লাইকম (ধলেশ্বর), মহারাজ বীরচন্দ্রগী অয়েকপম ধাইগী লাইকম

(খা থলেশ্বর ১, তৌরো মহারাণী তুলসীবতিগী মপামগী লাইকম পুন্নমককী থাগী লুপা ১০/২০ নিংথৌনা বরাদ্দ তৌখনা লাইলেবা চখৈ।

মচাইবুঙো রাধাকিশোরগী অকয়ায়কা ১মুং নিংথৌ কম থুবগী মমক তোনজম মহারাণী রাজেশ্বরীনা "পাথংবা" গী থুজম ভাকপাদা বনমালীপুর মৈতৈ থুনজাওগী নোংচুপ থংবা হাওড়া তুরেনগী আওয়াং তোর্ব্বানদা টিনগী শং মচা অমদা প্রতিষ্ঠা তৌখি।

কাছাড়দগী লাইরিক পিবা ওঝা অমনা পুজা তৌবা মারে মথং থারোমা, চন্দ্রিকা মথংদা কাছাড়দগী ভানুসিংহ পেনা খোংগানা সেবা তৌই। ১৯১৬ খৃঃদা ঢাকা লৈমা মহারাণী বসুমজুরীনা চেককী মন্দিরগী মায়া জনতুনা মন্দির শাবা হৌখি। কুমার নীলকৃষ্ণ মনায়নুপী ভানুপাহ নিঙোল ১মু মচাগী পুৎনা কুমিল্লাদা লৈথরে। কুমারদি কুমিল্লাদা নোংগাশি।

রাজকার্য্য, বিচারা য়, ফৌজদারী পুন্নমকতা বাংলা লোন শিজিন্নবাসি নিংথৌনা মায়া পামথী, মসিগী মরমদা সারকুলার পিদুনা কর্মচারী, প্রজাবুনিংশিংবি (১৮৮৪ খৃঃ) । মতমসিদা ভানুমতি মহারাণীগী মগুওয়া মাথ্যা কোকচাওয়া (নবধ্বজ ঠাকুর) বু থলেশ্বর তোনজম রসমোহন ঠাকুরগী নোংচুপতা "লাখেরাজ" কৌবা মীনাহ লম্ মুমকম্ কনি হরুক গণ্ডা জরা মাথোয় পিদুনা বিশালগড দাগী পুৎকলে। মহারাজ ঈশানচন্দ্রগী থুমন লৈমা মহারাণী চন্দ্রেশ্বরীগী মগুওয়া থুমনথেম কিরীটধ্বজমু মবায় ইবুঙো কোকচাওয়াগী মতুং ইন্দুনা বনমালীপুরগী তোর্ব্বান মপানদা চোংথাম তৈরবকোবরাগা থংননা মুমদাথরে।

ঢাকা লৈমা (মহারাণী) বসুমজুরীগা লোয়নাদুনা মচিন মনাওশিং নিংথেমমচা অমৃন্না (চিত্রগুপ্ত) নিংথেম মচা দমনজিৎ ১মুং মচন নুপীমু পুৎকতুনা খা থলেশ্বর তুরেন মপান নিংথৌ থাইগী মুমকম মনাক, কসবাদগী [কৈলাগড] হাওকপা কৈশাম দারোগাগী মুমকম মনাকতা লৈহনখি। মতমসিদা রাজধানী মথকতা থেকনা কোয়না চেনবা কাটাখাল থৈদোকতুনা কোমুংগী আওয়াংদা পুথরে ১মুং কাটাখালগী আওয়াংদা পুরাতন আগরতলাদগী "রাধামাধব" পুৎকতুনা স্থাপন তৌথরে। পুরাতন আগরতলা কোমুং ১মুং কোমুং মনাকতা লৈরম্বা মৈতৈ ১মুং ব্রাহ্মণ সিংবুমু রাধানগরদা পুৎকখি। পণ্ডিত কৃষ্ণচন্দ্র, মীনেশ্বর সার্ব্বভৌম, দর্পনারায়ণ [নারণময়ুম] ১মু থোঙাম লৈমা তুলসীবতিগী ভায়শেন তৌরৌদথী পুৎকতুনা খুন্দাহনগী। 'রাধামাধব' কী মমিং লৌদুনা "রাধানগর" মিংথোন ওয়রে। মতমওদাগী মহারাস, বসন্তরাস, হৈহৈ হিদোংবা, ঝুলনরাস রথ না চিংবাবু রাধানগরগী নোংচুপ আওয়াংদা খুন্দারিবা" বভজলাগী" কাংবুনা সেবা তৌবা হৌখি। রাধানগরদগী "রাধামাধব" পুৎকতুনা হাওড়া তুরেন (কৌজিককী গোলবাজার) দা হেইগ্রু-হিদো বা উৎসবতা নোংপোকতা বনমালীপুর, থলেশ্বর, চন্দ্রপুর (দাপ্তা) কাওবা, নোংচুপতা হৌজিককী নেহেরু ব্রীজ কাওবা হাওড়া তুরেন দা হিদোং হল্লী, নেহেরু ব্রীজ মনাকতা পোলিটিকেল এজেন্টকী যুম লৈরম্মী। হৌজিকমু টিনগী যুমহ লৈবি। হাওড়া তুরেন হিকেন হিদেনদা হৈরাং লৈরাং কংপাহু অহন

লমনসিং ওয়ারী ওয়না হৌজিকমু লিনারী। মতমসিদা যুবরাজকী রাণী খোতাম তুলসীবতী না লুচিংমুনা নুপীগী মুল হোংগৎখি। মতমহুদা প্যালেসদিয়ীগী লোংপোকতা ইগী শং অমদা নুপী শিংবু লাইরিক তম্বীরম্মি। মুলশি মহারাণী তুলসীবতী মুল (নুপীসী) হায়না হৌজিকমু লৈরি।

কর্ণেল মহিম ঠাকুরদি বীরচন্দ্রবু বাংলাগী "বিক্রমাদিত্য" নি হায়। বৈষ্ণব সাহিত্য কাব্যরসিক, সঙ্গীতজ্ঞ, ললিতকলা বিশারদনি, মহারাজকী মতমদা (১৮৭৬ খৃ.) "রাজকুমার সভা" শেমহুনা কবি সাহিত্যাগী মরমদা সভা কমখী, মতমহুদা ভারতকী জ্ঞানী গুনীশিংগী তিমকম ওয়খি রাজদরবারদা। পুং, ঈশৈ জগোয়, রুদ্রবীন, পাখোয়াজ, না চিংবা মরম পুন্নমকতা। স গীত, সাহিত্য কবিগী স্বর্গরাজ্য ওন্না শেমগৎলম্বা রাজধানী, হোলী উৎসব, ঝুলন উৎসব না মুখরিত তৌনা থম্বা আগরতলানি।

১৮৭৬ খৃ:/১২৮৬ ত্রি: ২৭ আষাড় আহানবাগী ওয়না উকিলশিংগী পরীক্ষা লৌবা হৌখি। চহিসিদা ত্রিপুরাদ অহানবা ওয়না মী চাংপাবু ফাঁসি পিখি।
মহারাজকী মচাইবুঙো ১ মুং ৩ গুবাব্ পিদা-ছুনা ৪ গুবা মচা ইবুঙো ভানুমতি মহারাণীগী মচা ইবুঙো অহন কুমার সমরেন্দ্রবু "বড়ঠাকুর" উপাধি পিখে (১৮৭৮ খৃ:)। মরমসিগী অমুক ইনৌ নৌনা মচিন মনাও মশেন চন্দ্রায়নদবা হৌরে ১মুং মোকদ্দমা তৌরে। ১২৮৮ ত্রিং আষাঢ় ১৭ (১৮৭৮ খৃ:) তমখিরবা চৎনরিবা আইন (খি-য়োনবা) দাস পথা, দাস দাসী যোনথোক শ্যামশিন খিংবা আইন পাশ তৌখি। মতমসিদা চহি ৫০ গুরবা মহারাজ ভানুমতি মহারাণীগী কনিষ্ঠা ভগিনী ধর্মেশ্বরীগী মচানুপী খুমনথেম চন্দ্র মনমোহিনীবু মহারাণী ওয়না কাংৎদা পুশিনলে।

১ ২৯২ ত্রি:/১৮৮২ খৃ. মহারাজ বীরচন্দ্রগী মহারাণী ভানুমতি লোংগাখি। পুরাতন আগরতলাদা মহারাণীগী আলোয়বা কর্ম তৌখি। ভুংশরবা মহারাণী লাংগখিবদা থমোয় য়াম্না শোকখে। মচা ইবুঙো যুবরাজ-তা রাজকার্য্য শিন্নরম্মগা মহারাণীগী কর্মমতোম লোমনাবাগী দমক নবদ্বীপ, বৃন্দাবনদা তীর্থ ভ্রমন তৌখি। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথনা মতম-সিদা অভাং ওয়না "ভগ্নহৃদয়" কবিতা কাংহুনা মহারাজতা কংখি। মতমহুদাগী কবিগা ত্রিপুরা নিংথোগা মরি লৈনখ। মতমসিদা চিটাগোং, আখাউড়া শিলচর রেললাইনগী থবক হৌগৎখি।

চহিসিদা খুমন লৈমা মনমোহিনী মপাবু লোংগাখবা খুমনথেম কীর্ত্তিধ্বজগী স্মৃতীদা ১ঠ স্থাপন তৌরম্বা হৌজিক আগরতলাদ লোং পোকতাগী সহর চংভকপাদা "মঠচৌমুহনী"গী হায়রিবা মঠকী ফলকতা সংস্কৃতনা শিলা-লিপীদা ইরি—

শ্রী মনোমোহিনী দেবী মাধবে ত্রিপুরেশ্বরী চক্রে যথন ভেগ্রী দ্দামঠং পিতৃবনে পিতুঃ অসৌ কীর্ত্তিধ্বজো নাম প্রগতঃ ক্ষত্রিয় ক্ষমী শশিখাগ্নি ধারাবাচদিগদিনে দিবম ব্রজৎ।

হায়বদি - ত্রিপুরেশ্বরী শ্রীমনমোহিনী দেবী (১৩০২ত্রিং) সাজিবুদা ইপাইবু ভাগী মোংফমদা মঠ শারি। মতাককী মপাবুং জিতেন্দ্রীয়, ক্ষমাবান

ক্ষত্রিয় কুলোৎপন্ন কীর্ত্তিধ্বজ ১৩০১ (ত্রিপুরা সন) আষাঢ ১০দা স্বর্গারোহন ওয়খি।

পেলেসকী মমাং নোংচুপকী অচৌবা দীঘি "কৃষ্ণসাগর" কৃষ্ণকিশোরগী মমিংদা মহারাজ বীরচন্দ্রনা শেমগৎলম্মী। ১৮৭৬খৃঃ "চীফ জাষ্টিজ" কম হাংদোকতুনা যুবরাজ রাধা-কিশোরদা শিন্নখি।

সদস্য ৪ লৌনা শেমখী (১৮৮৮খৃঃ) অনৌবা মন্ত্রী পরিষদ। মখোয়গী কোকচাওম্বা (নরধ্বজ ঠাকুর) সদস্য অমনি। ত্রিপুরাগী রাজকার্য্য শাসন পরিষদতা মৈতৈদা মখোয়না ইহান চানবনি। মচন মহারাণী নোংগাবা মতুং পুনাতন আগরতলাগী নোংপোক হাওডা তোরেন ওয়াংমাদা মখোয় ধ.জস্বরদগী য়োংহুনা "ম্নাগীখুন" বৃন্দনগর শেমহুনা খুন্দারে। মখোয়গী "গোপাং স্ত্রী" (মহারাণী ভানুমতীগী) সেবা তৌনাবা বিশালগড়দগী সার্ব্বভৌম মীনেশ্বর ভট্টাচার্য্যবু পুরকখি।

মতমসিদা থোডাম লৈমা তুলসীবতীগী মচে অনিবু নয়ানীপুডাদগী কোম্বুংগী আওযাং রাধানগরগী নোংপোকতা খুন্দাহনখীবা অভয়-নগর খুননি। ওয়ারেকপম রাঘব, চিঙাবম ভমননা লুচিংহনা খুন্দাখি। মতমসিদা রাজকুমার বুদ্ধমন্তদ .অঙোম্বা) মহারাজকী মনাওঙুপী খুমন চন্দ্র লৈমা শবীবু থাজখি ১১ং খুন্দাহনখি।

১৮৯৮খৃঃ কবি সাহিত্যিক, শিল্পী, প্রজা-পালক মহারাজ কলিকাতাদা নোংগাখি। মহারাজ বীরচন্দ্র ইংরাজী, উর্দ্দু, বাংলা, সংস্কৃত মনিপুরী মমালোন লৌনা খংবা, হৈবা অমনি।

যুবরাজ রাধাকিশোর চহি ৪০ শুবাদা ত্রিপুরাগী ১৮২ শুবা নিংথৌ (১৮৯৭খৃঃ) ওয়রে।

মহারাজ রাধাকিশোর ১মুং বড়ঠাকুর সমরেন্দ্র সিংহাসন (গদ্দী) লৌনা অমুক মোক-জমা হৌরে। অসিনা মরম ওয়হনা মখোয় কোকচাও ম্নাগী মথকতামু মহারাজকী অথাবা মিংয়েং লাকপানা মখোয়গী মথকতা মৈতৈ সংস্কৃতি থৌরম শিন্নরম্বা পুন্নমক লৌথোকতুনা মহারাজকী মমাইবেমা মহারাণী রাজেশ্বরীগী মবুং মপুওম্বা রসমোহন ঠাকুর ১মুং যুগল সিংহ ঠাকুরদা শিন্নখে। থর লৈরগা মখোয় কোক-চাওম্বা রাজ্য থাদোকতুনা থংনবা বৃটিশকী শিবনগরদা লৈখি। ১৯০৪খৃঃ চহি ৬০দা নোংগাখি।

মহারাজ রাধাকিশোর নিংথৌ ওয়বাগা লোয়নানা আওম্বা ত্রিপুরাদা ইকংনা ফৌথোক ওয়াংপনা রাজ্যদা থ ওয়াবা থেংনাবা লোয়-নানা অঙকপা চম্নবা "যুতার" হাবা জুন ১২, ১৮৯৭খৃঃ থেংনখি। মতমহুদা প্যালেসকী থায়বোক নিংথায়খি হায়। মতমসিনা ১৮৯৯খৃঃ (১৩০৯ ত্রিং বৈশাখ ১০) হৌজিককী উজ্জয়ন্ত রাজ প্রাসাদকী ভিত্তি স্থাপন তৌনা হৌগৎখি। মহারাজ রাধাকিশোরনা শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবকী মন্দির, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল হাসপাতাল, কলেজ, মহারাণী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়, বাংগালী বোর্ডিং, ঠাকুর বোর্ডিং, মণিপুরী বোর্ডিং মেডিকেল স্কুল শেমগৎলম্মী।

১৮৯৯খৃঃ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ অহানবগী ওয়না ত্রিপুরাদা লাকখি। মতমহু বসন্ত উৎসব শ্রীপঞ্চমীগী মতমনি। কবিগুরু কুঞ্জবনদা বসন্ত উৎসবনা অভ্যর্থনা তৌখি।

১৯০০খৃঃ মচা ইবুঙো যুবরাজ বীরেন্দ্র

কিশোরবু নো চুপ লম এলাহাবাদকী নেপালী জ বাহাদুরগী মচানুপী অমগা পুন্সী লৈ পরেংনা পুলহনবা হৌবনা ত্রিপুরাগা নোংচুপ লমগা মরি লৈনবা হৌখ্রে। ত্রিপুরা কোক্তংদা মৈতৈগী তাংকক অমা ওইখিয়ে।

মতমসিদা আগরতলাগী নোংপোক হাওড়া তুরেনগী আওপাং মপান ১নং দাপ্তা তুরেনগী নোংপোকতা রেশম শিরগী দমক "রেশম বাগান" লৌগংপা ছুগী স্মৃতি পুঠনা হৌজিকসু "রেশমবাগান" হায়না লৈরি। যোগেশ চৌধুরীবু জাপানদা ট্রেনিংগী থাকই। ১৯০৫ খৃ. রেশমলং, দেশী ১নং বিলাতী মতোংদা ক্লাই সাটাল ইয়ুংদা ফি শানাবা তম্বাগী স্কুল লিংথংখি।

রাধাকিশোর মহারাজ জ্ঞানগী সাগরনি হায়বা য়ায়। ভারতকী মমিং চংলবা জ্ঞানী গুণীগী মতেংদা করিদৌ থৈদাগ্র মতুং ফনখিদে। ভারতকী চাওরাবা বৈজ্ঞানিক জগদীশ বোস মহারাজকী মতেং য়াওগ্রবদি বৈজ্ঞানিকসীগি প্রতিভা ফোংদোকপা ভমমগগ্রা চিংনানিঙ্গায়নি।

মতমচুদা হৌজিককী মহারাজগঞ্জ বাজারদা হাওড়া তুরেন চেল্লি। তুরেন মপানদা লৈরম্বী ইগী মং অমদা উডবার্ণ আর্টিজন স্কুল। ১৯০৪ খৃঃ গভর্ণর উডবার্ণ ত্রিপুরাদ লাকপা মতমদা হৌদোকলম্বী উগী মিস্ত্রী, য়োংকী মিস্ত্রীগী স্কুল। মহাককী মমিংদা থোনখিবা উডবার্ণ আর্টিজন স্কুল। আওখাং থংবদা লৈরম্বী কোর্ট, কাছাড়ী, আদালত। হৌজিকী মিউনিসিপ্যাল অফিসকী মথাংদা ফমমী থৈদেল। কাঁসারী পট্টিতা চাঁদিয়ানা থৈদল হিনজাং নাপী য়োনফম্। তা, অততং, তা অকংবা হৌজিককী ঘোষপট্টিদা (তু রন মপ ন) পরেং শানা ফমজনা য়েংলমি। হৌ. হৌজিককী সেন্ট্রাল রোড মথকতা য়ারমি। য়ুমশাকৈশা লৈরম্বী ত্রিপুরাগী অফিস কাছাড়ীগী ছুটি। নাংমায়ফিং লৈরমমী ছুটি ইংরাজকী অফিস। নোংমায়ফিং য়ুমশাকৈশা লৈরমমী থৈদেনগী ছমিং। নিংথিজনা শেমশারব



মহারাণী মনমোহিনী (খুমন থরোলৈমা)

খঙোননা চিংবা টক্টুম্, পাড়ীস বাম্নারককী মনম হুংশিন্নবা খাধিরা হিরাককী খুদোন কানহনা রাজধানীদা রাজদর্শন পিবা ওম্না লৈংখোকপা অহানবগী ওম্না তৌদোকপিখি মহারাজ রাধাকিশোরনা। আজর ১মুং হুংশিনবা হিরাককী মনমনা নিংথৌ লৈং-খোকলে খংনবী প্রজাশিং। লমবেনগী নাকল অনিদা খোম্জলকও প্রজা ময়াম রাজদর্শনগী দমক। ১৯০৩খৃঃ অহানবগী ওম্না ত্রিপুরা স্টেট গেজেট কোংবা হৌখি। ১৯০২খৃঃ ভারত সম্রাট এডওয়ার্ড VII কী রুববাগী দমক দিল্লীদা মহারাজ রাধাকিশোরনা লেংবদা ভায়শেন খোকলাবা মহারাজ চুড়াচাঁদকী খোংঙন লিখিখি। মত মপু উনাহনা ত্রিপুরাদা লৈ হুক-নাবা থাঙোন কংখি। মতমসিদা ঠাকুর বোর্ডিং, বাঙালী বোর্ডিং, মণিপুরী বোর্ডিং মখং মখং ওম্না লিংশন্নৃনা অগাপ্পাগী মৈতৈ অঙাংশিংবু লৈহনখি বোর্ডিং দা। থংলপগী নোংপোক আশ্রম হায়নাবসিদা লৈরমমী ত্রিপুরাগী অহানবা মৈতৈগী ছাত্র বোর্ডিং। মকমসি গোপালস্নাগী শংগায়নি। গোপালস্ন, লালাস্না, চিনিস্নাগী মপাবুং চামাইদগী মচেম রানী তরিংমঞ্জরীগা লোয়নানা লাকপাদা মহারাজ বীরচন্দ্র না লৈহনখিবনী। কুমিল্লাদা মৈতৈ পুলিশ ইন্সপেক্টর ওররম্বা কৈলাম মজলনা বোর্ডিং স্থাপঃ ওম্বদমখি। মতম থর লৈরগা উমাকান্ত একাডেমীগী নোংচুপতা বোর্ডিং হোংদোকখি। কৈলাসহর, কমলপুর বাম্নুটিয়াদগী মৈতৈ ছাত্রশিংগী লৈরমমী, বোর্ডিংদা। মখংদা খোয়াই ১মুং কৈলাসহরদা লিংথংখি মৈতৈ বোর্ডিং।

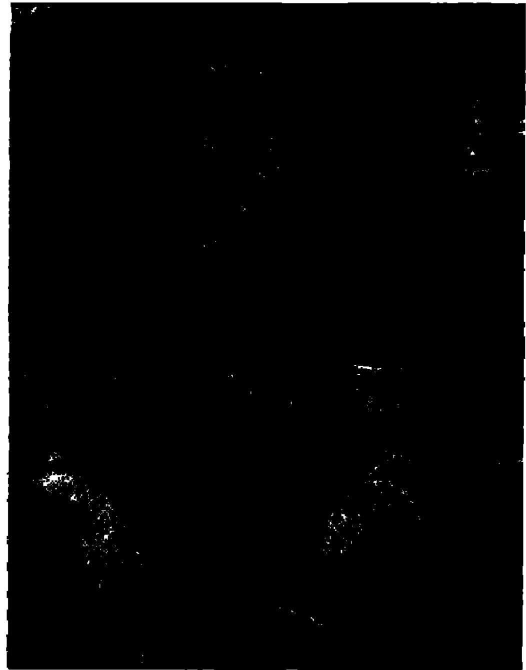
মহারাজ রাধাকিশোরগী এডিকং ওম্না লৈরমমী ঠাকুর মহিমচন্দ্র (১৯০৪)। মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোরগী থৌগল তৌহনা মনিপুর মোকই (১৯১২) ঠাকুর মহিমচন্দ্র।

নিংথৌগী পৃষ্ঠপোষকনা মৈতৈগী ইশৈ, জগোয় মপুং ফারবা মতমনি। খুন খুলগী লাইফমগী মাওপনা কেন্দ্র ওয়না নৃপী করতাল কীর্তন, রাস, নিংথৌগী মুরূপ, মহারাণীগী মুরূপ পায়নাহনা সংস্কৃতিগী থৌরমদা পোথাহনবা লেপহনবা লৈতবা মতমনি। লৌকম, ময়ে-কমদা নৌনা খুন্দারবম্ন মৈতৈগী সংস্কৃতি থৌর-মদা পু তম্বা, ইশৈ তম্বাশিনা হৌজিককী কায়ার সেকেণ্ডারি পাশ তৌবা, ডিগ্রী লৌবাশি গুম্বা ওম্না তৌরমমী। মনিপুরদা পুং তম্বা ইশৈ তম্বা চংখি কায়বশি অয়াম্বনি. অহনশিংনা লুচিংহনা খুন্দারবম্ন অয়াম্বা মখোয়দি মৈতৈ মচাগী পোদাং মৃক্কা, থাং, তাগী মরমদা মমা-মবা থেংনাবাদা মপুংজেং পুথা ওম্বাগী মথকতা সংস্কৃতিগী পুং, ইশৈ, কীর্তনগী মরমদা ওঝাগী থাকতা লৈবানা অয়াম্বনি। মরমসিনা নৌনা খুন্দারবম্ন মশা মশাদা সংস্কৃতী লোয়নাবনা সংস্কৃতি থৌরমদা ওয়াংপা ওম্বদে। নিংথৌগী ভায়শেন ওম্বহনা কোম্বংগা মরি লৈনাবনা মখোয়গী সংস্কৃতিগী প্রভাব কোম্বংদা য়ামনা নিংথিনা ভাপি।

মনিপুরদা (১৮৯১ খৃঃ) ইংরাজগা লান থেংনাবা মতমদা পুং ইশৈ তম্বা চংখিবা ত্রিপু-রাগী অহল ওঝাশিংদাগী লানগী ওয়ারী হৌজিকসু তখেনগী খুমকতা শোম্নরি। কসবা খজনগরগী পুংয়ৈবা ওঝা লোয়তাম লৈকোল লানগী ওয়ারী লিখিবা অমনি।

বাংগালী হিন্দুগী "বার মাস তের পার্ব্বন" হায়বাগুম, মনিপুর শ্রীগোবিন্দগী সেণাদা ঋতু ঋতুগী কীর্ত্তন, রাস চিংবানা থৌগন তৌবাগুম ত্রিপুরাগী কোন্থংদাশু থৌরমসি লেপ্পা। লৈতনবাগী দমক মৈতৈ লুচিংবাশিং দা শিন্নবদা স্নাখ্যা কোকচাওদ অহানবা ওয়না শিন্নখি।

মৈতৈ মহারাণী ওয়না নিংথৌ-গী ভায়শেন ওয়রে হায়রবশু পুং, ইশৈ, জগোয় থৈরে, থংলে হায়রা-বশু মৈতৈগী নট কীর্তন পালা হন্নাদা কবিদৌইঙদশু হাওনিংথৌ মচা, মগুশিং পুশিনবা তৌদে। নিংথৌ, নিংথৌমচাবু সম্মান মতিক চানা পিরবশু সামাজিক থৌরমদা ম'থায়দি মৈতৈ গুম্না বৈষ্ণব ধর্ম



মহারাণী রত্নমঞ্জুরী (নিংথেমচন্থু ঢাকা লৈমা)

চংপা নত্তবনিদা তোঙানন থমখি। মৈতৈ লোন, মৈতৈগী শাজং চংলাবা কাও, থোথাও, কুকীশিংবু শেংদোকতুনা মৈতৈ কুরূপতা সমাজতা লৌথংতবা নত্তে। অদুম্না লৌথংখি-বাগী মচা, মগুশিং মশিং য়ামদে হায়বা য়াদে। অদু ওয়রে হায়না তৌনিংবতা ভাগে লৌথ-নিংবা লৌথংকে হায়বদি য়াদে হায়বাগী খুদম আগরতলা মৈতৈ মরকতা স্নাথ্যা কোকচাও স্নাগী 'শ্যামগী দল' গী ওয়াথোক হৌজিকসু ওয়ারী ওয়না লিনা য়। 'চিংমী' শ্যাম' কৌবাবু স্নাথ্যা কোকচাও স্নানা অত্থানি হায়না কনা-বুশু ভানদনা লৌথংপাদগী ওয়াথোক থোকপানী লৈকায় লৈকায়দা কুরূপ, কুরূপ দলাদলী কয়া-মুক শাথীখি হায়বাদ থংনবা য়ুমদগী মৈ লোনদে হায়। অদুম্না স্নাথ্যা কোকচাওন্না মচন ইবেমা মহারাণী ভাগ্যমতিগী তাল্লুক আগরতলা, সাতভুবিয়া, নিশালগড়, শিবন-গরদা লৈরিবা মৈতৈ প্রজা শিংবু স্নাথ্যাগী মৈতৈ মুড়াদার (তহছিলদার) শিংনা নিংথৌ অঙম্বাগী প্রভাব বিস্তার তৌদুনা স্নাথ্যাগী দলদা য়াওনাবা হাংনাবাদা স্নাথ্যাবু য়ানিং দাবা কাংবুনা রুটিশকী লমদা চন্দুনা থাং-বাগী ওয়ারী হৌজিকসু অহন লমম্না শোয়খি। পায়টিয়া সাতভুবিয়াগী তহছিলদার ওয়রম্বা কীর্তিময়ুম গোকেশ্বর, বাবুচাঁদ, বলভদ্র,

কনথা ব্রজনগর (বিশালগড়)গী ভাঙোম থামা মখোয়গী মন্দির পনবাগাই।

শ্রাদ্ধগী বিধি লৌনা শ্রাদ্ধ শোনবদা চেং ১ম্বং চাকক্কী মরমদা ব্রাহ্মণ শিংগী ব্যবস্থা লৌনা দলাকনী, মতম কুইনা লৈরমমী। হৌজিকসু চেংনা ১ম্বং চাকনা শ্রাদ্ধ শোনবা য়াওনরি। রাধাকিশোর মহারাজকী মতমদা ১৯০১ খৃঃ/১৩১০ ত্রিং ভারতকী মফম মফমদা সেন্সাস তৌবাদা ত্রিপুরাদসু সেন্সাস তৌখি। আগরতলাদা মি ৬৪১৫ লৈরে হায়।

১৯০৮ খৃঃ আগষ্ট ১৯ য়ুবরাজ বীরেন্দ্র কিশোরগী শন্নিত্তবা মচা ইবুঙো বীর বিক্রম পোকলে। মনিপুর মহারাজ স্যার চূড়াচাঁদ লেংবিরকখি আগরতলাদা মনায় মথন ময়াম পুন্না তায়শেন উনাবা (১৯০৯ খৃঃ)।

মনিপুর মহারাজকী সম্মানদা আগরতলাদা অচৌবা দরবার কমখি। দরবারদা মফম মফমদগী জমিদার, তালুকদার ময়াম য়াওরখি। আগরতলাদা হৌজিককী রূপছায়া. চিত্রকথা সিনেমা হোল, হকার্স কর্ণারনা চিং-বাসী "খোসবাগান" হায়বা চাওরাবা লম্পাক ওয়না মেলা তিনকম. শাংকম ওয়না লৈরমমী। লম্পাকসিদা মনিপুরগী শগোন কাংজৈ, কাংজৈ, থাং তা মুক্নাগী নিংথিজরবা থৌরম উবা ফংখী ত্রিপুরাগী মীয়াম মনিপুর নিংথৌগী থৌজাননা। ইনিংথৌ চূড়াচাঁদ মহারাজ মবুথৌ পাখংবগী খোংগুল লিল্লনা "পাখংবা" দা থুদোন কাহনা পূজা কংখি। নিংথেম পালা ওবা ময়ামগী নিংথিজরবা মৈতৈ সংকীর্তন শ্রবন দর্শন কংখি, তখেনগী মৈতৈ, প্রজা। ইনিংথৌ মহারাজ চূড়াচাঁদ মচা মত্ত তায়শেন খোংগুল লিবা ওয়না থলেথয়, বনমালীপুর মৈতৈ লৈকায়দা লেংশিনবিরমমী। মৈতৈ বোর্ডিংগী দমক মফম জনা মতেং পিবিরমমী রুপা ৫০০।

মনিপুর মহারাজকা লোয়নারকপা "বিষ্ণু" গী মন্দির পেলেসকী আওয়াং থংবদা শাবা-হুবু অহিং অথেংবদা মৈনা চাকখি হায়। মীয়ামগী মতেংনা মুথংলে। খুতকতা অহিং নোংশোয়বা মন্দির শাহনখি। নোঙালগা "বিষ্ণু" মন্দির মমাঙৈদৌনা লৈরমলে। ঘণ্টা



(নরধ্বজ ঠাকুর (কোকচাওমা)

৫/৬ মমাংদা মৈনা চাকখিবাগী খুদম কয়িম ফংজনত্রে। ত্রিপুরা মহারাজকী—ইনজিনিয়া-রবু বজ্র, বজ্র হায়নাখি।

"মোইরা তোনজাও কান্নবা" মৈতৈ শগোন লাবা (টাটু) লুচিংবা ওয়না শগোন কয়াম খুদোন তৌরমী ত্রিপুরা নিংথৌদা। মহারাজ রাধাকিশোরসু ত্রিপুরাগী "শামু" খুদোন তৌখি মনিপুর মহারাজদা। মনিপুরদা "তাংখনলা" হায়না থংনখি। মহারাজবু থৌগল তৌন লোয়নারকপা মৈতৈ থরদি তখেনদা লৈহৌরে। মৈতৈনা মৈতৈবু শক থংবা হায়-

বন্থ ওয়বানরা মনিপুরগী শগোন কনাহ্ন শিজিন্নবা ওমদরে। থোয়দোকনা 'মোয়রাং তোনজাও কারবা' দি অতৌবা (রাজকুমার বুদ্ধিমন্ত) নত্তনা অতৈ কনানাহ্ন লাকশনবা ওমখিদে হায়।

মনিপুর নিংথৌ লেংখিবগা মহারাজ রাধাকিশোর তীর্থ যাত্রাদা বানারস চৌখরে। লাইগি নোংদম হাওবা গাডী এক্সিডেন্টনা মাচ ১২, ১৯০৯ খৃঃ বেনারসতা কৃষ্ণথুয়া ফংখি।

চহি ২৫ শুবা যুবরাজ বীরেন্দ্র কিশোর মার্চ ১৭, ১৯০৯ খৃঃ রাজগদ্দি ফমদুনা রাজ্য শাসন পাখখি। ১৯০৯ নভেম্বর ২৫, রাজ অভিষেক তৌদুনা ত্রিপুরাগী ১৮৩ শুবা মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য ১৯০৯ খৃঃ দগী ১৯২৩ খৃঃ রাজ সিংহাসনদা লৈরম্মী। মনিপুর মহারাজ চূড়াচাঁদ রাজ অভিষেকতা ত্রিপুরাদ অমুক লেঙকখি।

মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মপাবুং মবুংথৌ নিংথৌশিংগুম মওম পুন্নমকতা মগুন লৈবা নিংথৌনি। মহাকবি শিল্পীগী পুদমদি ভঙ্গি ফাওবা প্যালেসকী নোংপোক থংবা "লাল মহল" কুঞ্জবনগী প্যালেস লৈরী। লালমহলগী শিল্প নৈপুণ্য, কুঞ্জবন প্যালেস মপানদগী উবদা থাক অনি শুবা প্যালেস হায়গনি, ভাংসংবদ নত্তে।

লর্ড কারমাইকেল ১৯১৫ দা লোনালদে ত্রিপুরা পরিদর্শন তৌবা মহারাজকী মতমসিদনী। মতমতদা আগরতলা উদয়পুরগী মরকতা হাওডা তুরেন মথকতা চাওরাবা য়োংবী "খোং" কারমাইকেলগী মমিংদা কাংলোকখি। শা, উচেক, শজী, শভায়, ক ওক শওোম ময়াম য়োকতুনা চড়িয়াখানা (ZOO) শেমখী খোসবাগান মনাকতা। হায়রিবা "খোস-বাগান" লম্পাক ত্রিপুরা নিংথৌদগী (ক্রয়) লৈরাগা জামাই (অভ্যাংইবুঙো) নিংথৌদা আটনপোৎ ওয়না দান তৌখি। নেপালগী জ বাহাদুর, ত্রিপুরা মহারাণী প্রভাবতী দেবীগী মপাবুংনা। মখোয়গী ইনাখিনী হায়।

১৯১০ খৃঃ সনসম্ কামিনী কুমার সিংহ পুলিশ সুপাঃ ওয়না রাজকার্যদা সরুক য়ারে।



মহারাণী তুলসীবতী (পোড়োমশিমা তুলসীবতী)

ত্রিপুরা (ভারত) গী রাজকার্যদা লাংগাথুবা স্নাথা কোকচাও স্নাগী (মন্ত্রী) মথং সনসম্ কামিনী কুমার না অনিশুবা ফমনায়না ওয়খি।

আওয়া লানগায়বাদা মনিপুরদগী থোকলক্লপা মৈতৈ ময়ামতুগী থব অমা আগরতলাগী আওয়াং সোনাই তুরেন মপান্দা খুন্দাখিবা হৌবদা "লিমাবমনা" হৌদোকখিবা খুন লৈকারক বামুটিয়াগী "লিকমান খুমন" কারনা থংনরি। মনাকতা ধর্মগড, বাজালঘাট, সাতভুবিয়া দা মৈতৈশিং খুন্দানি। ময়ামসিবু

লৌতনা "বামুটিয়া পরগণা মিংথোনদা হৌজিকন্থ লৈরি। মহারাজ রামগংগা না বামুটিয়া পরগণাসিবু "বৃন্দাবনদা" "রাসবিহারী" গী মন্দিরদা সেবাগী দমক দেবোত্তর ঙৌংমখী। লিমাবম চরণসিংহবু নিংথৌনা তহচিলদার হাপখৎমি হায়। বামুটিয়াগী লৈকায় অমাদা সনসম্ মুকুন্দপুর বৃন্দাবনদা যাওখী। মচা ইবুঙো হেমবর্ণ কানজেনবা মতম লমথাং ঙোংঙৈ মরিল্লা পোকপনি হায়। খুমনথেম চন্দ্র চন্দ্রেশ্বরী মহারাজ ঈশানচন্দ্রগী পাটেশ্বরীগী মরিদগী সনসম্ নিংথৌগী ঙায়শেন ওখি। মহারাজ ঈশানচন্দ্রগী মচা ইবুঙো কুমার নবদ্বীপচন্দ্রদা (কৈশাম লৈরা অভিন্দধীনা পোকপা) সনসম্ চন্দ্র নিরূপমাবু থাজখি। ঈশানচন্দ্র মহারাজ লোংগাখিবা মতুং বীরচন্দ্রনা নিংথৌ কম লৌখিবদা মনাও ইবুঙো নবদ্বীপ চন্দ্রগা ফুভায় নদছনা ত্রিপুরা। আগরতলা খাদোকতুনা কুমিল্লাদা লৈখি। বামুটিয়াগী সনসম্ হেমবর্ণ মণ্ডলিপাবু মঙোমদা থাজেক নংদাহনা মচা মণ্ডশিং পুন্না মহারাজকুমারগ লোয়নাহনা কুমিল্লাদ লৈখি। সনসম্ নবকুমারগী ইবেমা অরামবম্ চন্দ্র চন্দ্র কণানা 'সনসম কামিনী কুমার ১৮৮৩ খৃঃ ওয়াকচিংদা পোকলে। রাধাকিশোর মহারাজনা নবদ্বীপ বাহাদুরবু অমুক আগরতলাদ পুনকপা মতমদা সনসম্. কৈশামগী ইমুংশু যাও কলে। মথোয়বু হৌজিককী জেইল-খানাসিগী মফমদা লৈহনগা মতুং ওলেন্দর বামনলৈমাগী মফমদা লৈহনখি। সনসম্ কামিনীকুমার ১৯০৯ খৃঃ মন্ত্রী ওখি ১মুং বীরবিক্রম মহারাজকী মতম কাওবা মন্ত্রী ওয়রমী। মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোরনা

"রাধামাধব" কী মণ্ডপতা অধিবাস কৌহনা কৎপা "মহাধুমেন" ওনা ওসি কাওনা পইতে দর্শন, তাবা কংজি হায়। তৌবাথুদি মসিদিগী মমাংদা বামুটিয়াদা আওয়া আকিয়াবদগী ইংরাজগী পেন্সন কংনালাকপা অহন অমনা "ধুমেন" কৎখি হায়, মথং মহারাজ রাধা-কিশোর না রাধানগরদা ধুমেন কৎখি। রাধাকিশোর মহারাজনা নিংথৌখুবম (১৮৯৬খৃঃ) কংনগা "ইবুধৌ" পাথংবা হারাওখিই হায়। বীরেন্দ্র কিশোর মহারাজগী ধুমেনদা ১৯১৬খৃঃ মনিপুরগী ওবাশিং মখাগী থাংকোকপা, ওবা শন্যান তুবানবা, মাধ্য নিতাইপাদ, চাওবাল্ল মৈচাহা ত্রিপুরাগী ওঝা হাও।, ওঝা যোগেন্দ্র, মহেংবম পাতন সারাংবম্ রতন, অহৈবম কোত্রা ওঝা শিবজয়, ঙাংবম ইবেতম্বীনা চিংবানা "মহাধুমেন" মপুং ফাহনখি হায়। মাইল ১০/১৫ রোম থাগ্নাদগী নোংমা মমাংদা ভাবোক বৈষ্ণব ময়াম আগরতলাদা লাকপনা মৈ চাকখিবা মতুং লৌনা শাবা "রাধামাধব" কী অচৌবা মণ্ডপতা মফম চনখিদে। পাকথন থনখি হায়। কাটা থাদগী তোর্ব্বানদা বৈষ্ণব মখামগী প্রসাদি থৌরাংবদা ব্রাহ্মণ ৫০ রোমনা অহিং ফুংখিল থায়দনা হোৎনাখি হায়। আগরতলাগী মি লিংশিং ৬ রোম লৈজবণি মথকতা মৈতৈ মিশিং ৪০রাম তিনখিবা অঙকপা ঐতিহাসিকনী। মহারাজ রাধাকিশোরগী মতমদা মৈতৈ মহারাজকী মতৌ ত্রিপুরাদা "নিংথেম পালা" লিংখৎতুনা পুংবৈবা, ঈশৈ শকপা, দোহার, খোৱাং বাবু থাগী লুপা ১০ ৫, তৌনা পিহনা 'লক্ষ্মীনারায়ণ' ১মুং নিংথৌগী কর্ম ক্রীয়াগী কীর্তনগী

নমক শিন্নখি। যুবরাজ বীরেন্দ্র কিশোর মৈতৈগী পুং মতিকচানা হৈবনা মপাবুং মহারাজ রাধাকিশোরনা নিংখেম পালা নিংথং পালা মচা ইবুঙো যুবরাজস্ম "যুবরাজ পালা" লিংথংহল্লনা পুং থোনগে থৌরাংখি। রস তত্ত্ব খংলকা মহারাজনা মচা ইবুঙোদা হায়— মৈতৈগী কীর্তন-ভাব কীর্তন রস পকপী কীর্তনদা ঐথোয় শাক্তনা পুং, ঈশৈ শকপা মৈবা ১মুং কায়রাগা অপরাধীগী মশকনী হায়না থিংনি।

(১৯১৪ খৃঃ) অহানবা লানজাও মতমদা ত্রিপুরা নিংথৌ বীরেন্দ্র কিশোরস্ম ইংরাজগী লান মতেং ওয়না লানমি থাবদা মৈতৈ মচা লানমিশ্ন য়াওখি হায়। মতমহূদা মৈতৈ খুনজাও লৈপাক তিয়হনা লানথে নবাগী ওজা ভানাবহূগী ওয়াগী ভাব ফঙি।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরাবু মহাককী মমুম ওয়না লৌখি। রাজনীতি, রাজ্যশাসন, রাজ্য ঙাকশেনবা, সাহিত্য, সংস্কৃতি মখমদা ত্রিপুরা নিংথৌগী ঙাকম অমা ওয়না কবিবু লৌশিনখি।

কবিগী ইংগিতনা সমরেন্দ্র দেববর্মাবু ভারত ওয়াংমা আমেরিকাগী হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিদা লাইব্রিক তম্বা থাখি। কবিনা পাম্বাগী রাজকুমার বুদ্ধিমন্ত (অতোম্বা)বু শান্তিনিকেতনদা মৈতৈ জগোয় তম্বীবা থাখি মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোরনা (১৯১৬খৃঃ)। শান্তিনিকেতনদা মৈতৈ জগোয় তম্বীবা অহানবনী, জগোয়দা নকনা ফিরোনশাবা ১মুং অতৈ অতৈ কুটিরশিল্পস্ম শান্তিনিকেতনদা হৌদোকলমী অতোম্বানা। মথংদা পাঙনবম্ ওজা নবকুমার, রাজকুমার চন্দ্রজিৎ, থোঙাম বসন্ত, সিলেটকী নীলেশ্বর মুখার্জি শান্তিনিকেতনদা জগোয় তম্বীখি ১মুং মৈতৈ জগোয় নৃত্যনাটিকদা রূপ পিনা হৌখি।

ত্রিপুরা নিংথৌগী বসন্ত উৎসব অচৌবা উৎসব অমনি। বসন্ত মচুগী ফিজেৎনা রুপী, নিপা পুম্নমক বসন্তবু অভ্যর্থনাদা অচৌবা উৎসব ওয়না শিনথানৈ। প্যালেসকী আওয়াং থোঙা আম্রাবলগী শগোলনং লম্পাক তা মৈতৈগী "হনত্রে হুমকুম্" হায়না ওজা মকনা নিংখিনা শাৎবা 'কাংজ্রম" লংহূনা শনবা "পোংকাটে শানবিবা নাশারোল তমজরাং ওয়না মচু তাদনা শানবা উবদা জঙারঙবা কোংদোকহূনা কাচাড়গী লৌনা লাকপা থোঙাম পার্থনা নিংথৌগী য়াথং লৌহূনা নিংখিনা শান্নবাদা নিংখিনবা মিংকী কুম্মৈ ওয়খি। ১মুং নিংথৌগী অপেনবা ওয়খি। রাজকুমার বুদ্ধিমন্ত (অতোম্বা) না থাং খোশাদনা অয়ুংবা লকুবু মকক ৭ (তারং) ককপা কাওবা তুদবা থাংশী লীলা অঙকপাগী ওয়াগী মৈতৈ খুনকতা লৈখি। এম, বি বি কলেজকী আওয়াং লমপাক ১মুং হোস্টেল মনাকতা লৌনজম মহারানী রাজেশ্বরী গী মমাম্বা রসমোহন ঠাকুর (টিলা)গী চিংথক বসন্ত উৎসব পঞ্চমী মেলাদা লৈপ্ হুমায়, লৈ, নাচম লৈপরেংগী ম'ঙাং মঙোংনা "একজিভিশনম" উৎসব লৌবাহূ লৌজিকস্ম রসমোহন টিলাগী মেলা হায়না খংনরি।

মেলাদা লৈপরেংনা তাওরি। পাখং লৈশাবীনা লৈপরেং শিন্নবাগী ওয়াথোকস্ম থোকলি হায়। অসিগুম্বা কৃষ্টি, সংস্কৃতিগী থৌরমনা উৎসব তৌবদা "কবি রবীন্দ্রনাথস্ম বার্তোন তৌনা য়াওজরী মহারাজ বীরেন্দ্র

কিশোরনা।

ভারত সম্রাটকী দিল্লী দরবারদা (১৯১১ খৃঃ) খুদোন পিনবা ত্রিপুরাগী মমিং চংলাবা শামু ময়াগী লিকক, মষ্টি ১মুং অতৈ অতৈ মখক নায়রবা পোং, চৈ কোওয়া (সুপারী)গী চৈত্তনা চিংবা শেম, শানবা রাজকুমার বুদ্ধিমন্ত (অতোম্বা) ১মুং মনিপুর শিংজমৈগী ময়াম্বুংশিং ম্যাথ্যা লৈকোনম্না, গোলামজ তম্না চিংবাদা শিন্নখি হায়। দিল্লী দরবারদা অতোম্বাবুম্ন য়াওহনখি হায়। মতমসিদা রাজকুমার বুদ্ধিমন্ত সিংহগী মনাও ইবুঙো বাবম্না খুইান ওয়খিত্রনা মেমগী লোয়নদা H L Leonard মিংথোন দা রেংগুনদা য়াম্না চাওনা ঘড়িগী দাকান তৌরি। সাহেব আগরতলাদা লাকখি। য়েচ্ছনি হায়না সাহেববু খুমনশেম কীর্তিধ্বজগী মমাং শংগোয়দা থমমি। টেবিল মথকতা চাক পিজবদা মতম কুইনা মৈতৈ চিনজাক চাদবনা হিনজা দা মোশোক শাবাবু "মুংশা শারে" হায়। মনাও ইবুঙো সাহেবনা থৌশিনহনা ইংরাজ সরকারনা কয়েদীগী SPECIAL "হাতকড়া" তালা শানবা অতো-ম্বাবু রেংগুনদা কৌখি। মতমসিদা আগরতলা রাজধানীদা লৈবা মৈতৈশিং নিংথৌগী মঙান-না চাওখ্না লৈরাম্বা মমাংগী নিংথৌগী "চৌথায়" অতৈ লৈত্রে। নিংথৌগী নকনাবা ভায়শেন থর "শরপোষ" কৌবা, থরা অমা রাজা সরকারগী ১মুং নিংথৌগী পারিষদ ওয়না থাগি শেন ফংবা নত্রনা অতৈ মীওয় আওয়াবা ওয়। মৈতৈ রূপী ফিরোন শাবা, কাংথন শাবানা ওয়াহ্না ওয়। মুঠাদা অনা অহুম, সিকি পিবা লংনা কাংথন (খুত্তপ 2½ × 8) অমদা সিকি অহুম লুপা অমা পিবা মতমনি।

মৈতৈ কাংথন মমিং চংলাবা কাংথননী। যুবরাজ টিকেন্দ্রজিৎকী মনায় নূপী ইবেমা অমম্ব কাংথন শাত্রনা শেন তানবাদা চোংথা-মগী পুংযৈবা ওঝা গোকুলচাঁদকীদা লৈরমমীম্ব হায়। মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোরগী মতমদা ত্রিপুরাদ অহানবাগী ওয়না "কৃষি ১মুং শিল্পগী" একজিভিশন হৌদোকখি (১৯১৮ খৃঃ)। জাপানী তাঁতলা কাংথন শাবা, ইনশাবাগী মংমদা মেডেল ফংখিবা রাজকুমার বুদ্ধিমন্ত (অতোম্বা) নি।

মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোরগী মতমদা থলেশ্বর ১মুং বনমালীপুর মথকতা চেনবা হাওড়া তুরেন থৈখিত্রনা হৌজিককী ওয়াটার সাপ্লাই লৈরিবাসিংগী থা শোমদা পুখিত্রনা জগড়িয়া মড়াদা তুরেনগা শমন চনশি গোল-বাজারদা। তুরেন মপানদা হৌজিক গোল-বাজার লৈরম্বা আফিস আদালত পুম্নমক লোয়না নানা শাবা দালানদা হাংজিনখি। উড্‌বারন অটিজন স্কুলগী মমিং ওনথোকত্রনা "শিল্পাশ্রম" মিংথোনদা হৌজিকগী জেইল রোডকী নাংপোক থংবা থলেশ্বরদা হোংজ-নখি, রাজকুমার বুদ্ধিমন্তনা সিনিয়র স্বপাঃ ওয়না মতমনি। উ তুবা, থাং শাবা, কান হৈবানা চিংবা তম্বীবদা চাত্রশিংবু থাদ লুপা ২, ৩, বুত্তি পিরমমি। মনিপুর, কাছাড়দগী মৈতৈ মচা লাকত্রনা তম্বাগ্র য়াওরি। মনি-পুরগী মোত্তবী পালাদা তোড়োগী লীলা আগরতলাগী, ত্রিপুরাগী মৈতৈ শিংনা ওয়াত্রি ওয়না লিনাবা হৌজিকম্ন অহর্মশিংজগী তাব ফংতি। মনিপুরগী ফাগী পালা, লীলা আগর-

ভলাদা লাকপাদা অহানবগী চাং য়েংবা হায়বসি "তোনজম ময়ুম" (রসমন ঠাকুর) থুমনখেম ময়ুম, (কির্তীধ্বজ ঠাকুর) নিংথেম ময়ুম (অঙোম্বা) দা লোয়বা য়াক্সবনী। চাং য়েংবা মতুং অতৈ অতৈ খুল্লকতা চথখি। হৌজিককী বনমহোংসবনি হায়না উ, হৈবা, লৈরাং থাবাসী উৎসব ওয়না তৌজ্রাবস্থ স্নাথ্যা অঙৌস্নান থারম্বা বট পাম্বী



রাজকুমার বুদ্ধিমন্ত (অঙৌম্বা) ১সুং সিডা কাবকলৈ।

অনি হৌজিককী ক্রেফট টিচার্স ট্রেনিং সেণ্টার মমাং জেইলা রোড মথকতা সাক্ষী ওয়না লৈরি।

মহারাজ চীন্দ্র কিশোর মচনপী কুমারীশিংনা "নূপী করতাল" শকপদা পু খোনবদা "কোকখোনদা" বেটারীনা থানবা 'বাদ" ময়াম লৈপরেংগুম ভানচনা লৈতংবা, পুংগী মরু মনাওদা খুৎ থাবা খুদিংগী "বাব" ময়াম হুনা খংপ্রেক খংপ্রেক ভানবাগা লোয়নানা "কোকিলপ্রিয় তাল"গী উংশিনবা মতমদা নিংথৌব খোগন তৌনা তুং ইল্লিবা অঙৌম্বা (রাজকুমার বুদ্ধিঃ ৬) বু রাজকুমার বাজাও, সনা য়েম্বু হায়না য়াথং তৌবা, মহারাজকী পালানা মহারাণীদগী হেল্লে কায়হনগে হোংনাবা। মহারাণীনা স্নাথ্যা নিতাইপাদ ১সুং মতিক চারবা পরুম্বা পাওনবম নবকুমার কুমুদবন্ধু চিংবানা মহারাজগী পালানা করি হেনজনগদে হায়তুনা মহারাণী প্রভাবতীবু থাগৎতুনা "নূপী করতাল"গী খোনমশিংও ভসি নিংতম্রক চাওখৎলে। হায়বা মতমসিদা মৈতৈগী সংস্কৃতি অপুক চাওখৎলমমী ভায়বাগী মঙানদু মমৎথরকপা নত্তনা অতৈ ভানখৎত্রে।

মতমসিদা স্নাথা নিতাইপাদম্বা, (রাজকুমার জীতেন্দ্র) মণিপুরগী শ্রীযুত চূড়াচাঁদ মহারাজকা শুভায়নদবা ১মুং মহারাজকী "খানা" ভায়বাক্ক লৈবা মতম স্নমা ওয়বানা নহি পরগী মনিপুর থাদোকতুনা নবদ্বীপ, কাচাড়, চামাই, বড়ইতলী, ত্রিপুরাদা পোথা পোথানা সেবক শিংদা সেবা ফংহনবা মতমনি।

স্নাথা নিত্তাইপাদ স্নানা (রাজকুমার জীতেন্দ্রজিৎ) হৌজিককী বাংলাদেশকী 'ছোট থামাই" জন্নী পোঃ দক্ষিন ভোগসু ভায়বা

মখম শ্রীনাওয়াং শিংকগী মুমদা চহি শরগী মমক সংস্কৃতিগী "রাজপাট" স্থাপন তৌখি-মারে। মমখসিদগী আগরতলা, কৈলাসহর মতমখরগী কাকাড়, লক্ষ্মীপুরদা লেংহুনা মৈতৈ সংস্কৃতি সেবা তৌবাগা লোয়নানা সংস্কৃতি সেবীশিংবু ঊখোপিখীবা মতমনি।

মচাইবুঙো শিংগী ওয়াখল ১মুং শ্রীশ্রীপ্রভু প্রভুগী সেবাগী ওয়াখল্লগ মংক মংকতা শ্রীধাম নবদ্বীপতাসু লেংলবা নত্তে।

ত্রিপুরাগী নিংথৌ বীরচন্দ্র মহারাজ মতম দগী মৈতৈ সংস্কৃতি ঈশৈ ১মুং জগোয়দ কোক্লুংগী মওংদা রূপান্তর ওয়বাগী খংথা হৌরাগনু মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোরগী মতমদা স্নাথ্যা জিতেন্দ্রজিৎ শম্বা রসজ্ঞ সঙ্গীতজ্ঞনা আগরতলাদা শংবিরকপাদা ত্রিপুরাগী সংস্কৃতি জগংতা অনৌবা রূপান্তর ওয়বা হৌরি হায়না যায়। মৈতৈগী পুং ঈশৈ ওঝা গুরু শিংগী খুৎতগী "কোরবেক" না সেবক শংগী নাম কংবা ওয়রম্মী। মহারাজকী মতমদা কোরবেকশিংগী অমা অনি ছাপা মংখকনা "উন্নম্" তৌখিবা (১৯২৬—২৪খৃঃ) ইবুঙো ইবেমাগী লীলা "বিপ্রলব্ধা" লাইরিক অমা অনি কনাগুম্বা ওঝাশিং সাহিত্যিকশিংদা লৈরম্বা যায়। নিংথৌ বীরেন্দ্র কিশোর ১মুং স্নাথ্যা নিতাইপাদ শিল্পী অনিগী "মিলন" ত্রিপুরাগী সংস্কৃতি জগৎ 'মৈতৈ সংস্কৃতি চশৈ ১মুং জগোয়" দা অনৌবা রূপ, শকতম্ "নৃত্যনাট্য" কোংদোকখী হায়বা যায়।" "বৃন্দাবন বিলাস" "চাঁদ কুমুদিনী" নৃত্যনাট্যদা বাংলাগী "নৃত্য-নাট্য" রীতিগী মতুংদা মৈতৈগী 'রসকীর্তন" খুবাক ইশৈশিংবু নাট্যদা রূপান্তর তৌবাহুনা পরবর্তী অধ্যায়দা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকী "শাপমোচন, চিত্রাঙ্গদা" নৃত্যনাট্যগী শকতমসী লাকখী। পাঙনবম ওঝা নৃত্যগুরু নবকুমার, পাঙনবম ওঝা কুমুদ ঠাকুর ওঝাশিং স্নাথাগী কৃপা কংবনা বিশ্বকবিগী নৃত্যনাট্য গী মশকপু "রূপ" পিবদা অচৌবা থৌদাং লৌবা ওমখী ১মুং ভারতকী সংস্কৃতি জগংতা অনৌবা মঙান পুথোকখি। নৃত্যনাট্যগী নেপথ্যদা স্নাথ্যা নিতাইপাদকী অবদান কনানসু থংজবগ



নৃত্যগুরু ওঝা পাঙনবম নবকুমার

সংস্কৃতি জগংতী "ঋণী" নি। মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোর ১মুং কবি রবীন্দ্রগী থোয়দোকনা ডংশিজরবা ওয়রাগা লোংগাখ্রবা মহারাজ রাধাকিশোর ১মুং থাঙাম লৈমা রূপমঞ্জরীগী মচা ইবুঙো মহারাজ কুমার ব্রজেন্দ্র কিশোর গী থৌশিনদগী অত্তৌয়াগী মথং পাঙনবম ওঝা নবকুম রবু শান্তিনিকেতন রবীন্দ্র সান্নিধ্যদা থাখিবনী (১৯২৬ খৃঃ)। স্নাথ্যা জিতেন্দ্রজিংকী মংমদা ত্রিপুরা নিংথৌমচা ১মুং মন্ত্রী মহারাজ কুমার নবদ্বীপ বাহাদুরনা ইখিরম্বা (১৪ ভাদ্র

১৩৩৩ ত্রিং ১৯২৩ খৃঃ) চিঠিদা হায়রি—"ভাগ্যচন্দ্রের সময় হইতে বহু বঙ্গীয় গাস্বামী মহাশয়েরা, বৈষ্ণবপদ কীর্ত্তন সম্প্রদায় সমভি ব্যাহারে মনিপুরে গিয়েছেন। তাহাদের নিকট হইতে উক্ত সঙ্গীত শিক্ষা ও বৈষ্ণব রস শাস্ত্রের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া মনিপুরী গায়কগন যে একটি স্বদেশীয় কীর্ত্তনের সুর (air) সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা গৌড় মনিপুর কলালীর সমবায়োৎপন্ন অপূর্ব্ব পরিণতি। আমি এই সঙ্গীত আবাল্য শুনিয় আসিতেছি। স্ব। জীতেন্দ্রজিৎ এই সঙ্গীতে যথেষ্ট কৃতিত্বের প্রমাণ ও পুরস্কার স্বরূপ স্বর্গীয় ত্রিপুরেশ্বর বীরেন্দ্র কিশোর মানিক্য বাহাদুর স্বা জীতেন্দ্রজিৎ সিংহকে একটি সুবর্ণ পদক প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি প্রথম বয়সে নবদ্বীপ বাসের সুযোগ পাইয়া বঙ্গদেশ প্রচলিত মনোহর সাই কীর্ত্তন ও শিক্ষা করিয়াছিলেন।

চিঠিদা হায়রিবা স্বর্ণপদককী মতমদা অঙ্গনশিংগী ওয়াংদগী তাবদী—মতমংদা স্নাথ্যাদি লনমালীপুরদা অভৌস্না (রাজকুমার বুদ্ধিমন্ত) গী শংগায়দা লৈরমমী। স্নাথ্যা না শংগায়দগী লেখথোকখিভেদা মচা মনায় কনাওম্বা অমনা "মেডেলসী" থৈদোকখী হায়। ১৯৩০/৩১খৃঃ মনিপুরগী স্নায়ামবুংহনগী থৌনা-দগী মহারাজ চুড়াচাঁদকী "ইনপোকপা" মানা লৌগা লোয়শনবহ্ স্নাথ্যা নিতাইপাদ স্নাগীশ্ব লোয়শিনখিয়ারে। মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোরগী মতমদা (১৯১৬খৃঃ) T. C S কী নিয়মাবলী লোৎখিবে।

১৯১৫খৃঃ (১৯১৫ ত্রিং) মহারাজনা ষ্টেট কাউন্সিল শেমখি ১সুং ১৯১৮ খৃঃ কাউন্সিলগী ব্যবস্থাপক সভা (Executive Council) শেম্বাঙ্গবু "দরবার" মীংথোন থোনখি। মতম-সিদা মপা ম তান মহারাজকুমার নবদ্বীপ বাহাদুরবু মন্ত্রী কম পিহুনা রাজ্যশাসন শিয়খি। মতমসিদা ১৩২৬ ত্রিং (১৯২৯বাং/ ১৯১৬ খৃঃ) কৈলাসহরগী শ্রীব্রজগোপাল সিংহ না ' মনিপুরী ও কুকীভ বাশা' লাইরিক কোংখী নিংথেম্পী মতৌনা। শ্রীব্রজগোপাল বিষ্ণুপ্রিয়া শাংসনী হায়। মতমসিদা বিশ্বগাগী চিংমাংদা 'চা' বাগান লিংখৎপা হৌখি।

মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোর মমাসিজা ঢাকাদৈমা ঢাকেশ্বরীগ হায়) মহারাজী রত্ন মঞ্জরীগা লোয়-াহনা মনিপুরদা লেঙ্ হুই হায়। (১৯১২ খৃঃ) মহিম কর্ণেল, সনসম্ নবকুমার, পাওনবম্ ওঝা কুমুদ ঠাকুরনা চিংবাম্ব মহারাজ থৌগন লৌবা চৎনি। ভায়শেনগী মথকতা লৈপাককী নিংথৌ অমাগী মতিক থোকপা অভ্যর্থনাদা মহারাজ চুড়াচাঁদনা আওবাংপা ওয়হনদে। মসিগী মতমদা ত্রিপুরা নিংথৌগী মতিকচারবা A D C কর্ণেল মহিমচন্দ্রনা মহা-ককী "দশীর রাজ" লাইরিকতা "মনিপুর চিত্র" হৈবিরমদা হায়রি—মনিপুর আমাদের কুটুম্ব রাজ্য। মনিপুর বলিতে গেলে আমা-দের কুটুম্বিতার তীর্থ স্থান। কারেই তীর্থে যাইতে গলে

রাজেন্দ্র সঙ্গমে

দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে

কিন্তু সৌভাগ্য বশত. দীনবেশে মনিপুরে প্রবেশ করি নাই। কারণ আমি গিয়াছিলাম রাজপারিষদ রূপে আমাদের মহারাজের সহিত। মনিপুর অধিপতি একবার রাজ

অতিথি রূপে আমাদের রাজ্যে পদার্পণ করে- ছিলেন। সে স্বর্গীয় রাধাকিশোরের আমলে। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছায় অতিথির প্রাপ্য প্রতি দর্শন বর্ত্তমান মহারাজা মনিপুর রাজ্য যাইয়া আদায় করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে মনি- পুরে কি বৃহৎ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, সে রাজকীয় আড়ম্বর সম্বন্ধে উল্লেখ করিবার কোন দরকার নাই কারণ আমি চিত্রকর চিত্রই সাহিত্যিকগণের নিকট দিবার ইচ্ছা।

নংথৌ কোম্ব দা মৈতৈগী সংস্কৃতি থৌরম রাস, জগোয়, কীর্ত্তনদা, লাংথৌ, মকারণী, কুমারী, লিংথৌমচা যাওনা তৌরাবসু ধর্মীয় সমাজকী যন্ত্রী, নীতিবু চাকতুনা উৎসব তৌনা বগী দমক শ্রীরচন্দ্র মহারাজকী চাককতগী ঈশৈ ওঝা মু লোকচাওদা (নরধ্বজ ঠাকুর) শিন্নখি। নিংথৌ মচল মনাও ভুবনচন্দবাগী মৈপাদো মু লোকচাওদা শবরা পবক লৈথোক তুনা তোনজম যুগল ঠাকুর ১মুং তোনজম রসমোহন ঠাকুরদা শিন্নখি মহ রাজ রাধা- কিশোরনা (১৮৯৭ খৃঃ)। মতমসি কাওবা ত্রিপুরা নিংথৌনা মৈতৈগী সামাজিককী মরমদা মিংয়েং তানিরমদে। মৈতৈ মযামসু চোয়না চোয়না থাপনা থাপনা লৈবনা সামাজিককী মাঙলে, শেংলে, ইনথোকদল হাযবাসি থোর থোকনা কনদামাংরে। অতুবু মথং মথং ওয়না খংমাবা, চায়বা, চাখোক চশিন তৌনারকপনা সামাজিককী ওয়াথোক থেকপা থোর মাংরে ১মুং পাওসি নিংথৌগী মকমদা য়োৱনা মসিগী মরমদা পথাপ অমা পুরকনাবগী দমক মনিপুর মহারাজগী বাবস্থাকাহিনা পান্তি পিবা ওম ত্রিপুরাদসু মনিপুরীগী দমক পান্ত ১মুং ব্যবস্থা

পিনবা শ্রী মীনেশ্বর সার্বভৌমবু ব্যবস্থাকারী হাপখিয়ে (১৮৯৮ খৃঃ)।

ব্রাহ্মণ ব্যবস্থা পিরগাতা সমাজকী অনুশাসন ওয়দে কারবনা সামাজীক অনুশাসনগী মরমদা য়ে শিন্নবগী মপুওয়না রাজকুমার চিত্রগুপ্ত, রঘব সিংহ ঠাকুর, নবীনচন্দ্র সিংহ ঠাকুর ১মুং রাজকুমার বুদ্ধিমন্ত সিংহবু রাজবাসী মণিপুরী জাতগী "সমাজপতি" ওই হায়না লাওথোকখি কোনংগী মেথো অমদা মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোর না (১৯২১ খৃ)। মহারাজকী য়াথং লৌতুনা মথোংনা লিচার ১মুং সমাজকী অনুশাসন তৌবাতুবু মৈতৈনা ইনদাবা, রানিং- দান রাংওয় কার। দেশ ১মুং সমাজকী যারওন মতু ইরা মহারাজ বীর বিক্রম কিশোর না "মৈতৈ সমাজ সম্প্রদায়গী ওয়াংয়-বিচার" পথাপ শিনবিদুনা (১৯২৯ ইং) ১০'৯ ত্রিং সংক্র ৯না শেঙা লৈপাক কেন্দ্রীয় সভা লেখিখি— ২৬ • ৩১'৩২।

১। শ্রীবুদ্ধিমন্ত সিংহ রাজকুমার—সমাজপতি।

২। শ্রীকুমুদবন্ধু সিংহ ঠাকুর—

সহকারী সমাজপতি।

৩। শ্রীকামিনী কুমার সিংহ ঠাকুর - কর্মকর্ত্তা।

৪। শ্রীনীল সিংহ, ৫। শ্রীগুণ্ডু সিংহ,

৬। শ্রীরাধামাধব শর্ম্মা, ৭। শ্রীসুবলচন্দ্র সিংহ,

৮। শ্রীগোকুলচাঁদ সিংহ, ৯। শ্রীনবীনচন্দ্র সিংহ

অস্টাদশ শতাব্দী লোয়রমদায় ১মুং উনবিংশ শতাব্দী হৌগৎলকপাদা ভারতকী "গুরুগৃহ" বিদ্যাবু থাদোকতুনা নোংচুপ সভ্যতা ইংরাজগী স্কুল, বিদ্যালয় শিক্ষা লৌথংলকপা মতমদা ত্রিপুরায় "পাঠশালা" অমি শিংখংতুনা ভাগ ১০৩গা বিভারম্ভ তৌখিমাংরে (Bengal

administrative report 1874—75)। সংস্কৃতিগী থৌরম মথকতা ১মসুং জ্ঞান, বিদ্যাগী মরমদাসু ত্রিপুরাদা মনিপুরীগী থৌদাং ইতিহাস না তাককনী।

কৈলাসহরদা অহানবা পাঠশালা বিদ্যালয়দা ওবা ওয়বা শ্রীমতি জানকী সিংহ নুপী ওয়না অহানবা ১মসুং মণিপুরীদা অহানবনী। মখক মতৌ মতমদা মহাকপুম্বা লৈতে হায়না তায়। মতমচুদগী চহি ১০ মনুংদা ত্রিপুরাদা পাঠশালা (অহানবগী স্কুল) ২৫ গুরে ১মসুং ছাত্র ছাত্রী ৭০০ লাইরিক তম্বাগী মনুংদা ঠাকুরলোক ৩০, ত্রিপুরী ৫২, মণিপুরী ৫৮, হায়রি। মথংগী চহিদাদি ৬৪ ছাত্রী পুম্নমক মণিপুরীনি হায়। Bengal administrative report)। ত্রিপুরবু তাক শেনবা শেখপং শাগৎপাদা মণিপুরীস্তু ত্রিপুরী আদিবাসী গুম্বা চমি কয়া মমাংদগী থৌদাং মাংনা আদিবাসী ত্রিপুরীনা মণিপুরীবু মথোয়গী শাটৈপ ১মসু তাবশেন ওয়বানা ত্রিপুরী, মণিপুরী অমত্তানি হায়না খল্লি।

প্রজাদি বু উচ্চশিক্ষাগী দমক নত্রবস্তু লাইরিক খব কৈহনবা মথৌন হায়বসি নিংথৌ বীরচন্দ্র ১মসুং মতুকচাবরা মচা ইবুঙো যুবরাজ রাধাকিশোরগী ওয়াথনদা নিংখিনা লৈ হায়নসিগী মরমদা দরবারগী রেকর্ড অমদা ১৩০১ ত্রিং (১৮৯২ খৃঃ) নিংখিনা তাকলি। স্কুল লিংথং-পাগা লোয়নানা স্কুলগী ওবাশিংবু আগরতলাগী বঙ্গবিদ্যালয়দা চহিগী ওবা ৮ ট্রেনিং পিবদা ওবা ২ মণিপুরী, ২ ত্রিপুরী, ২ বাঙালী, ২ কুকী ওয়দাবা হাদে হায়। মতমসিদা ইবেমা থোঙাম তুলসীবতী যুবরাজ রাধাকিশোরগী রাণী ওয়না লৈরে। কোয়ুং মনুংদা নুপী তাবশেন, ১মসুং নুপী মচা শিংবু লাইরিক তম্বীবা হৌরে। খরলৈরগা হৌজিককী পেলেস, মমাংদা লৈরিবা দিঘী অনিগী নোংপোক শংবা "রাধাসাগর" দিঘীগী নোংপোক থংবা মপানদা ইগী শং অমদা হৌগংখিবা তুলসীবতি স্কুল (১৮১৬ শকাব্দ—১৮৯৪ খৃঃ) ওসি মহারাণী তুলসীবতি বালিকা বিদ্যালয় হায়না লৈরি-বাসিনি। থোঙাম মহারাণী তুলসীবতিনা পামজাবা মতুং ইন্না ভারতবর্ষদা লৈত্রবা বেতন য়াওদনা, টিউশন ফি য়াওদনা লাইরিক তম্বারাবা বিদ্যালয়নি। নিংতম্বা মতুং ১৯৪৯ইং ত্রিপুরা ভারত-ভুক্তি ওয়বা মতমদা ইংরাজকী শিক্ষানা মপুং ফারবা আই, সি, এস অফিসার শিংনা ভারতীয়নি, ঐখোয় ইংরাজকী মথা পোনক্লে, ঐখোয় ইশানা তাক শেনজারনী, শাসনগী চুপনী শাংরে হায়না "ব্যুরোক্রেটস" শিংনা দল্লীদা কমচুনা লৈরগা" ত্রিপুরাদা নুপীগী স্কুলদা টিউশন ফি য়াওদানা লাইরিক তম্বা ফংজি হায়বা ভাবদা অতকপা চনখি। ওয়থোকতবা ওয়াখনি হায়। ১মসুং ফিস লৌনবা য়াথং তাওপাখিরকই। অদুবু রাজ্যবাসীগী ওয়ায়েংতাগী ফি লৌবা তোকপনা ওসিস্তু ছাত্রী পুম্নমক ফিস য়াওদনা লাইরিক তমলি। বিশালগড় চাকবাড়ীগী ওবা পৌনাওজম যোগেন্দ্রনা মাইল ২ রোম থাম্না খজনগর কসবাগী "বাজাদিঘী"গী থা থংবা মপানদা বটপাম্বী মখাদা লৈবা চিংথামগী মতপতা লাইরিকপং হৌগত্নুনা লাইরিক তাকপিবাগী "কসবা পাঠশালা" (১৯০৫ খৃঃ) লিংথংপা বটপাম্বীত হৌজিকস্তু সাক্ষী শয়না লৈরি।

স্কুলসিদা তম্বা ওজাগী ছাত্র খুমনথেম্ মাধব

স্কুলসিংগী ওবা ওয়রমমী। হৌজিক অবসর কংহনা ওবা খোয়না শেমগং শাগঙ্গবা অঙাংশিংগী লীলা দর্শন তৌবাগা লোয়নানা "নাম" শোনহনা মতম চায়রি। লাইরিক তম্বা শং (বিদ্যালয়) দা লাইরিক তম্বা হৌবা মতমদগী ত্রিপুরাগী ঠাকুরলোক ত্রিপুরী, ১মুং পার্ব্বত্য জাতিগা লোয়নানা মনিপুরীস্ বেতন কিস্ য়াওদনা লাইরিক তম্বা য়াবগী অধিকার লৈরম্মী। লাইরিক তম্বাদা নতনা মনা (পুরস্কার) পিবাদগী পর্ব্বত্য জাতিগা চপ্ মান্নানা পিবাগী মরমদা মতমদুগী ১৩২৩ ত্রিং (১৯১২ খৃ) সরকারগী গেজেট অমদা হায়রি—

বিগত ১৩২২ ত্রি' সনের ৭ই আশ্বিন তারিখে নিয়মাবলী স্কুলের ৪র্থ ও ৫ম (ক) শ্রেণীর এবং পাঠশালার ২য় ও ৩য় (ক) শ্রেণীর বর্ত্তমান সনের পাঠ্য তালিকার ৬ষ্ঠ ও ৭ম (ক) শাখা এ রাজ্যবাসী মনিপুরী, মগ এবং ত্রিপুরী, কুকী রিয়াং প্রভৃতি যাবতীয় পার্ব্বত্য বালক বালিকা-দিগণের পুরস্কার পরীক্ষা সংক্রান্ত সারকুলার প্রচারিত হইয়াছে।

অহুগা ছাত্র বেতনগী মরমদা—

১৩২৬ ত্রিং (১৯১৬ খৃঃ) ১লা বৈশাখ গেজেট অমদা হায়রি উমাকান্ত, বিলোনীয়া, কৈলাসহর উচ্চ শ্রেণীর (H E School) ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে কুমিল্লা জেলা স্কুলে প্রচলিত ছাত্র বেতনের অর্দ্ধেক হারে দিতে হইবে। কেবল ঠাকুর, মনিপুরী, ত্রিপুরী ও পার্ব্বত্য জাতীয় ছাত্র সমূহ পূর্ব্ববৎ বিনা বেতনে অধ্যয়ন করিবার অধিকার হইবে।

লাইরিক তম্বাদা নতনা লোনগী মরমদা ত্রিপুরী লোনগা লোয়নানা মনিপুরী লোনসু রাজ্যদা তমদবা, খংদবা য়াদবা অমা ওইনা তৌরমী। পুলিশকী ডিপার্টমেন্টেল পরীক্ষাগী মরমদা সরকারনা কোংবা ১৩২৯ ত্রিং (১৯১৯খৃ) ১৫ই চৈত্র মেমো নং২৫১ হায়রি—বাঙ্গালী বা হিন্দুস্থানী কার্য্যকারকগণ মধ্যে ত্রিপুর ভাষার ও মনিপুরী ভাষায় যাহারা পারদর্শিতার সহিত পাশ করিতে পারিবেন তাহাদিগকে ২৫ বা তম্মূল্যের কোন জিনিষ পুরস্কার দেওয়া যাইবে। যাহাদের মাতৃভাষা ত্রিপুর বা মনিপুরী তাহাদের পক্ষে এই নিয়ম প্রযোজ্য হইবে না।

৪র্থ বিষয়—(মৌখিক)

১। ত্রিপুরা ভাষা
২। মনিপুরী ভাষা
) Optional

মতম থর য়া হকচাং ইরাগা চহি ৪০ শুরবা মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোর ১৩৩৩ ত্রিং শ্রাবন ২২ (১৩, আগষ্ট ১৯২৩খৃঃ) নিংথৌ কাবা গুমিংঙুংগা মতু পুং ১তার মতমদা অনন্তধামদা লেংলিয়ে। যুবরাজ বীরবিক্রম না রাজদণ্ড পায়রে। নাবালক ওইবাগী মরম্মা শাসনভার মহারাজ কুমার নবদ্বীপ চন্দ্রবু সভাপতি ১মুং মহারাজ-কুমার ব্রজেন্দ্র কিশোর সহ-সভাপতি ওয়হনা শ.সন পরিষদ না পুখি।

১৯২৮ খৃঃ জানুয়ারি ২৯ (১৫ মাঘ-১৩৩৭ ত্রিং) ত্রিপুরাগী ১৮৪শুবা মহারাজ বীরবিক্রমগী রাজ্যাভিষেক ওয়খি।

অভিষেককী মমক মহারানী তুলসীবতি স্কুলগী আওয়াং থংবদা হৌজিক হাজ্রী বোর্ডিং লৈহিবাসিদা অচৌবা পুখি মেনসিনহনা অভি-ষেক প্যাণ্ডেল শাগংখী মার্টিন কোম্পানীনা।

অভিষেক মতমদা বড়লাটকী প্রতিনিধি ওয়না বা লা গভর্ণর জেকসন সাহেব য়াওরিহনা

খিলাও পিরথী। বোবর ১২৫ গর্ভর্ণরদা নজর তৌখি মহারাজনা। অবুক পুং ৮.৪৫ মিঃ উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদতগী "শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণনা" মাং চিংবিছনা ১সুং লক্ষ্মীনারায়ণগী মাংদা "মৈতৈগী কীর্ত্তন" না লুচিংছনা অভিষেক মণ্ডপ কাওবাগী রাজকীয় প্রোশেসন অতকপনি। মোংপোক ভারততা রাজকীয় থৌরমদা অসিগুল্বা উৎসব মমাংদসু ওয়খিদে। থাপ্র থাপ্রণ মকমদগী খোংনা ছিমা লাকপাসু কাওখি। মতমছুদা "আখাউড়া" রেলষ্টেশনদা টিকেট ৮০,০০০ য়োনখি হাব। রাজাভিষেকক্রা লোয়নানা কোসুংগী নোংপোকতা লৈবা উজীর বাড়ীদা "ভাগ্যলক্ষ্মী পেস" হায়না বেসরকারী ছাপাখানা চৌগংখী (১৯২৮খৃঃ)। আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি এলাকাদা লাইসেন্স পিছনা আগরতলাদা পৌচনবা চৌণী "চাওয়া" গাড়ী (১৯২৬ খৃঃ)। পাগী লুপা ২৫ কর পিবাগী পথাপতা "ত্রিপুরা সুন্দরী টকীজ" ১সুং "ত্রিপুরা টকীজ" হায়বা সিনেমা হোল অনি কোপনা কুপ্নুনা চৌগংখী মতমছুদা (১৯২৯ খৃঃ)।

১৯৩০ খৃঃ লিথংখি অতামবা ১সুং রাজাদা অমত্তা ওয়রাবা "ধর্মশালা"। লোয়নানা স্বর্গীয় মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোরগী কামনাদা প্রতিষ্ঠা তৌখি "শিবমন্দির" মহারাণী প্রভাবতীনা চৌজিকখী মহারাজগঞ্জ বাজার মনাকতা।

রাজাভিষেকখী মতুং শর নৈরগা [১৬ জানুয়ারী, ১৯২৯ খৃঃ] বলরামপুর মহারাজকী মচাইবেমাবু পুত্রকখী মহারাণী ওয়না ত্রিপুরা কোলুংদা।

ভারততা স্বদেশী আন্দোলনদা কংগ্রেসনা লুচিংতকলে। নিংথৌ ওয়রাবসু স্বাদেশীকতা হুংদা কুপনা নৈ হায়বগী খুদম নিংখিনা পিখিবা মহারাজ বীরবিক্রমনি। ১৯২৮ খৃঃ কলিকাতা কংগ্রেস একজিভিশনদা ত্রিপুরাগী কৃষি, শিল্পগী একজিভিট পিছনা মহারাজনা থাবিখি এগ্রিঃ অফিসার ১সুং রাজকুমার বুদ্ধিমন্তবু। রাজকুমার বুদ্ধিমন্তনা শেমশাগা নুপী ভরুককী খুবাক ঈশৈ পালা ১সুং পুংশৈবা অনি মরগী মতেংনা জগোয়শাবা "ডায়িংট্রুপ" ১সুং দারোয়ান পুলিশকী "মথবাকত" ঘড়ি থেতপা, ঘন্টা খুদিংগী কাংশি য়েংছনা পুংজা ভাকপাহ দর্শক ময়াম অতকপা চনখি। প্রদর্শনীনা ভারতকী জননেতাশিং ১সুং মীয়ামশিং "ত্রিপুরাব" মশক থংণাগা লোয়নানা মথায়ব ত্রিপুরাদা চিংশিনগা তমখি।

মহারাজ বীরবিক্রমনা অহানবগী ওয়না লিংথংপিখি "ত্রিপুরা ষ্টেট ব্যাঙ্ক" (১৯২৫খৃঃ)। প্রজাশিং চাহ অনিগী ১০০ (চামদা) লুপা ৫ সুদ পিছনা লুপা পুবা কংনগা শিনবীখি। ত্রিপুরাগী মশাগী লানমী শেমগত্নুনা 1st Tripura Bir Bikram Rifle সেনাদল, লোয়নানা "অর্ডালী গার্ড" ১সুং "জঙ্গীবাহিনী" দগী আয়াবাশিং লৌছনা শেমখী 2nd Tripura Jungi Infantry

লৌকম নিরছনা, উমংলাকমন শেংদোকছনা অনৌবা খুন্দাহনবগী থবক পায়খংলি ১সুং কৈলাসহরগী থল ট, কুলাই হাওড়না অহানবা ওয়না পায়খংলি। অনৌবা খুন্দাহনবদা মৈতৈনা অয়াম্বা ওয়না তোই। চৌজিক "বীরচন্দ্রনগর" হাওড়, কুলাই হাওড় ভায়বাসিসু অমানি।

সনসম কামিনী কুমার পুলিশ সুপাঃ ওয়না থবক তৌরাবসু মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোরনা পুলিশকী থবক তৌহনবাহুনা প্রজাপালন, শাসনগী থবক শিন্নহুনা বিভাগীয় অফিসার ওয়না থবক শিন্নখি। মহারাজ বীরবিক্রমগী মতমদা রাজ্য ঙাকশেননা, পালনগী মন্ত্রণালয়দা নায়েব দেওয়ান মথংদা "মন্ত্রী" ওয়না থবক পুনখি। মহারাজ বীরবিক্রম না ত্রিপুরী, বাঙ্গালী, মুসলমান সমাজগী শেমগৎ শাগৎপাগী থৌরম পাংথৎপাদা। মৈতৈ, মণিপুরী সমাজকী অলিখিত অনুশাসনবু" "মণিপুরী সমাজ ও সম্প্রদায় সংক্রান্ত নিয়মাবলী" শেমদুনা "মৈতৈ পাক কেন্দ্রীয় সভা" লিংখৎখি মন্ত্রী সনসম কামিনীকুমারনা মহারাজগী য়াথংদগী।

মহারাজ বীরবিক্রম মপাবুং মহারাজনা রাজ্য শেমগৎশাগৎপাগী থৌরম থোংগনখুনা রাজ্য মচুংদা রেললাইন, অফিস, ইস্কুল থকনাবা, শিল্প, বাণিজ্য, লমদেনগী মরমদা থবক পাংথৎনাবা হোৎনখি।

মেলাগড রুদ্রসাগর ইস্কুল মথায়দা লৈবা নীরমহল মহারাজ বীরবিক্রমনা শারম্বা পেলেস্নি (১৯৩৩ খৃঃ)। ত্রিপুরাদা অহানবা ওয়না B. A B L. পাশ তৌরা লাকপা মৈতৈ চন্দ্রহাস সিংহনী, মথং বাবুচাঁদ সিংহ। মখোয়বু মথং মথং ওয়না ডিভিশনাল অফিসার ওয়না রাজ্যগী কমনায়বা ওয়না থবক পুহনখী মহারাজনা (১৯৩৬ খৃঃ, ১৯৩৮খৃঃ)।

চন্দ্রহাস সিংহ স্নাথ্যা স্না চহি অহুম (নরেন্দ্রজিৎ সিংহ) গী মতমিপানি। স্নাথা চহি অহুমগী মচাইচন্দ্রা ত্রিভুবনজীৎ ত্রিপুরা লিংথোগী ডায়রেক্টর ওয়হুনা মচাইবেমা কমলাগা আগরতলাদা লাকখিবনী ১মুং থলেবই খাথ্যা কোকচাওয়ংগী মুমকমদা থুমখিবনী। চন্দ্রহাস সিংহ মতমকুইনা ডিভিসনাল অফিসার ওয়বা মতুং ত্রিপুরাদা অহানবা ডিস্ট্রিক্ট জজ ওয়খি।

আগরতলাগী সকল থা লোংপোকতা লৈবা টিলা (কলেজটিলা ১মুং রসমনটিলা) বু ইউনিভারসিটি লিংখৎপাগী দমক "বিদ্যাপত্তন" গী ভিত্তি স্থাপন তৌখি বিদ্যাপত্তন টিলা মিংথোনদা (১৯৩৮ খৃঃ)। হৌজিককী ("মহারাজ বীর বিক্রম) কলেজ" সী ইউনিভারসিটীগী মচেৎ অমানি কায়বঃ স্নায়। চহিসিদা তোংগৎখি শাবা কলেজকী বিলডিং।

মহারাজ বীরবিক্রম পারিষদশিং লোয়নানা পৃথিবী পরিক্রমা তৌবদা ইটালীগী মুসোলিনী, ১৯৩০ খৃঃ জার্মানগী হের হিটলার [১৯৩৩খৃ] গুম্বা অথাথবা মীওয়াশংগা শকখং মাকথংনখী। পৃথিবীগী অনিশুবা লানজাও হৌরকপা মতমদা ১৯৩৯ খৃঃ আমেরিকাদগী ময়ালেপাককী দমক অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ওয়না রেংগুন য়োমদা কোয়না লাকচুনা ময়ালেপাক চৌরকখি। মতমচুদা রাজাদা অমত্তং ১মুং অহানবা ওয়বা "রেডিও" গী লাউড স্পীকার না প্যালেসকী মথকতগী মহারাজকী ঈ পাও খংহনী থোরাংনা তায়বা প্রজা ময়ামদা। মহারাজপু সমুদ্রগী ইস্পিং লমথেনদা গাইড তৌহনা পুরকপা আমেরিকাগী সাহেব ত্রিপুরাদা উবাকংগী মণিপুরীগী অথোয়বা সংস্কৃতিগী নিপাখুবাক চোলোমদগী থংহৌদনা করতাল পালা ওনখিবাদা "নোংখা-ক্পাগী" মখোনগুম করতাল ময়ামগী চপমান্না মথোন। মহারাজ বীরবিক্রম সাহিত্য শিল্পকলা

১মুং সংগীতকী মথকতা শান্নবা খোংনাবদ্রাম্ন মিংয়েং তাদবা নত্তে। মপাবুং মহারাজনা লিংখৎলবা কুটবলগী "বীরেন্দ্র ক্লাব" টিম ত্রিপুরাদমু মমিং চৎলাবা টিম অমা অহনখি। মৈতৈদা বীরহরি সিংহ, গুংচাওবাব মীওোয় কনখ্রাবু কুটবলদা "ব্যাক" ওয়না তাকপাদা শিংথানবা অমানি। কুটবলগী দমক মহ বাত না কম পিখিবী লানমিগী" জমাদার"।

মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোরগী মতমদা "মল" "কুস্তি" "মুক্রা" য়াম্না লিংথানরবা শান্নবা ওয়না লৈরম্মী। মহারাজ বীরবিক্রমগী মতমদা নরেন সিংহ, মোহন সিংহ, করম সিংহ, লৈরম্মী কুস্তিগীর ওয়না। মখোয়বু নিংথৌনা থাগী তনখাস্থ পিরম্মী হায়। মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোরগী মতমদা মৈতৈ মল্লবীর "মুক্রা" শান্নবাগী লৈরমমী হায়। মহারাজ বীরবিক্রম না বলরামপুরদগী পুরকথী "৫২" আমুগী খুত্থপ অহমরোম ওয়াংবা "রুস্তম" হায়বা বামন নিপাবু মথংদা কুমিল্লাদগী পুরকথী "অবিনাশ" কুট ৭ ওয়াং চাওখি।

মহারাজ বীরবিক্রমগী মতম (১৯২৪—৪৭খৃঃ দা বাজধানী আগরতলা য়াম্না নিংথিনা শেম শাগৎপা মতমনি।

রাজধানী নত্তনা রাজ্যগী অতৈ অতৈ লমবেন, থোং- অফিস, কাছাড়ী, দালান পাকা শাগৎখি।

লানজাও লোয়বাগা নোংপোক ভারত "বাঙ্গালা"দা হিন্দু মুসলিমগী অচৌবা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মথং মথং ওয়না ওয়খিবা মতম নি। রাজনীতি, সমাজনীতিগী খোলাও লাওরবমু মীওোয়বাগী চংজকম, তাজকম, হিংকমগী মকমথিবাসি লেংবা য়াদবনী। য়াম্না খোম্নাবা, লুঠ তৌবনা থাংবা য়াজবাদা হিংকমগী চংজকম অমা নকনা লৈরে হায়বাসি উহনা ঢাকা, নোয়াখালীগী হিন্দু ময়াম নিংথৌ লৈবাক ত্রিপুরাদা চংশকখি। নিংতম্বা মমাংদগী লাকখৎপা নোংপোক বাংলাগী রিফিউজী হিন্দু শিং গুসি নিংতমলাবা মতুং চহি ৩০ রোম শুরবা কাওবা মখোয় ত্রিপুরাদ লাকপা লেপত্রি। ত্রিপুরাদি লৌমপু য়োংনা তারে। আশ্রয় লৌববা মখোমনা য়ামলে। লানজাও মতুং বৃটিশ ভারত ১মুং নিংথৌপানবা লৈপাকশিংগী জনতা য়াওহৌথী। ত্রিপুরাগী মৈতৈ সনসম্ কামিনী কুমার সিংহগী পৃষ্ঠ পোষকনা রাজকুমার রনজিৎ, রাজকুমার মাধবজিৎ, রাজকুমার কমলজিৎ সিংহ শুম্বানা মৈতৈ ময়াম খোমহনা লিংখৎখী ত্রিপুরা রাজ্য মনিপুরী শিক্ষা সমিতি (১৯৪৫খৃঃ)।

মৈতৈ খুংগংদা লাইব্রিক তমকমৃথং কুলগী দমক হৈরাং পুরকখি শিক্ষা সমিতিনা লোয়নানা ইমালোন মনিপুরীনা লাইরিক তম্বাগী খোলাও পিবা হৌখি।

১৯৪৭হৈং আগষ্টতা হোংখি ত্রিপুরাদা অহানবা মৈতৈলোন থা। থায়গী চেকোং "খোঙ্গেল" রাজকুমার মাধবজিৎনা ইডিটার ওয়বিহনা।

মহারাজকী মনাও ইবুঙো মহারাজ কুমার হেমন্ত কিশোর দেববর্মা গোয়াহ বিভাগকী ডিভিশনাল অফিসার ওয়না লৈরিবা মতমনি। মপাবুং মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোরগী মচাইবুঙোনী হাথবাগুম মৈতৈগী "পুং" থোয়দোক হেনদোকনা পাম্না তৌই। মহারাজ-

কুমারগী মতমদা খে মাই ১মুং থংনবা বৃটিশ কী "বিবগাও"গী মৈতৈ মরাম মৈতৈগী সংস্কৃতি খুবাক ইশৈ, ইশৈ, কীর্তননা চিংবা অরেপ্পা লৈতু'না চখবদা আওপ্পা আনা কাওথিবা মতমনি। ধর্মনগরগী ওঝা কানজোবম গোলাপ "পুংয়েবা" মহারাজকুমারগী মতেংদা শিংথানবা অমানি। মনিপুরগী ওঝা পুরেন 'যদুনাথ"কী "দ্বাদশ রাজমেল" বু "মৃদঙ্গলহরী" মিংথোনদা পুংলোনসিবু তাল, মাত্রা হাপত্তুনা হাপা তৌথোকখি মহারাজ কুমারনা ওঝাগী মতেং লৌদুনা (১৯৮২ই)।

মতমসিদা নোংপাখিবা মনিপুর মহারাজ চূড়াচাঁদকী শ্রাদ্ধ কর্মদা পোপাংপুদুনা মহারাজ কুমার হেমন্ত কিশোর, মহারাজ কুমার যতীন্দ্র (ছুটুবী কর্তা) রাজকুমার বুদ্ধিমন্ত, চন্দ্রহাস সিংহবু থাখী ইম্ফালদা মহারাজ বীরবিক্রমনা (১৯৪২ইং)।

ভারত নিংতমলে, মনিপুর. ত্রিপুরারাজ্য ভারত মঙ্‌ঙ চনখিবনা নিংথৌ পানত্রে. নিংথৌগী রাজ্য, নিংথৌপানবা লৈপাক লত্রে, ওয়ত্রে, হায়ত্রে কায়রাবস্থ তায়শেনদি মুংপা য়াদে। নোংগাখিবা মহারাজ বুধচন্দ্র (১৯৫৫ইং) গী শ্রাদ্ধ কর্মদা পোপাপুদুনা মহারাজ কুমার বঙ্কিম, মহারাজ কুমার হরেন্দ্র কিশোর ১'২ চিঙাবম নবীন সিংহ ঠাকুরবু থাগী ইম্ফালদা তথেন মহারাজকী মবোক ইবেমা মহারাণী প্রভাবতী না।

মহারাজ বীরবিক্রম পুর্ব্বতরী মপাবুং মহারাজশিং লৌনা শিল্প, সাহিত্যিক ১মুং সংগীত অনুরাগীনি। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরগী মরূপ তারাওবা পোকপা ভমিংতা ত্রিপুরাগী অথোয়বা দরবার অমদা "ভারত-ভাস্কর" উপাধিনা লৈতেংবিখি কবিবু মহারাজ বীর বিক্রমনা ১৯৪১ ইং ১৩৫১ ত্রিং ২৫ বৈশাখ।

মচা ইবুঙো কীরিট বিক্রমবু ১৩৩৫ ত্রিং ২৬ অগ্রহায়ণ যৌবরাজ্য অভিষেক তৌবা মতমদা প্রজাগী থাজনা লুপা লাখ তরুক কোকপিবাগা লোয়নানা মুস্লীম প্রজাগী "লুহোংবা" গী কর "কাজিয়ানা" কোকপিখি মহারাজনা।

দূরদৃষ্টি সম্পন্ন, শরি ওয়রককনী হায়বসি থংবা মহারাজ বীর বিক্রমনি। কোঙং মসুংগী পাদগী থংবা ভম্মী—ঐহাক্না রাজ্যগী অলোয়বা নিংথৌনি, হায়রম্মী, মথং কনাস্থ নিংথৌ ওয়রারোয় হায়না মহারাজনা মমাসিজা, রাণী মহারাণীদা হায়রবি হায়।

ইংরাজ ভারত থাদোকপা তারে। মত্র মসিনা ভারতকী লুচিংবা ১মুং দেশীয় রাজ্য (নিংথৌপানবা) দগী মীওয় লৌদুনা 'ভারতীয় গণপরিষদ" শেমলে। ভারতকী সংবিধান শেম্নগী থৌরাংবদা শ্রীগুহ রাজ্যগী রাজস্ব সচিবস্থ গণপরিষদতা থাখি মহারাজনা। নিংতম্বা মতুং ত্রিপুরা ভারত রাষ্ট্রদা য়াওবাসি মহারাজকী পুক্নিংদা অথেপ্পা ওয়রাম্মী। যুগকী পোয়রৈনা ওয়রককাদৌবা উয়াবস্থ "নিংতম্বা ইনিংথৌ" মশামককী মগিংতা মীথা পোনবা করম হায়না য়েংথনী, করম কায়না খাংগনী হায়বাসি থনখিমাকে। ভারত ত্রিংতম ওয়রবাগী থাথর মমাং ভমিং তরানিমং হকচাং ইরমলগা চহি ৩৯ শুরবা মহারাজ ১৩৫৭ ত্রিং ২রা জ্যৈষ্ঠ (১৯৪৭ ইং, মে) লুম্মিজাং

পুং ৮-৪০ মিঃ তাবদা রাজধানী আগরতলাদা নখর দেহ তাগ তৌখি।

চহি ১৪গী যুবরাজ কীর্তি বিক্রম রাজাতাব্ লোরে! নাবালক ওইবাগী মরম্, মমা- সিজা মহারাণী কাঞ্চন প্রভানা রিজেন্ট ওইনা শাসন পুথিবদা মন্ত্রী পরিষদকী সভাপতি ১সুং প্রধান মন্ত্রী ওইনা শিন্নখি মহারাজ কুমার ব্রজেন্দ্র কিশোরদা।

লোংবাখিবা ত্রিপুরা মহারাজগী শ্রাদ্ধ কর্মদা রাওবা মনিপুর মহারাজ বোধচন্দ্র নি ঙেম পালাগী লোয়ননা লেংবিরকখি আগরতলাদা। নিংথৌগী কর্ম কীর্তনদা ওবা নাতুমগী "মেঘমল্লার" রাগনা পানবা ঈশৈ খোনবাদা ওবা শমদেন্না খোনবা পুং শ্রবণ, দর্শন, ফংজখৌই ত্রিপুরাগী প্রজা। "মেঘমল্লার" রাগ মিংনা উবা রাগনী তায়বা রায়। ওবা নাতুম রাজনীতি কায়দে, মতমচানা কীর্তন মপু আজ্ঞা ললা শর্মা, ইনি থৌ বুধচন্দ্র ১সুং বৈষ্ণবশিংদা হংগদে—কর্মগী মুমিং পুকমসিনা "মেঘমল্লার" রাগ না খৌগন তৌজবা তারে। প্যালেসকী আওয়াং থংবা লম্পাক শামিয়ানাগী মথাদা তিল্লাখিবা মীয়াম কণ্ঠস্বর পোৎ ফংগনী হায়বাগী মশক শ্রবণ, দর্শন তৌবা লাকখিবা ভাবোক লিশিং কিশিংনী। মতমম্ রায়া কবা, মুমিং তরং তরং থোকলিবা মতমনি। অদুবু ওবাগী রাগ লোয়বদা তায়রি, ইরুং থংহৌরেনা কুপ্পায়দগী লোংহৌরকখি। কিগি শামিয়ানা মুমখি, ভাবোক কায়দুনা চরাংনখি। প্যালেস মন্ডপদা কীর্তনগী ঘট পুন্সিনহনা নাম শ্রবণ তৌবাগী থৌরাংখী। মহারানী কাঞ্চন প্রভানা রিজেন্ট ওইনা রাজ্য শাসন ভার পুবা মতমদা রাজ্যদা অহানবা I. A. S শ্রীরনজিৎ কুমার রায় দেওয়ান ওইনা থবক পায়বা হৌখি।

১৯৪৯ ইংগী সেপ্টেম্বর ৯গী চুক্তি অমদা মহারানী কাঞ্চন প্রভানা ত্রিপুরাগী রিজেন্ট ওইনা সহি তৌদুনা ত্রিপুরা রাজ্য ভারত ডোমিনিয়নদা চথিবগী অক্টোবরগী তাং ১৫ দাগী 'নিংথৌ'সপাক" মুংথিদুনা জনতাগী রাজ্য ওইখরে।

মৈতৌ রাজ ইশাদ—লৈরকখিবা লাইরিক, প্রবন্ধ মমাম—১। কৃষ্ণমালা, ২। রাজমালা (কৈলাস সিংহ) ৩। রাজমালা (কালীপ্রসন্ন), ৪। রাজমালা (ভূপেন্দ্র চক্রবর্তী), ৫। ত্রিপুরা ষ্টেট গেজেট ৬। রাজমালা (চন্দ্রোদয়), ৭। সেন্সাস—বিবরণী (১৯৬০), ৮। প্রোগ্রেসিভ ত্রিপুর, ৯। Accounts of Assam |Francis Hamilton| ১০। শতবর্ষ ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলার ইতিবৃত্ত (অজয় দে বর্মা), ১১। আবর্জনার ঝুড়ি (নবদ্বীপচন্দ্র), ১২। Tripura State Gazetteers. ১৩। শ্রীহট্টর ইতিবৃত্ত ১৪। ত্রিপুরার নাট্য আন্দোলনের ইতিকথা। ১৫। দেশীয় রাজ্য

রমাপ্রসাদ গবেষনাগারগী মপু রমাপ্রসাদ দত্ত দগী ফবা অহানবানী। মৈতৈগী মরমদা অঠবা লৈতে মীনা অকনলমনদগী খোমজিন্দুনা ইজনী। মহারাজকুমার সহদেব কিশোর দেববর্মা, ইবোক কোরোবী (সনসম্ কামিনী কুমরগী মচেমইবেমা), রানী লীলাবতী (নোংপোকথরে) সোরম্ খেলেন্দ্র, মোইরাংথেম নবদ্বীপ। বিশালগড়গী—খুমনথেম মাধব মাষ্টার, কর্ণসিংহ, কুমুদলতা (নোংপোকথরে)

হিজম বড়াচাও, খম্বপটাদ কর্মকার, রাজকুমার লাবণ্য দেববর্মা, খোমদ্রাম নৈবাকলৈ (নোংগাথরো), পে.চন্দ্রমুখ খংগেম্বাম, হুইরেম ওংবী তোমচা, পাওনম্ প্রবীর, সনসম্ সত্যব্রত (খোক), খুমনথেম নীরোদ, খুমনথেম মধু, ইচৈঙ্গমা বিধুমুখী, চেংথাম সুমিত্রা, মরাম্মদগী খাম-জিনজবনী।

মখোয় মরাম্মদা কৃতজ্ঞতা ফোংদোকচরী। মখোয় মরাম্মগী মতেংনা ফোংবা ঙমজবনী। ঐহাক সাহিত্যিক, কবি, ঐতিহাসিক নত্তে। ত্রিপুরাদ মৈতৈ ইপা, ইপুশিংগী থোংগুণলিবদা ক'বা থবক্তক্য ফোংজবনী।

"আর্থিক অসাম্যের উপদ্রব থেকে মানুষ মুক্তি পাবে মার কাট করে নয়, খণ্ড খণ্ড শক্তির মধ্যে ঐক্যের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করে।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

The Daily Mail
BLUE BOOK
ON THE
INDIAN CRISIS

FOREWORD

By—VISCOUNT ROTHERMERE

This pamphlet contains the vital facts about the crisis which we have reached in India

I have caused them to be published because upon the right solution of this crisis depends the whole future of the British Empire

That solution lies in the hands of the 29,500,000 voters of Great Britain

It falls to them to wreck or to maintain the great position which our forefathers built up in India. To use this power wisely they must have knowledge of the issue

India is not only the "brightest jewel in the British Crown" She is the "white sapphire pivot" which supports the whole complicated movement of our national economic system

If we lose India, we lose our Imperial standing among the nations of the world

The reason why we are in danger of losing India is that this life-or-death problem is obscured by ignorance, indifference and sentimentalism Under these conditions fundamental changes are being forced through in India for which she is not ready

Our generation will betray its country's glorious past and imperil its whole future if we let ourselves be forced or fooled into surrendering the beneficent authority that Britain has exercised so long over our great Indian Dependency.

April, 1931

—:O:—

THE TRUTH ABOUT THIS INDIAN TROUBLE.

BY—SIR MICHAEL O DWYER G C I E , K G.S I
Formerly Lieutenant-Governor of the Punjab

The British Empire in India is the greatest achievement of our race It has been built up by the

blood, the brains and the energy of our ancestors. During 150 years it has given peace, security, increasing well-being and honest administration to a medley of hostile races, conflicting creeds and jarring castes who had never, but for a few brief periods, known those conditions before To day those peoples number 350,000,000—speaking 222 languages—one fifth of the human race The only bonds that hold them together are British protection, British justice, the authority of the British Parliament **Those bonds are now being broken**

The Socialist Government, with the acquiescence of the Liberals and some illusory reservations—known as Safeguards—from the official Conservatives, proposes to transfer this tremendous responsibility both in the provincial and all India Governments to "Indian hands",—in practice to a narrow oligarchy of high caste Hindus, under the domination of the seditious Congress and Mr Gandhi. Their avowed object is to oust British control, and British trade, and to establish a tyrannical Hindu Raj in place of the King-Emperor's impartial and beneficent rule.

This design is bitterly resented by all the other communities, who slightly outnumber the Caste Hindus, as leading inevitably to a renewal of the chronic civil war and foreign invasions from which British power alone has rescued India. But the present Government, in their ignorance of, or unwillingness to face, Indian realities, have allied themselves to the clever Brahman politicians who for 40 centuries have stood for privilege and class ascendancy, and are hostile to every democratic principle

The stock arguments of the Indian Nationalists are :—

(1) That Great Britain attained the supremacy of India by methods unscrupulous and dishonest.

(2) That there has been in recent years a tremendous growth of national feeling in India, which can now claim to be a Nation.

(3) That legitimate demands for self-determination are being brutally repressed because Britain desires to go on exploiting the

subject races.

These specious appeals are eagerly swallowed by the I L P. group of Socialists, who have just declared for immediate independence, and have misled many who honestly desire a just and generous policy in India. In fact, they are a tissue of falsehoods

The British public can usually be trusted to come to a right conclusion *if it knows the facts* **The present writer puts forwards same leading facts Which cannot be seriously challenged**

The Indian sub Continent has never been a nation nor been self-governing It was always, prior to British rule, at the mercy of the invader The aboriginal Dravidian and Mongoloid in-habitants were 3000 years ago driven into the mountains or the south by ruthless Aryan invaders (from whom the present Caste Hindus claim descent) who under the inhuman religious and social code framed by their Brahman leaders condemned ths conquered to be hereditary outcastes, or *Untouchables*.

Hindu Intolerance

To-day these number 75,000,000, and such alleviation of their miserable lot as is possible is due to the British Raj which treats *them as equal before the law, and* the Christian missionaries who regard them as God's children Gandhi now warns us that under Swaraj the British and other Christian Missions will be expelled There are also 10,000,000 Buddhists, chiefly in Burma, 6,000,000 Indian Christians, mainly converts from the Outcastes, 4,000,000 Sikhs and half-a million Europeans, Anglo Indians and Parsis.

But the British, though few in numbers, are the backbone of the defence, the civil administration and the commerce and industry of the Indian Empire That all-important fact was deliberately ignored in the Round Table Conference.

The Caste Hindus number about 170,000,000, sub divided into thousands of sub Castes, closed compartments to one another. The Hindus owing to this separatism have never been able to create any great political organisation of their own , but for 40 cen-

turies they have cruelly oppressed the lower castes and outcastes. Their power was temporarily broken by the continual Moslem invasions from the 10th to the 18th centuries, when Arabs, Afghans, Persians, Turks, Moghuls, Afghans and Persians again, overran India

The 80,000,000 of Moslems in India to-day, the greatest minority in the world, are the descendants of the conquerors or converts who ruled India for seven centuries, and, owing to their more martial character and traditions of rule, hope to rule again if British rule were withdrawn They have loyally accepted our rule, they would never submit without a desperate struggle to a Hindu majority

The British came to the front in the second half of the 18th century when the Great Moghul Empire collapsed under the shock of Afghan invasions and internal civil war The British, after a struggle with French rivals, gradually filled the void and with the active support of the various Indian races, who welcomed any power that would end the general misery and anarchy, over-came their Indian rivals and established direct rule over British India and paramountcy over the Native States (now containing 80 millions of people), many of which they restored or re-established

Two great historical facts stand out :-

a) Before British rule no invasion of India by sea or land ever failed And why? *There was no Indian nation to resist the invader.*

b) Since British rule no invasion of India has succeeded *The British Indian Army holds the Northern passes, the British Navy (to which India makes no contribution) guards the sea*

Therefore, if any Power, apart from the aboriginals, has a right to rule India, it is surely not the Hindus, who were never able to resist the invader, but the British who alone have been able to protect it from external aggression and civil war

We have even a stronger claim, we alone have promoted the well-being of the Indian masses and made India the most prosperous country in Asia to-day. Compare it with Persia or China, both

devoid of nearly all the elements of civilisation and progress—railways, roads, great irrigation works, security for the tiller of the soil, schools, colleges, hospitals, the great cotton, tea, jute, coffee, coal and other mining industries, which British capital and British enterprise have established in India £600,000,000 of British capital are sunk in the 40,000, milies of rail ways and the 30,000 000 acres of irrigation which have abolished the chronic scourge of famine In the other great industries probably another £400,000,000 of British capitial are sunk, giving employmet to millions of people

A Land Transformed

The writer may give an instan ce from his own experience We took over the Punjab 80 years ago It had then an area of 80,000,000 acres of which 12,000,000 only were under precarious cultivations. The average value was then five shillings an acre There were no roads, railways or canals When he left the Punjab in 1920 there were, as the result of security, railways and canals, 30,000,000 acres under cultivation, 12 000,000 acres irrigated, and the average value was £25 per acre Thus the capital value of land had risen in 70 years of British rule from £3,000,000 to £750,000,000 The splendid Punjab peasantry showed their gratitude by providing 360,000 fighting men in the Great war ! The urban intelligentsia provided 80 men ! This marvellous work could not have been effected without British capital and British agency, and to day the Hindu politicians, with the co operation of our Government, are driving out both

Few people realise that outside the Army the total number of British officials in all the civil departments is only some 3,000, for a population of 350,000,000 They are the men who have set the standards of integrity, impartiality and efficiency, and trained thousands of capable Indian colleagues and subordinates If they are further reduced the whole administrative machine, now steadily deteriorating, will rapidly crash The Indian masses to a man desire them to

stay. Already more then half the highly paid offices, Members of the Supreme and Provincial Govenments, High Court Judges, etc, are held by Indians. Out of 2,300 judicial officers, only 250 are British. No ruling power could have shown a more unselfish desire to give a great share in the administration to the Indian peoples. Unfortunately the high caste Hindus, who, having gained most from our rule, now desire to expel us, have secured the lion's share, the Moslems, Sikhs, Depressed Classes, Anglo-Indias and other minorities who complain that they are not getting fair play now would have little chance under Swaraj

The Indian administration is the cheapest in the world, taxation averages less than ten shillings per head, cost of defence under half a crown, as compared with £15 and £2½ in England

Disraeli once said that he had no confidence in any statesman who attempted to solve the problems of a country without a knowledge of its history and of the lessons to be drawn from that history. The present Government are trying to solve the most difficult problem in the world by lofty phrases and high sounding formulas—Self-determination, Dominion Status, Federation, etc — but without any real knowledge of India's past history or present conditions The Prime Minister alone has some personal knowledge of India The ignorance and self-complacency of his colleagues move those who do know to laughter or to tears The Government, eager to do something truly spectacular, have deliberately ignored the practical recommendations of the men who knew—the Simon Statutory Commission, Sir John Simon, the greatest expert to-day in Indian affairs, was never asked his opinion even privately, much less given the opportunity to state his views to the Conference

India's Creeds and Races

India's 350,000,000 include every religion and every race known to Europe and Asia. The two leading religions are to-day "hating (and often killing) one another for the love of God"!

To take one out of a score of recent examples. In cawnpur (a city of 250,000 people) on March 24, the Hindu majority attacked the Moslems because they refused to close their shops in respect for the Hindu and Sikh "martyrs" hanged for murdering a British and a loyal Indian official A general massacre was the result; within a few days 1,000 people, chiefly Moslems, had been foully murdered and several thousand wounded !

Mr Gandhi, whose leadership the Hindu majority blindly accepts, denies (Times, April 4) that British troops are necessary in communal disturbances, and with inhuman callousness he contemplates that after his Swaraj is established these disturbances "*may perhaps end in the exhaustion or destruction of one community or the other*" Yet this is the man with whom Lord Irwin negotiated on equal terms and to whom the Government here have humiliated themselves to secure his coming to London as India's plenipotentiary and an Apostle of Peace !

At Delhi 11 years ago an Irish *Nationalist who had come to India* with a great admiration for Gandhi, after a fortnight's close intercourse with him said to the writer : "That man is the biggest impostor that ever fooled a credulous people or frightened a cowardly Government" The British Government is still frightened of Gandhi. But the Moslems have at last seen through this astute charlatan, with his ascetic pose. Their Conference, in replying to Gandhi (Times, April 9), declares :—

"Mahatma Gandhi sowed the seed of defiance of the law in April, 1930 In due course the crop is ready in the shape of rioting, massacring and inhuman atrocities. Instead of repenting and exerting himself to undo the mischief he had done, he takes shelter in mystic murmurs of pursuing the path of justice while the country is being deluged with the blood of the innocent"

Moslem Waring to Britain.

They state that the attitude of the Hindu majority will lead to civil war, and warn the Government

here and in Indian that "their continued pandering to the Congress will create a condition of affairs in India that will spell the complete ruin of this unfortunate country."

No such indictment has ever been brought against the British Indian Government, hitherto strong in its impartiality and its power to protect the weak But who can deny its justice? The Government release Gandhi and the thousands of Congress law-breakers in February to create a favourable atmosphere for their scheme of abdication The law breakers, seeing that Government was afraid of them, promptly set themselves to terrorise the Moslem, British and other minorities The massacres of Cawnpur, Agra, etc., were the first results of the much vaunted Irwin-Gandhi pact, the cowardly murder of Mr Peddie, the Magistrate of Midnapur, followed, and the bereaved father ascribes it to the release of the Hindu seditionists

Majority—i e, Hindu—Rule Means Civil War.

The Government were forewarned over a year ago by the writer that these would be the inevitable results of ill timed clemency They had other warnings. In the Minorities Sub Committee a Sikha delegate stated emphatically that any attempt to enforce majority rule in the Punjab, where the Sikhs, though only one ninth of the population, ruled both Hindus and Moslems for 70 years before the British came, would mean civil war Equally emphatic testimony was given by a great Mohammedan magnate and distinguished soldier The writer introduced him on the closing day of the Conference to a former Prime Minister My Punjab friend at once thundered out—"To-day, Sir, you are throwing away an Empire You are preparing the way for civil war in India and opening the gates of India to the Bolshevists" To day the Congress leaders openly talk of the coming war for which they are busily preparing. We know that many of the Native States are rapidly increasing their armed forces in view of the coming struggle, having lost faith in our

power to protect them.

The Eederal ideal, which the Government believe to be realisable almost at once, is at best but a distant one, as the Simon Commission and even the Government of India admit. The Princes, though many of them do it lip service, regard it with distrust, as reducing the authority of the King-Emperor, which they have always loyally supported, to a mere shadow

The Federal scheme envisaged by the present Government contemplates that steady elimination of the Crown and Parliament from any effective control With the disappearance of the only bond that has given the Indian Empire protection, security and political unity, the component parts will fall to pieces like a pack of cards and India will relapse into anarchy and civil war such as have prevailed in China for the last 20 years

It may be asked, what is the alternative ? To first step is to restore order, the next, as persistently advocated by Mr. Churchill and the Indian Empire Society, is to ake up the proposals of the Parliamentary or Simon Commission While giving almost complete autonomy to the Provinces—many of them larger and more populous then Great Britain—with certain safeguards, which will require amendment in view of the now patent danger of transferring Law and Order to Indian control, they rightly keep the all-India Government, though about half its members will be Indian, *responsible to British Parliament*

Self-rule Needs Learning

Put in other words, Indian politicians must prove their loyalty to the King Emperor and the British connection, and their capacity to administer the affairs of their own Provinces, maintaining security and giving fair play to minorities, before aspiring to control an Empire of 350,000,000. Is this an unreasonable demand ?

The obvious conclusions are :—

(1) Historically and morally we have a better right to rule India than the Hindus or any other race We alone have proved our capacity to protect, unite and develop it.

(2) We cannot, in justice to the Indian peoples, of whom only 8 per cent are literate, transfer our ultimate responsiblity for their welfare and advancement to Indian control

(3) Any attempt at such a transfer to the urban Hindu oligarchy, who wrongly claim to represent the Indian peoples, over 90 per cent of whom live in villages, would inevitably lead to civil war

(4) We have also to consider the vast British interests and the safety, now so often threatened, of the thousands of British men and women scattered over India, they cannot be adequately protected by the formula "Responsibility with Safeguards" as weakly accepted by Liberals and Official Conservatives, for Gandhi and his followers have made it clear that they will recognise no Safeguards for British interests, but will expel every trace of British influence from India directly they find themselves in power.

—M. F O'DWYER.

VITAL INDIAN FACTS AND FIGURES.

MOST MOTLEY LAND ON EARTH

What is India ?

Not a country, but a Continent

Not a Nation, but a Noah's ark of races, religions and tongues

India never had—

Unity, security, peace, justice communications, public health

—until the British came

Modern India is a British Creation

Britain's relations with India began with commerce They developed into conquest, not by design, but under pressure of circumstances and against the national will

We went to India to find trade We ended by founding an Empire Great Britain has never drawn any funds from India except for Indian purposes, or for common interests like the Great War.

She has allowed the Indian Government to put heavy duties (now 15 per-cent.) on imports of British goods

Indian States.

Under Native Princes, dovetailed into British Indian territory (700,000 square miles) Number of States, 600. Population, 80,838,527. One-third of India in area, nearly a quarter in population. Not British territory, but under the suzerainty of the King-Emperor.

Their relations to the Crown are defined by treaty They (1) manage their own internal affairs, (2) collect their own taxes, (3) make their own laws, (4) maintain their own armed forces—all under the advice of British residents

Their foreign affairs are in the hands of the Crown, which is formally pledged to respect their privileges There is a Council of Princes to discuss their common interests

These States range in size from princely realms like Hyderabad (pop 14,395,000), which is larger than England and Scotland together, down to Mount Abu (pop 4,500), and Lawa (pop 2,700), in Rajputana, which are hardly more than country estates

Languages

222 different languages are spoken in India, nearly all mutually unintelligible. Hindustani is the most widespread English is the official language, and the one used by educated Indians of different tongues to communicate with each other

2,500,000 natives of India can read and write English – 16 per thousand males, 2 per thousand females

Religions

India is a land of infinite religious diversity Two-thirds of its population are Hindus of various grades This religion claims about one-half the people of the British Empire, and one eighth the population of the world if out-castes are included.

Hindus worship an immense number of gods Their outlook on life is entirely different from that of Europeans. Their religion is highly formalist, and prescribes rules for every detail of daily life **The foundation of the Hindu social system is caste.**

No man can get out of the caste in which he is born, he must marry within it Generally, some particu-

lar occupation is followed by each caste.

There are about 2,300 castes. The chief are :—

The Brahmans— priests and teachers

The Kshatryas—warriors

The Vaishyas— traders and peasants

Below the elaborate gradation of castes come the Untouchables, who form 30 per cent of the Hindu religion. They are supposed to be the descendants of a forgotten conquered race 'For all other Hindus they cause pollution by touch and defile food or water" (Simon Report) In the villages they live in separate quarters, and eat food which no other section of the community would accept.

Cruel Hindu religious practices like Thuggism (the sacrificial murder of travellers) and Suttee (the burning alive of widows) have been forbidden by our Government in India Temple prostitution and child marriage still remain

Scattered about everywhere among the Hindus, and equal to about one-third of their number, are the Indian Moslems, descendants or converts of Mohammedan invaders from the North-West. Their religion is much closer to Christianity than Hinduism. For Moslems there is only one God, and Mahomet is His prophet. Moslems are in the majority in Bengal, the Punjab, the North West Frontier Province, and Baluchistan

Between Hindus and Moslems exists a fierce hostility Their religions clash on many points The Hindus have the advantage of numbers, the Moslems that of fighting capacity From 1923 to 1927 there were 450 reported killed and 5,000 injured in Hindu-Moslem fights The real casualties were doubtless many more On March 24, 1931, a terrible massacre of Moslems by Hindus broke out in Cawnpore, at least 1,000 are believed to have perished.

Principal Public Works.

British rule has equipped India, alone among countries on the Continent of Asia, with the machinery of Western civilisation

Irrigation

India's rainfall is irregular

and in parts very scanty. Native irrigation depends on wells and tanks.

By erecting enormous dams, the British have irrigated nearly 30,000,000 acres The Sukkur Barrage, in the Northern part of the Bombay Presidency, will be, when completed, the biggest in the world. Total cost: £14,000,000 Area to be irrigated: 5,500,000 acres. Expected return on capital 5 per cent.

The Sutlej Valley Works will irrigate 5,000,000 acres at higher cost These works have eliminated famine

How India is Governed.

Till the Montagu-Chelmsford "Reforms" of 1919 the Governor-General (Viceroy) was the supreme authority for the whole of British India Provincial Governors were only his agents, He made the laws, with the assistance of a Legislative Council, at first nominated by himself, then, after the Morley-Minto "Reforms" of 1909, partly elected by direct vote of Moslems and Hindus polling as separate communities The control of the Governor-General over legislation was complete Lord Morley, the Secretary of State for India, said :—

"If it could be said that this chapter of reforms led directly or indirectly to the establishment of a Parliamentary system in India, I for one would have nothing at all to do with it"

In 1917, during the Great War, Mr. E S. Montagu, who had become Secretary of State for India, announced his intention of arousing the natives of that country from what he termed "their placid, pathetic contentment" On Augut 20, 1917, he stated in Parliament that

"the policy of H M. Government is that of increasing the association of Indians in every branch of the administration, and the gradual development of sef governing institutions, with a view to the progressive realisation of responsible government in India as an integral part of the British Empire

Progress in this policy can only be achieved by successive stages The British Government and the Government of India.. must be the

judges of the time and measure of each advance.

The Montagu-Chelmsfor Report, by the Secretary of State and the Viceroy, was signed in April, 1918. *It recorded that* "India is still 'a country marching in uneven stages through all the centuries from the fifth to the twentieth'" It admitted that "the number of Indians who really ask for free institutions does not exceed 5 per cent of the population" Nevertheless it recommended the gradual realisation of provincial autonomy, leading on to the control by the people of India of matters concerning the whole country The report provided for "a searching review" of this development by investigating bodies appointed by Parliament at twelve-year intervals The Simon Report is the result of the first of these investigations

In 1919 the Government of India Act brought the Montagu-Chelmsford 'Reforms" into operation It maintained the indisputable authority of the Governor-General "in essential matters"

The Central Government retained control over:

Military matters	Income tax.
Foreign affairs	Currency
Customs	Public debt
Railways	Commerce and shipping
Posts and Telegraphs	Civil and criminal law

The Provincial Governors and their Legislative Councils were allowed to exercise authority over:

Local self-government	Land revenue
Public health	Famine relief
Educations	Agriculture and forest
Public works	Magistrates and police

The Provincial Councils are 70 per cent elected One-tenth of the population was found capable of exercising the vote, but, owing to illiteracy, the ballot papers have to bear symbols as well as names by which to identify the candidates. There are separate electorates for non Moslems, Moslems, Indian Christians and Anglo-Indians. Women may vote, but very few have qualified to do so. As no. "Untouchable" has a chance of

being elected, Provincial Governors can nominate council-members to represent them.

The most conspicuous result of this extension of local autonomy to the natives of India has been a marked fall in the efficiency of the administration. Graft, jobbery, the sale of justice and the use of family influence are rife

> "India is the pivot of our Empire If this Empire loses any other part of its Dominions, we can survive But if we lose India the sun of our Empire will have set."
>
> *Lord Curzon, on leaving for India as Viceroy-Designate, December, 1898*

IF WE LOSE INDIA—'

SEPARATION MEANS MUTUAL RUIN

BY VISCOUNT ROTHERMERE

Daily Mail, March 4, 1930

By the blunders of successive British Governments, the break-up of India has been brought within the bounds of possibility. It would inevitably be followed by the break-up of the British Empire.

India is as essential to Great Britain as Great Britain is to India. We need India as a market for our goods India needs British administration as the safeguard of her internal peace and justice, and British defence as a guarantee against foreign invasion

India is Britain's best buyer. She takes £85,000,000 worth of our exports every year

This valuable Indian market is entirely of our creation It has been bought by British lives and built up by British capital through nearly two centuries of patient and benevolent British rule If we had not gone to India she would still be in a state of semi barbaric anarchy, unable to buy the products of civilisation from anyone—unless she had meanwhile been conquered by some other Power, which would very probably have reduced her to an economic subjection such as we have never attempted to establish

Indulgence Abused.

The independent Indian princes, who know their own race intimately,

are always telling us that we have shown too much indulgence to British India. We do not intend to change that policy, but the mass of public opinion in this country is determined not to allow the fate of the 320,000,000 people of India to be ruined by the folly of a handful of excited Nationalists, who do not amount to 1 per cent of their number **We want no more surrenders to Indian agitators.**

These agitators demand immediate Dominion Home Rule for India, accompanied by the removal of British administration, the British system of justice, and the British Army, together with the appointment of an Indian Ambassador to Moscow That would mean immediate anarchy and the destruction of all the splendid work which five generations of Britons have done in India

The extremists have recently received encouragement from the unwise declaration of the British Viceroy, which renewed the promise of Dominion status to them. This rash promise has been misinterpreted as the pledge of an immediate grant of responsible government, which India will not be ready to exercise for generations to come, and which can never be granted except at the absolute discretion of Great Britain In making this promise the Viceroy had the support of even Conservative statesmen at home, who thereby showed their complete incapacity to understand the Indian situation and the grave Imperial perils which have arisen from it

The leaders of the noisy Nationalist minority now threaten a "war" upon British authority in India They will boycott British goods, refuse to pay taxes, and propose to employ force to break down the Government salt monopoly, which is one of its chief revenues. The present Indian Government remains inert under this defiance, and even allows the State telegraphs to be used for the organisation of rebellion

We are adopting in India a policy of propitiation and of concession to clamour In the East this is always fatal.

The aim of the Indian antagoni-

sts to British rule is to kill our trade with India by excluding all British products from their markets A grave step in this direction was actually taken last week in the Budget introduced by a British official in the Indian Government, the Finance Member of the Legislative Assembly, Sir George Schuster,

—

WHAT INDIA MEANS TO US

BY VISCOUNT ROTHERMERE

Daily Mail, May 16, 1930

"There is, I know, a school who say that we might wisely walk out of India, and that the Indians would manage their own affairs better than we can manage affairs for them Anybody who pictures to himself the anarchy, the bloody chaos, that would follow from any such deplorable step must shrink from that sinister decision"

These are not my words, profoundly though I believe them to be the unalterable truth They were uttered in the House of Commons twenty-three years ago, by one of the greatest democrats who ever sat there. He was a man in whose soul lived a deep and instinctive hatred of all imperialistic exploitation, and whose sympathy for his fellow human beings, of whatever race or colour, was genuine and deep, besides being more firmly founded on facts than are the sentimental delusions of many politicians in high places to-day.

The speaker of these words of wisdom was that great Liberal statesman, "Honest John Morley" and they were inspired by all the knowledge and responsibility of his position as Secretary of State for India

Our Indian Empire would not be drifting into revolution, and the world towards a terrible Asiatic crisis, if men of the wisdom and calibre of Morley were in charge of that great Dependency to-day

Self-conceit of Small Minds

His clear vision of the facts of the Indian situation was not obscured by the complacent conviction, held by our Socialist Ministers and their sloppy-minded auxiliaries on the front Conservative bench, that their own political sagacity has discovered the short cut to an Indian millennium. John Morley was

content to carry on, worthily and patiently, the great duty he had inherited from generation after generation of the splendid British administrators who have been civilising and serving that vast Oriental sub Continent for 250 years.

His practical mind was filled with facts, not vague sentimental prejudices He saw plainly the danger of the policy of scuttle and abandonment in India which passes for high statesmanship the Socialist and semi Socialist politicians on both sides of the House of Commons

"How should we look in the face of the civilised world" John Morley once asked a meeting of British electors "If we turned our back upon our duty and sovereign task? How should we bear the smarting stings of our own consciences when, as assuredly we should, we heard through the dark distances the roar and scream of confusion and carnage in India?"

I warn the men and women who read this article that their responsibility, as electors of Britain and therefore as rulers of India, is just as great and far more urgent to-day,

Surrendering an Empire

The grim news that is continually reaching us from India, of British soldiers murdered, faithful Mohammedan police clubbed to death or burnt alive British women and children huddled into forts or fleeing by train, the great frontier fortress of Peshawar for days together in the hands of Indian revolutionaries trying hard to lure the wild tribes across the Afghan border into an invasion of the frontier provinces, the law openly defied, the Union Jack tampled under foot, the Viceroy's train bombed, stores of smuggled weapons found and more arriving, and—inconspicuous but very serious—the warlike Sikhs, of whom many regiments of the Indian Army are composed, resolving to support Gandhi's revolutionary movement—these are not dramatic, unreal incidents in some picturesque cinema film, but deadly threats to the lives and well-being of British subjects, not only in India itself, but here in Great Britain also. We inherited an Empire so intact that we took its continuance for granted

But if we prove unworthy in the administration of what our fathers won and held, our inheritance will fall in ruins about us

For India is the linch-pin of Britsh Empire. If we lost India the Empire must collapse—first economically, then politically. When Charles II 's marriage brought this country the island of Bombay as his wife's dowry, the foundation was laid of the British Dominions overseas Without I dia we should never have gone on to annex and administer Singapore and the Malay States. Without these we could never have held Australia and New Zealand, nor should we ever have built up what was for so long the immensely valuable British market in China, based upon the Crown Colony of Hongkong

Why, then, deliberately saw asunder the central geographic link in the world-wide chain of the British Commonwealth ?

The Crowning Blunder in India

By a fresh proclamation issued earlier this week that semi-Socialist, Lord Irwin, renewed the futuous and impracticable pledge of Dominion status for India which encouraged by the connivance of his intimate personal friend, Mr. Baldwin, he issued last November

The promise of Dominion status should not be confirmed but cancelled It takes two to keep a bargain We are released from ours by the open proclamation of the intention of the Indian Nationalists to secede at the first opportunity Dominion status would give them that opportunity It means much more than did the "self-government" vaguely held out in 1917 as an ultimate condition for them by the late Mr E S Montagu, the young Jewish banker who so disastrously obtained responsibility for our Indian affairs during the war

Since the Imperial Conference of 1926, "Dominion status" confers not only the rights to maintain an army and have diplomatic relations with foreign countries. It is now admitted to imply full freedom to leave the Empire without let or hindrance, and that is exactly what the Indian Nation-

alist agitation is meant to bring about.

The Montagu-Chelmsford scheme for "Indianising" the government of India was itself a concession to panic These "reforms" were rushed through Parliament in the hope of creating "a favourable atmosphere" for the Amritsar Congress of 1919 But though they were accompanied by an amnesty for hundreds of robbers and murderers, the anti-British spirit at Amritsar proved of unprecedented violence

The Indian revolutionaries assembled there even carried a motion for the recall of Lord Chelmsford, the Viceroy, who had so foolishly attempted to propitiate them So much was on our hands in that historic year of the Peace Treaty that these things passed almost unnoticed here at home

But the Montagu-Chelmsford "reforms" were not intended to be more than an experiment It was expressly provided that after ten years they should be examined into by a Commission. That Commission, under Sir John Simon, is now about to present a belated report.

Not a Nation

Our white Dominions grew to autonomy by slow development based on the inherited traditions of their race. But for India, which in all her history has never had a day's experience of democratic institutions, complete self government is demanded almost overnight The Aga Khan, one of the most cultured and well-informed men, not only in India, but in the world, has said "Generations must pass before India is a nation" The Maharajah of Burdwan, who represented India at the last Imperial Conference, wrote recently: "I cannot imagine any other India, at least for a long time to come, but a British India It would be well," he added, "for the British public to realise how very different an Indian electorate of to-day is from a British constituency. In fact, so different are they that to draw comparisons between them would be useless if not mischievous."

Who, on the other hand are

the Indians who are clamouring for us to renounce the charge assumed by our forefathers ?

Gandhi, their leader, is not even a native of British India. He has never been a citizen of the Empire whose allegiance he is stirring up the people of India to repudiate. He was born in a native state of Gujerat, of a family belonging to the money-lending caste

Greedy Jobhunters.

Outside a numerically insignificant group of some 400,000 semi-educated Babus, who hanker for the spoils of minor office in a native Administration, none of the peoples of India wish to see an end of British rule, though the craven passivity of the present Indian Government in the face of flagrant provocation has convinced masses of the country's ignorant millions that the British are, in fact, about to be driven out.

To call this Indian agitation "nationalist" is a ludicrous misuse of words. How can the Hindus claim to speak for the imaginary "nation" of India when 60,000,000 of its people are regarded by them as creatures less than human ? For that is the fate of the "Untouchables," a body of outcastes, scattered throughout the length and breadth of the land who, until the British came, were the slaves of their Hindu masters They are still kept in deliberate degradation by the very men who are claiming to be made the masters of India. Can British trade unionists feel genuine sympathy for caste ridden Hindus who treat most of their poorest class of manual workers worse than a British working-man would treat a mongrel dog ?

These "Untouchables" are denied education by their Hindu brethren They may not possess or read the Hindu scriptures, or ever enter a temple, or send their children to school The "Untouchables" may not draw water from public wells, so that their sufferings in time of drought are dreadful. They may not even set foot in a court presided over by a Hindu judge. If they want justice they must wait outside and state their case through an intermediary.

—

If We Left.

British commercial interests in India are being deliberately strangled. Do electors here at home yet realise that without our Indian trade it would be utterly impossible for the dole and pension services of this country to be maintained ?

What the Indian agitators want is to force us to hand over India to the tyranny of a Hindu oligarchy, which would be the most jealously exclusive and the most shamelessly corrupt the world had ever seen This would not bring peace to India—only oppression, extortion. civil war, slavery, famine, epidemics of disease, and, in the end, foreign invasion.

We cannot turn our backs upon our duty and compound with the open enemies of Britain. To do so would be such a cowardly betrayal of great trust as would blacken our nation's name for ever.

British rule in India is irroplaceable. Our duty there is not to argue with base agitators BUT TO GOVERN.

HINDU V. MOSLEM : THE UNBRIDGEABLE GULF.

Gandhi is trying to bluff the British nation into believing that he represents India

He imposed this fraud upon the ex-Viceroy. Lord Irwin received and consulted Gandhi He neglected the leaders of other communities and groups of much greater importance. By his tame acceptance of Gandhi's pretensions the ex-Viceroy did more then anyone to raise the standing of this agitator in the eyes of his fellow-countrymen

Gandhi and his group of noisy Nationalists have no right whatsoever to speak for India. The census returns show that beyond dispute

Two great communities predominate in India—the Hindus and the Moslems Religion is far from being their only ground of difference. In race, culture, and habits they are separated much more widely than any two nationalities of Europe Between them exists what the Simon Report calls.

"a basic opposition, manifesting

itself at every turn in social custom and economic competition, as well as in mutual religious antipathy"

There was bitter hostility between Protestants and Catholics in Europe at the time of the Thirty Years' War. When the Protestant city of Magdeburg fell in 1631, its entire population of 40,000 people was massacred. An even more savage hatred prevails in India to-day between Hindu and Moslem

The all-India Moslem Conference declared at Delhi a fortnight ago that "the wanton aggressiveness of the Hindus will lead to civil war"

Cawnpore Horror

The terrible slaughter of Moslems by Hindus at Cawnpore last month entirely justifies this warning

The full horror of the butchery was deliberately concealed in the official reports

At first the numbers killed were "estimated" at 150, then at 250 Independent enquirers on the spot belive that least 1,000 men, women, and children were done to death under atrocious circumstances.

Because Cawnpore Moslems would not join in public mourning for the executed Hindu murderers of a British officer, the Hindus locked whole families in their houses and burnt them alive, flung babies into cesspools, and cut the throates of every defenceless Moslem they could find

Gandhi is a Hindu of the moneylending caste. He is scheming to come to the next Round Table Conference in London as the sole representative of both Hindus and Moslems.

As Shaukat Ali, the Moslem leader, has declared, he is trying to split the Moslems in order to establish Hindu domination in India. The Moslems Conference has emphatically rejected the idea of being represented by a Hindu. They will send a separate delegation to remind our ignorant and unpractical politicians that Gandhi and the Hindus he claims to represent form hardly a bare majority of India's population

The Untouchables

In British India, excluding the

native States, there are 60,000,000 Moslems and 163,000,000 Hindus. But 44,000,000 of these Hindus, according to the Simon Report, belong to the class known as "Untouchables"

They are pariahs, rejected and despised by the Hindu community, who treat them far worse than any Englishman would treat his dog

These poor wretches, because of some imaginary religious taint, must not touch the food or clothing of a Hindu, must not draw water from the same well ' send their children to the same school, or seek justice in the same court. To accept Gandhi as the representative of the downtrodden "Untouchables" would be like receiving the Chief of the Ogpu as the spokesman of the convictslaves in the Soviet timber forests

It is therefore Gandhi's aim to put nearly 107,000,000 of various races and religions in British India under the tyranny of 119,000,000 Hindus

The "Untouchables," if their outcast condition allowed them to know anything at all, would beg for the continuance of British rule, which is their only protection against the cold-blooded inhumanity of the Hindus. The native Christians know that a Hindu Administration would be even harsher to them than to the "Untouchables" And the Moslems, though confident in their own physical superiority over the weedy Hindu race, realise that the success of Gandhi's schemes would reduce them to a minority always on the defensive against persecution.

Unceasing Hostilities

Left to themselves the two communities would be instantly at each other's throats. The Cawnpore massacre was no isolated outbreak Violent clashes are of almost daily occurrence Lord Irwin in 1927 stated that during the previous 18 months 250 to 300 people had been killed, and over 2,500 injured, in Hindu-Moslem riots. With that smug sententiousness which enables him to gloss over the most unpleasant facts, he added the comment that "we have been forced to look upon the abyss of unchained human

passion that lies too often beneath the surface of habit and law."

Gandhi himself has cynically said that when he has got the British Army out of India "a civil war may be necessary even if it means that one community disappears."

To discuss self administration for India while this great cleavage cuts right across the life of the whole country is pure waste of time. To quote Lord Headley, a British convert to the Moslem faith: "Hindus and Moslems can never truly coalesce because their religions are as far apart as the poles."

The Moslems will never consent even to the abolition of the present system of voting in separate communities at local elections Their mistrust and dislike of their Hindu neighbours are unalterable

A Crazy Policy

These conditions make Dominion status impossible for India. For that status national unity is indispensable. This in-turn implies the willing submission of the minority to the majority. Such a condition of affairs is unthinkable to both Hindu and Moslem

All these Commissions and Reports and Round Table Conferences are no more than sand castles, which the irresistible tide of racial prejudice will wash away Yet it is no such frail foundations that some crazy sentimentalists in this country would have the future fortunes of both India and Britain rest

Let us cease talking folly and face up to our responsibilities. Our duty in India is plain It is to keep the peace within her frontiers and upon them

No other nation in the world can fulfil that task Posterity will regard it as the greatest mission of the British race For close on two hundred years, at the cost of untold thousands of British lives lost by battle or disease, we have given to India internal and external security.

The British Army in India, and the Indian Army under its British officers, are the pillars upon which the great structure of civilisation

we have raised there stands Directly British defence and British control were withdrawn, carnage and chaos would begin, and among the first throats to be cut would almost certainly be those of the mischievous agitators who, financed by native interests coveting our trade, are trying to bluff, blandish and bully us out of India * *

---

* ঐ পুস্তকের কতক অংশ পুনর্মুদ্রিত হইল। কুমার পূর্ণেন্দুকিশোর দেববর্মার সৌজন্যে।







VISIT

MANIPUR

SEE & ENJOY

Much has been said & known
About the beauty & attraction of
Manipur.
Still there are things untouched & unexplored
A visit to Manipur is worthwhile —
It is a small paradise on earth:
A part of India [illegible] air-conditioned
by nature,
A museum of handicrafts & handloom prod
A place neat and clean
And of fairly dressed people.
Where begging is unknown
A land of Dance and music
Comperable to fairy lands.













PRIZE W[illegible]

The All India Pineapples & [illegible]
To Facilitate The Co[illegible]

We

PURCHASE BACK OLD MAGURU[illegible]

[illegible] THE SAME [illegible]
THROUGHOUT [illegible]

[illegible] WHOLESALE [illegible]
[illegible] BAZAR [illegible]

and

[illegible] SINGH & SONS [illegible]
[illegible] BAZAR, IMPHAL

Department of Agriculture,
Manipur

[illegible]